পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 236 Monday, 27 July, 2026 ✳ ৩১ বর্ষ, ২৩৬ সংখ্যা ✳ ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩, সোমবার, ২৭ জুলাই ২০২৬ ✳ আজ ৮ পাতা ✳ মূল্য– ৩ টাকা

‘ছাত্র না, সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে উগ্র মৌলবাদীরা!’

আফরোজের নাম টেনে তৃণমূলকেও হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২৬ জুলাইঃ ধর্মতলায় সাম্প্রতিক গোলমাল এবং সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত হামলার নেপথ্যে উগ্র মৌলবাদী ও বিদেশি মদতপুষ্ট চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কার্গিল বিজয় দিবসের এক কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, প্রকৃত নিট পরীক্ষার্থী বা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে এই হিংসাত্মক ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই। ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র মিছিলে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মূলধারার সাংবাদিকদের রক্তাক্ত করা হয়েছে। আক্রান্ত সাংবাদিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই সাতটি মামলা দায়ের হয়েছে এবং ১৪ জন চিহ্নিত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নতুন ‘গুন্ডাদমন আইন’-এর অধীনেই এদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আবারও মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মতলার ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রকৃত নিট আন্দোলনকারীরা এই অসভ্যতার সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁরা নিজেরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়ে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের নিন্দা করেছেন এবং এই হিংসার দায় নিতে অস্বীকার করেছেন। সিজেপি-র ডাকা মিছিলে পরবর্তীতে বামেরা যুক্ত হয় এবং সেই সুযোগ নিয়ে কিছু উগ্র জামাতি ও মৌলবাদী শক্তি গোলমাল পাকায়।’’ অতীত সরকারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘‘২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট, ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচন কিংবা ভাঙড়, সন্দেশখালি এবং আরজি কর আন্দোলনের সময় বহু বার সাংবাদিকরা রক্তাক্ত হয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ প্রশাসন কোনও ভূমিকা নেয়নি, কেউ গ্রেফতারও হয়নি।’’ বর্তমান সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে শুভেন্দু বলেন, ‘‘আমরা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ শুধু ভাষণ বা বিবৃতিতে বলি না, কাজেও করে দেখাই। ঘটনার পরপরই আমি এসএসকেএম হাসপাতালে ছুটে গেছি। আমাদের আশ্বাসে সাংবাদিকেরা সাহস পেয়েছেন এবং নিজেরা এগিয়ে এসে এফআইআর দায়ের করেছেন। ভিডিও ফুটেজ দেখে ১৪ জন দাগি সমাজবিরোধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা কেউ ছাত্র নয়, ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে আসা মৌলবাদী চক্রান্তের অংশ।’’ হঠাৎ কেন এই ধরনের হিংসাত্মক রূপ নিল আন্দোলন? তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিগত ১০ সপ্তাহে রাজ্য সরকারের নেওয়া একাধিক জাতীয়তাবাদী প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এই অসামাজিক শক্তিগুলি। রাজ্যে চালু থাকা খারিজী মাদ্রাসাগুলির নথি ও আর্থিক উৎসের ওপর কড়া নজরদারি ও তদন্ত শুরু করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে বেআইনিভাবে প্রদান করা ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের পশুহত্যা আইন কড়াকড়িভাবে বলব করা এবং শব্দদূষণ রুখতে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিক্ষোভের নামে তেরঙা জাতীয় পতাকা উল্টো করে ধরা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে লাথি মারা হয়েছে এবং আপত্তিকর দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়েছে। এরা ছাত্র আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে এসেছে এবং গুন্ডাদমন আইনেই এদের বিচার হবে। অভিযুক্ত আফরোজের তৃণমূল কানেকশন নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু কড়া ভাষায় বলেন,

● এরপর ৬ পাতায়...

ট্রলারডুবিতে মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ও চাকরি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামনগর, ২৬ জুলাইঃ সমুদ্রে ট্রলার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মৎস্যজীবী পরিবারগুলির পুনর্বাসনে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের এক বিশেষ সহায়তা কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে নিহতদের পরিবারগুলির হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন তিনি। সেই সঙ্গে শোকগ্রস্ত পরিবারগুলির কর্মক্ষম তরুণদের যোগ্যতা অনুযায়ী রাজ্য পুলিশের হোমগার্ড, সিভিক ভলান্টিয়ার কিংবা স্থানীয় প্রশাসনে কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়াও হাওড়া ও নদিয়ার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া উড়িষ্যার তিন জন মৃত মৎস্যজীবীর পরিবারকেও রাজ্য সচিবালয়ের মাধ্যমে সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। অর্থ দিয়ে স্বজন হারানোর ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয় স্বীকার করে মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ‘মিশন বাৎসল্য’ প্রকল্পের আওতায় অনাথ শিশুদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য মাসে ৪,০০০ টাকা করে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের মাসে ৩,০০০ টাকার ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ এবং বিধবা ও বার্ধক্য ভাতার আওতায় আনা হবে। তাছাড়া গৃহহীন পরিবারগুলিকে ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা’য় নতুন ঘর বরাদ্দ নিশ্চিত করতে রামনগর-১ ব্লকের বিডিও-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপকূলীয় নিরাপত্তা ও বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থার পূর্ববর্তী দৈন্যদশার সমালোচনা করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে একাধিক কোস্টাল থানা তৈরি হলেও বিগত দিনে প্রয়োজনীয় বোট বা সরঞ্জাম জোগানো হয়নি। ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধারকাজ ব্যাহত হত। এই অচলাবস্থা কাটাতে

● এরপর ৬ পাতায়...

জওয়ানদের বলিদান দেশের গর্ব প্রধানমন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাইঃ কার্গিল বিজয় দিবসে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত রক্ষায় সেনাদের অসীম সাহস, বীরত্ব এবং আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কঠিন পরিস্থিতিতেও জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের বলিদান দেশের গর্ব হয়ে থাকবে। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘কার্গিল বিজয় দিবসে গোটা দেশ সেই বীর সেনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়, যাঁরা দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অসাধারণ সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের দেশের প্রতি অটুট ভালোবাসা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা আগামী প্রজন্মকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে।’ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন রাজনাথ সিংও। একইসঙ্গে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে এবার কথা হবে পিওকে নিয়ে। মনে করিয়ে দিয়েছেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান অবৈধভাবে কাশ্মীরের একাংশ দখল করে রেখেছে। অনুপ্রবেশ নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। প্রতি বছর ২৬ জুলাই কার্গিল বিজয় দিবস পালন করা হয়। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক জয়ের স্মরণে এই দিনটি উদযাপিত হয়। একইসঙ্গে দেশের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানানো হয়। ১৯৯৯ সালের মে মাসে পাকিস্তানের সেনা ও অনুপ্রবেশকারীরা নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে লাদাখ দখল করে পাকিস্তানের সেনা। তা পুনর্দখলের জন্য অপারেশন বিজয় শুরু করে ভারত। এই অভিযানে ভারতীয় বায়ুসেনা অপারেশন সাফেদ সাগর এবং ভারতীয় নৌসেনা অপারেশন তলোয়ার-এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অবশেষে ২৬ জুলাই ১৬ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে লড়াইয়ের পর পাক অধিকৃত এলাকা পুনর্দখল করতে সক্ষম হয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। তারপর থেকে এই দিনটি কার্গিল বিজয় দিবস পালন করা হয়।

ছুটির সকালে সরকারি কর্মীদের জন্য নবান্ন থেকে এল বড় নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ সরকারি কর্মচারীদের হাজিরা দেওয়ার পদ্ধতিতে বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। এবার থেকে দফতরে আলাদা করে কোনও বায়োমেট্রিক হার্ডওয়্যার মেশিন বসানোর প্রয়োজন নেই। নতুন নিয়মে কর্মীরা সরাসরি অফিস চত্বরের মধ্যেই নিজেদের মোবাইল ফোনের সাহায্যে হাজিরা (অ্যাটেনডেন্স) দিতে পারবেন। এর ফলে সরকারের বিপুল খরচ যেমন বাঁচবে, তেমনই হাজিরা প্রক্রিয়া হবে আরও সহজ ও ঝঞ্ঝাটহীন। অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই আধুনিক ব্যবস্থাকে যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর করতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন দফতরের নিজস্ব সফটওয়্যার সলিউশনগুলি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দফতরে বায়োমেট্রিক মেশিন বসানোর কাজ শুরু হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ঠিকমতো কাজ করত না। তাছাড়া নতুন এই মোবাইল-ভিত্তিক জিও-ফেন্সিং প্রযুক্তি চালু হলে দফতরের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে থেকেই কর্মীরা অ্যাপের মাধ্যমে হাজিরা নথিভুক্ত করতে পারবেন। এর ফলে অফিসে সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করা আরও সহজ হবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ থাকবে বলে মনে করছে অর্থ দফতর। দ্রুত এই নির্দেশিকা সমস্ত দফতরে পাঠানোর প্রক্রিয়া

● এরপর ৬ পাতায়...

‘ধর্মেন্দ্রকে পদত্যাগ করিয়ে বিদেশি ষড়যন্ত্র সামনে এনেছে কেন্দ্র!’ বিস্ফোরক বিজয়বর্গী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাইঃ নিট-ইউজি পরীক্ষায় কথিত প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলা ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের ঘটনায় নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। পদত্যাগের একদিন পর বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা ও মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাশ বিজয়বর্গীয় দাবি করেছেন যে, আন্দোলনের প্রথম দিনেই ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, এই আন্দোলনকে চলতে দিয়ে এবং শেষে প্রধানের এই পদত্যাগ বিদেশি শক্তির ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। পিটিআই-এর খবর অনুসারে, কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেছেন, ‘‘আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দলীয় নেতৃত্ব তাঁকে অনুরোধ করে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলে।’’ তিনি দাবি করেন যে, এই পদত্যাগের মাধ্যমে বিদেশি শক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে, যারা ছাত্র আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চেয়েছিল। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোচনা চলছে। নিট পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে দেশজুড়ে ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখায়। সুপ্রিম কোর্টও মামলা গ্রহণ করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ অনেককে অবাক করেছে। কেউ কেউ এটিকে সরকারের দায়িত্ব স্বীকার বলে মনে করছেন, আবার অনেকে বলছেন, এটি আন্দোলনকে শান্ত করার কৌশল। কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের বক্তব্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। তিনি বিদেশি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে বলেছেন যে, কিছু শক্তি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অস্থির করে সামগ্রিকভাবে ভারতকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। বিজয়বর্গীয়ের এই দাবি বিজেপি শিবিরে আলোচিত হলেও বিরোধী দলগুলো এটিকে ‘ষড়যন্ত্র তত্ত্ব’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসসহ অন্যান্য বিরোধী দল বলছে, সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতেই এমন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। নিট বিতর্ক শুরু হওয়ার পর থেকেই ধর্মেন্দ্র প্রধানের মন্ত্রিত্ব নিয়ে চাপ বাড়ছিল। ছাত্র সংগঠনগুলো তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছিল। দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে তিনি পদত্যাগ করেন। কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের দাবি অনুসারে, প্রধান প্রথম থেকেই দায়িত্ব নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ঘটনা বিজেপির অভ্যন্তরীণ গতিবিধি নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। একদিকে মন্ত্রীর পদত্যাগ, অন্যদিকে বিদেশি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দুটোই বিরোধীদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে। বিরোধীরা বলছে, ‘‘প্রশ্নফাঁস রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে এখন ষড়যন্ত্রের গল্প বলা হচ্ছে।’’ অন্যদিকে, বিজেপি নেতারা প্রধানের পদত্যাগকে ‘নৈতিক দায়িত্ববোধ’ বলে সমর্থন করছেন। তাঁরা বলছেন, মন্ত্রী হিসেবে তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

‘প্রতি মাসে রিপোর্ট চাই’

রাজ্যের সব বেসরকারি স্কুলকে নির্দেশ শিক্ষা দপ্তরের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ চলতি মাসের মাঝামাঝি বিকাশ ভবনের আধিকারিকদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে সরকার উদ্যোগী হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি। জানান, শিক্ষাকে আর পণ্য করা যাবে না। সে সময়ই রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি স্কুলের অডিট করা হবে বলেও জানান তিনি। এ বার সেই ঘোষণা মেনেই সমস্ত বেসরকারি স্কুলগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের। প্রতি মাসেই পাঠাতে হবে এই রিপোর্ট। মূলত, বেসরকারি স্কুলগুলির উপর নজরদারি চালাতেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ইউডিআইএসই পোর্টাল, বাংলা শিক্ষা পোর্টাল ও জেলা অফিসের সমস্ত নথি মিলিয়ে যাচাই করা হবে স্কুলের সব তথ্য। সেই মতো বেসরকারি স্কুলে অভিযানে যাবেন সরকারি আধিকারিকেরা। তবে স্কুল পরিদর্শনে কেউ বাধা দিলে কড়া পদক্ষেপ করবে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। পরিদর্শনে বাধা দিলে প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্যও নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জেলার বিদ্যালয়

● এরপর ৬ পাতায়...

বেসরকারি কর্মীদের জন্য পি ট্যাক্সে বড় বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ অর্থ বিলে বেশ কিছু সংশোধনী আনল রাজ্য সরকার। অর্থ বিল সংক্রান্ত আলোচনায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, এবার রাজ্যের আয় বাড়বে। প্রফেশনাল ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যে বদল আনা হয়েছে, তাতে রাজ্যের আয় আরও বাড়বে বলে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী। ট্যাক্স না বাড়িয়েও আয় বাড়ানো ও খরচ সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলেছেন তিনি। মূলত বেসরকারি কর্মীদের জন্যই এই বদল কার্যকর হবে। নতুন নিয়মে যে কর্মী পি ট্যাক্স দেবেন, সেই কর্মীর ট্যাক্স রাজ্য সরকারের খাতেই জমা হবে। পশ্চিমবঙ্গের কোষাগারে জমা হবে। স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন আগে, কোনও কর্মী যে সংস্থায় কাজ করছেন, তাদের হেডকোয়ার্টার ভিনরাজ্যে হলে, সেই রাজ্যেই জমা পড়ত কর্মীর পি ট্যাক্স। কিন্তু এবার থেকে অফিস যদি পশ্চিমবঙ্গে হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কোষাগারেই জমা পড়বে ওই টাকা। তবে ডবল ট্যাক্সেসন হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, ‘‘সরকারি কর্মী কমছে, প্রাইভেটে কর্মী বাড়ছে। বাইরে সেটা দেখছিলাম। এখানেও তাই হচ্ছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে তাই আমরা এটা করলাম।’’ প্রতিটি সংস্থাকে সরকারের কাছে ট্যাক্স জমা দেওয়ার সময়ে জানাতে হবে সেই সংস্থায় পি-ট্যাক্স দেওয়ার যোগ্য কর্মী কতজন রয়েছেন। ইনফরমাল সেক্টরকে ফর্মাল অর্গানাইজড সেক্টরে আনতে চান বলেই এই সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘রেভিনিউ বাড়াব আমরা। আপাতত যা ট্রেন্ড দেখছি, তাতে এই রাজ্য থেকে ১৮ শতাংশ বাড়বে।’’ কীভাবে বাড়বে আয়? সে ক্ষেত্রে মাইনিং বা খনির ক্ষেত্রে করে বদলের কথা বলা হয়েছে। স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, ‘‘বিগত সরকার এটাকে ট্যাক্স ফ্রি করে রেখেছিল। কিন্তু আমরা সেটাকে আরও রিজিড করছি।’’

চক্রবেড়িয়া সর্বজনীনের পুজো হাতছাড়া তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ ৪ মে রাজ্য হাতছাড়া হয়েছে। এরপর একে একে পুরবোর্ডগুলি হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের-র। এবার শুরু হয়েছে শহরের পুজোগুলি হাতছাড়া হওয়া। যে পুজোতে এসে বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব থেকে বেশি উচ্ছ্বসিত হতেন এবং ডান্ডিয়া খেলতেন, সেই চক্রবেড়িয়া সর্বজনীনও এবার হাতছাড়া হয়ে গেল। কলকাতা পৌরসভার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম ভট্টাচার্য। চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন ৮১ তম বর্ষে থিন করতে চলেছে পদ্মদীঘির ঘাটে। ভবানীপুরের মানুষ শুভেন্দু অধিকারীকে তাঁদের এলাকায় জয়ী করেছেন। পদ্মের জয়জয়কার হয়েছে গোটা রাজ্যজুড়ে। দুর্গাপুজোয় নিজেদের থিমের মাধ্যমে সেই পদ্ম নিবেদনই অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে চলেছে এই পুজোয়। আর সেই পুজোয় তৃণমূলের কাউকে রাখতে চান না নতুন আয়োজকরা। কারণ হিসেবে তাঁদের দাবি, মানুষের

তথা কলকাতা পৌরসভার মেয়র পরিষদ অসীম বসুর পুজো হিসেবে খ্যাত ছিল এই চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন। বিগত মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম স্নেহভাজন অসীম বসুর নামগন্ধ এবার পুজো থেকে ছেঁটে ফিরলেন এবারের আয়োজকরা। এমনকী, সরাসরি অসীম বসুর বিরুদ্ধে পুজোকে কুক্ষিগত করে রাখা এবং সাধারণ মানুষকে অংশ নিতে বাধা দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ আনলেন আয়োজকরা। বিজেপি ঘনিষ্ঠ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেমন উপস্থিত থাকলেন, তেমনই বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকলেন কলকাতা দক্ষিণ জেলার সভাপতি পুজোয় কোনও দুর্নীতিবাজদের রাখা হবে না। মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই থিন পুজো অন্যান্যের তুলনায় অনেকটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে বলে দাবি করছেন নতুন আয়োজকরা। চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন এর তিমির সরকার বলেন, ‘‘এখন বাংলা পদ্মময়। তাই এবার চক্রবেড়িয়া সর্বজনীনের থিম এটাই হবে।’’ অন্যদিকে, তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন পুজো উদ্যোক্তা অসীম বসু বলেন, ‘‘আমি জানি না কারা কী বলছে। এটা শুধু অসীম বসুর পুজো নয়। সকলের পুজো। আমরা সকলেই ইস্তফা দিয়ে চলে আসি।’’

মিছিলে দেশবিরোধী স্লোগান ইস্যুতে হুঁশিয়ারি শমীকের

‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি বললে হাসপাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে!’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ দেশবিরোধী স্লোগান আর ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’ স্লোগান তুললে এবার আর রেয়াত নয়! মিছিলে বিতর্কিত স্লোগান ইস্যুতে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সরাসরি পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘ভারত তেরে টুকড়ে হোঙ্গে’ কিংবা ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’ স্লোগান তুললে ‘সুস্থ শরীরে’ বাড়ি ফেরা যাবে না। সম্প্রতি মিছিল থেকে ওঠা বেশ কিছু বিতর্কিত স্লোগান প্রসঙ্গে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘খুব মার খাবে ওরা! খুব মার মারবে পুলিশ! এরপরে মানুষ পেটাবে! এখন বাবরের সরকার নেই, এখন শ্যামাপ্রসাদের সরকার!’’ রাজ্য বিজেপি সভাপতির বক্তব্য, ‘‘দেশে দেশবিরোধী শক্তি নতুন করে মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর নেপথ্যে রয়েছে কমিউনিস্টদের উসকানি।’’ তাঁর তোপ, ‘‘যারা এই দেশটাকে টুকরো করেছিল, যারা ভারতবর্ষকে এক রাখতে চায়নি, ১৮টা টুকরোতে ভাঙতে চেয়েছিল, তারা আজকে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে। এদের বোঝা উচিত এই সরকারটা শ্যামাপ্রসাদের সরকার, বাবরের সরকার নয়।’’ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘‘পুলিশ আইনের পথেই চলবে। সাধারণ মানবাধিকারের খাতিরে পুলিশ ট্রিগার-হ্যাপি না হলেও দেশবিরোধীদের ছেড়ে কথা বলা চলবে না।’’ পুলিশকে পরামর্শ দিয়ে তাঁর সাফ কথা, ‘‘অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে মানবাধিকার কমিশনের কথা শুনবেন, গুলি চালাতে হলে আকাশে চালাবেন, বুকের দিকে চালাবেন না। এগুলো তো ঠিক আছে! কিন্তু ‘দেশ, ভারত তেরে টুকড়ে হোঙ্গে’ বললে, মোটামুটি যেন দু-টুকরো হাড় নিয়ে অন্তত কোনও হাসপাতাল হয়ে, প্লাস্টার করিয়ে তারপর বাড়ি যেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করবেন।’’ একইসঙ্গে শমীক হুঙ্কার দেন, পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ মানুষ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘জনতা যদি এবার জেগে যায়, তবে এই ধরনের শব্দ উচ্চারণ করলে

● এরপর ৬ পাতায়...

সকাল হতেই ফের ভিডিয়ো বার্তা ককরোচ অভিজিতের, কীসের ইঙ্গিত?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাইঃ একটানা ৩৭ দিন। লাগাতার আন্দোলন, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, মিছিল, র‍্যালি কী কী না হয়নি। প্রতিদিন মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়েছে রাস্তায়। তবে সরে আসেনি সিজেপি। কিন্তু রবিবার সকালটা আলাদা। অবশেষে স্বস্তির ঘুম ঘুমোলেন সিজেপি-র প্রধান অভিজিৎ দীপকে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই কথাই জানালেন তিনি। সঙ্গে উস্কে দিলেন পরবর্তী পদক্ষেপের কথা। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ। আন্দোলনে পথে নামে পড়ুয়ারা। তাদের নেতৃত্ব দেয় 'ককরোচ জনতা পার্টি' দিল্লি থেকে চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ- সব জায়গায় বিক্ষোভ চলছিল ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে। কলকাতাও বাদ যায়নি। অভিজিৎ দীপকে ও তাঁর

সহযোগীদের নেতৃত্বে দিল্লিতে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। এরপর শনিবার ইস্তফা দেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। পরে কেন্দ্র ছাত্রদের সব দাবি মেনে নেয়। যুক্তি দেওয়া হয়, 'দেশ সবার আগে।' স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার লেখেন, 'প্রথমে দেশ, তারপর দল, শেষে নিজে। পদের চেয়ে দায়িত্ব এবং নিজের চেয়ে দেশকে বড় মনে করার যে সংস্কৃতি দল শেখে, প্রধানের ইস্তফা তারই প্রমাণ।' পরে সকল দাবি পূরণের পর গোটা অবস্থান উঠিয়ে নেয় সিজেপি। এরপর আজ সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন অভিজিত। লেখেন, এরপর কী করব বা সন্ধ্যা পর্যন্ত কী ঘটবে, তা নিয়ে চিন্তা না করেই আমি ঘুমোলাম। অর্থাৎ এত দিন আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে চিন্তা করতে হত। তবে, এবার কয়েকদিন অন্তত তার থেকে মুক্তি। খুব শান্ত গলায় তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''এখন কয়েকদিন কোনও আতঙ্ক নেই।'' কিন্তু ভিডিয়োর শেষে বাড়ল জল্পনা। অভিজিৎ বললেন, ''এটা সবে শুরু... ককরোচ জনতা পার্টিকে আরও দীর্ঘ পথ যেতে হবে।'' অভিজিৎ-এর এই মন্তব্যের পরই জল্পনা বেড়েছে। তবে ফের একবার তারা নতুন কোনও ইস্যুতে আন্দোলন করবেন? উঠল সেই প্রশ্ন।

'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ'

কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা রাজনাথের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাইঃ কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। পাকিস্তানের সঙ্গে এবার শুধু কথা হবে পিওকে নিয়ে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান অবৈধভাবে কাশ্মীরের একাংশ দখল করে রেখেছে। পাকিস্তানের সরকারি নীতির অংশ হয়ে গিয়েছে জঙ্গিরা। সাফ কথা রাজনাথের। প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুরের সময় পাক সেনার কোমর একেবারে ভেঙে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। পাক সেনার অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল যদি না ভারত থামতো। ভারতীয় সেনার ক্ষমতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল গোটা বিশ্ব। যদিও বর্তমানে ফের পুরনো রোগ চেপে ধরেছে পাকিস্তানকে। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। জঙ্গি ঢুকিয়ে ভারতীয় সেনা থেকে সাধারণ বাসিন্দাদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা হচ্ছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রাজনাথ সিংয়ের কড়া হুঁশিয়ারি যে রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সাফ কথা, অনুপ্রবেশ কোনওমতেই বরদাস্ত করা হবে না। ভারতীয় সেনা সদা সতর্ক রয়েছে। একইসঙ্গে তাঁর সাফ কথা, অনুপ্রবেশের চেষ্টা হলে কাউকে রেহাত করা হবে না। অবসরপ্রাপ্ত এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তীও সমর্থন করছেন রাজনাথ সিংকে। বলছেন, ''প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একদমই ঠিক কথা বলেছেন। পাকিস্তান ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ছায়া যুদ্ধ করবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো সেটা তো হবে না। পাকিস্তান যেমন ব্যবহার করবে তার যথাযোগ্য জবাব পাবে। পাকিস্তান আমাদের ভারতের একটা বড় ভূখণ্ড অধিকৃত করে রেখে দিয়েছে। এটা আমরা মেনে নেব না। আজ হোক বা কাল, পাক অধিকৃত কাশ্মীর আমাদেরই হবে। আমরা এতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।''

রামমন্দির অনুদান তছরুপের তদন্তে গঠিত নতুন সিট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাইঃ অযোধ্যার রামমন্দিরে অনুদান তছরুপের ঘটনায় তদন্তের গতি বাড়াতে বিশেষ তদন্তকারী দল পুনর্গঠন করল উত্তর প্রদেশ সরকার। সুপ্রিম কোর্টের কড়া মনোভাব ও নির্দেশের পর তড়িঘড়ি এই পদক্ষেপ নিয়েছে যোগী প্রশাসন। নতুন এই তদন্তকারী দলকে শক্তিশালী করতে আনা হয়েছে তিন অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান আইপিএস অফিসারকে। এই বিশেষ দলের নেতৃত্বভার দেওয়া হয়েছে আইজি কিরণ এস-কে। তাঁর সঙ্গে দলে রয়েছেন অযোধ্যার ডিআইজি সোমেন বর্মা এবং এসএসপি গৌরব গ্রোভার। প্রসঙ্গত, রামমন্দিরের অনুদান চুরির মামলায় নতুন করে সিট গঠনের জন্য গত ১৩ জুলাই নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং

বিচারপতি ভি মোহনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, কারিগরি ক্ষেত্র ও চুরি সংক্রান্ত তদন্তে পারদর্শী পুলিশ কর্তারাই এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ের সঠিক তদন্ত করতে সক্ষম। এর আগে লখনৌয়ের কমিশনার বিজয় বিশ্বাস পন্থ এবং অর্থ দপ্তরের সচিব নীল রতন কুমার-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক পুরোনো সিট দলে যুক্ত ছিলেন। শীর্ষ আদালত নতুন দল গঠনের পাশাপাশি আগামী ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে আদালতে তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে। রামমন্দিরে অর্থ তছরুপের অভিযোগ ওঠার পর থেকেই তৎপর রয়েছে সিট। তদন্তের স্বার্থে মন্দিরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অনুদানের হিসাবের খাতা, টাকা গোনার নিয়মাবলী এবং সমস্ত আর্থিক লেনদেনের নথি বারংবার পরীক্ষা করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়েছে মন্দিরের একাধিক কর্মী ও আধিকারিককে। প্রাথমিক রিপোর্টে টাকা গোনা ও তা জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় বড়সড় গাফিলতি এবং নয়ছয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলায় ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বর্তমানে পুনর্গঠিত এই নতুন আইপিএসদের দল পুরনো দলের সংগৃহীত সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পুনর্মূল্যায়ন করছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি মন্দিরের ডিজিটাল ডাটা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেনের ওপর কড়া নজর রাখছেন তদন্তকারীরা।

মহিলার ১ লক্ষ টাকার খোরপোষের দাবি খারিজ করল বম্বে হাইকোর্ট

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৬ জুলাইঃ স্বামীর তুলনায় বেশি আয় হওয়ায় এক মহিলার অন্তর্বর্তী ভরণপোষণের আবেদন খারিজ করে দিল বম্বে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে, বিদেশে জীবনযাত্রার খরচ বেশি হওয়াকে একমাত্র ভিত্তি করে ভরণপোষণের দাবি করা যায় না। পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-র ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কারণে স্বামীর চাকরিও ভবিষ্যতে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে তাই তাঁর পক্ষে বিচ্ছেদের পর স্ত্রী'র দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। বিচারপতি ভারতী ডাংরে

এবং বিচারপতি মঞ্জুষা দেশপান্ডের ডিভিশন বেঞ্চ ওই মহিলার মাসে ১ লক্ষ অন্তর্বর্তী ভরণপোষণের আবেদন খারিজ করে দেয়। মামলার নথি অনুযায়ী, আবেদনকারী ২০১১ সাল থেকে আমেরিকার নিউ জার্সিতে বসবাস করছেন। তিনি একটি দিল্লিভিত্তিক আইটি সংস্থা মার্ক ইনফোটেক-এ কর্মরত এবং মাসিক আয় প্রায় ৮ লক্ষ (প্রায় ৮,৭০০ মার্কিন ডলার)। অন্যদিকে তাঁর স্বামীও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেই চাকরি করেন, তবে তাঁর আয় স্ত্রীর তুলনায় অনেকটা কম। আদালত জানায়, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে প্রতিযোগিতা দ্রুত বাড়ছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারও মাথাচাড়া দিচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে স্বামীর চাকরি অনিশ্চয়তার মুখে পড়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে স্বামীর কাছ থেকে অন্তর্বর্তী ভরণপোষণ দাবি করার যথেষ্ট ভিত্তি আদালত খুঁজে পায়নি। তাই মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করা কোনও মহিলার দায়িত্ব বিচ্ছেদের পরও নেওয়ার কোনও যুক্তিই নেই। এর আগে পারিবারিক আদালতও মহিলার অন্তর্বর্তী ভরণপোষণের আবেদন খারিজ করেছিল। তবে মামলার খরচ বাবদ ২৫ হাজার টাকা তাঁর স্বামীকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। জানা গেছে, পারিবারিক বিরোধের জেরে দম্পতির দুই সন্তানের মধ্যে বড় সন্তান বর্তমানে বাবার কাছে এবং ছোট সন্তান মায়ের কাছে রয়েছে। পারিবারিক আদালতের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলা। তবে হাইকোর্টও তাঁর আবেদন খারিজ করে পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে।

অসমে বড়সড় জঙ্গি দমন অভিযান, পাকিস্তান-যোগের অভিযোগে গ্রেফতার ৩

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ২৬ জুলাইঃ পাকিস্তানভিত্তিক একটি সন্দেহভাজন জঙ্গি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল অসম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ধুবড়ি, চিরাং এবং বরপেটা জেলায় একযোগে অভিযান চালিয়ে পাকিস্তান-ভিত্তিক শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ক (এসবিএন)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোটা অভিযানে জেলা পুলিশেরও সহযোগিতা ছিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৪ জুলাই নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। তদন্তকারীদের দাবি, শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ক দীর্ঘদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনলাইন উগ্রপন্থী মতাদর্শ ছড়ানো, নতুন সদস্য নিয়োগ, নজরদারি চালানো, অস্ত্র সংগ্রহ, লজিস্টিক সহায়তা দেওয়া, স্লিপার সেল গড়ে তোলা এবং জঙ্গি কার্যকলাপ পরিচালনার মতো নানা তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্তান-এর নাম উঠে এসেছে। অভিযোগ, সীমান্তপারের যোগাযোগ এবং সাংগঠনিক কাঠামো আড়াল করতেই এই সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা হত। তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্তান চলতি বছরে পাঞ্জাব পুলিশের দুই কর্মীকে লক্ষ্য করে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছিল। গত ২২ ফেব্রুয়ারি এবং ২৪ মে সংঘটিত ওই দুই ঘটনার পর থেকেই এই নেটওয়ার্কের কার্যকলাপ নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বিশেষভাবে সতর্ক ছিল। অসমে এই নেটওয়ার্কের কার্যকলাপ প্রথম নজরে আসে নলবাড়ি জেলার একটি তদন্তে। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই গত ২২ মে এক সন্দেহভাজন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপর ধারাবাহিক তদন্ত এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ধুবড়ি, চিরাং ও বরপেটায় একযোগে অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে ধুবড়ির বেপারিপাড়ার ২৬ বছরের আক্রমুল ইসলাম, চিরাং

কাজে সক্রিয় ছিল বলে সন্দেহ। তদন্তে উঠে এসেছে, এই নেটওয়ার্ক পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)-এর নির্দেশে কাজ করত বলে অভিযোগ। পাকিস্তানে বসে থাকা হ্যান্ডলারদের সঙ্গে এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই চক্রের সদস্যদের যোগাযোগ হত বলেও দাবি তদন্তকারীদের। সেই সূত্র ধরেই নেটওয়ার্কের কার্যকলাপের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল। এসটিএফের দাবি, নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখতে এই নেটওয়ার্ক একাধিক সংগঠনের নাম ব্যবহার করত। তদন্তে খালিস্তান আর্মড ফোর্স, পাঞ্জাব সোভারেনটি অ্যালায়েন্স, খালিস্তান লিবারেশন আর্মি, শের-ই-পাঞ্জাব ব্রিগেড, ইউনাইটেড শিখ ব্রাদারহুড, শিখ টাইগার্স অফ খালিস্তান এবং জেলার পানবাড়ির ধুপিরির ২২ বছরের আমিনুর রহমান এবং বরপেটার কালগাছিয়ার দাবান্দিয়ার ৫৪ বছরের আবদুল হুসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযান চলাকালীন ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন, সাতটি সিম কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবই, ডেবিট কার্ড এবং তদন্তকারীদের মতে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক নথি উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলিকে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এসটিএফ জানিয়েছে, এই নেটওয়ার্কের কার্যকলাপ কতটা বিস্তৃত ছিল, আর কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং দেশের অন্য কোনও রাজ্যে এর শাখা-প্রশাখা রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা।

বিক্ষোভ শেষে পুরনো ছন্দে যন্তরমন্তর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাইঃ পুরনো ছন্দে যন্তরমন্তর। দীর্ঘ প্রায় ১ মাস পর স্বাভাবিক রূপ ফিরে পেল দিল্লির এই জনপ্রিয় চত্বর। গতকাল অবশেষে দেশের যুবশক্তির কাছে হার মানল মোদি সরকার। জয়ী হল ভারতের ছাত্র-যুবসমাজ। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডের জেরে আন্দোলন শুরু করেছিল সিজেপি দল। মূল দাবি ছিল একটাই, শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ। গতকাল ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার পরেই, ককরোচ জনতা পার্টির দুই প্রতিনিধির সঙ্গে আবারও বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। এরপর আলোচনায় বিজেপির সমস্ত দাবি পুরোপুরি মেনে নেওয়ার গ্যারান্টি দিয়েছে সরকার। আর এদিন সিজেপির কথা মতো তাদের দাবি মেনে নেওয়ায় পরই তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে। সেই জেরে গতকাল রাত থেকেই ফাঁকা হতে শুরু করে যন্তরমন্তর। পাশাপাশি আজ একটু অন্য চিত্র ধরা পড়ে সেখানে। দেখা যায় সরিয়ে ফেলা হচ্ছে শত শত ব্যারিকেড, বিক্ষোভস্থল খালি করতে দেখা গিয়েছে নিরাপত্তা কর্মীদের। রবিবার সকাল থেকেই যন্তর মন্তর এবং সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই আবারও চালু করা হয়েছে ওই এলাকার ইন্টারনেট পরিষেবা।

'ককরোচরা খুশি, তবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে সন্তুষ্ট নয় বিরোধীরা, সংসদে উঠতে চলেছে ঝড়

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাইঃ ছাত্র আন্দোলনকারীদের দাবি পূরণ। শিক্ষামন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা ধর্মেন্দ্র প্রধানের। আন্দোলনকারীদের তিন দাবি পূরণের পরই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। তবে ককরোচ আন্দোলন প্রত্যাহার হলেও, প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে সংসদে সরকারের উপর চাপ বজায় রাখতে মরিয়া কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। ককরোচ জনতা পার্টি আন্দোলন থেকে সরে গেলেও, বিরোধীরা শুধু ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে সন্তুষ্ট নয়। দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। এই দাবি তাদের। ২০ জুলাই সংসদ অভিযানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের দায় নিতে হবে অমিত শাহকে। এটাও দাবি। সোমবার সরকারের প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত বিল পেশ করা হবে, যাতে কড়া শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। এই বিল পেশের সময় থেকেই দাবিগুলি নিয়ে সরব হবে বিরোধীরা। এই বিষয়ে ফ্লোর কো-অর্ডিনেশন ঠিক করতে

সোমবার সকাল ১০টায় সংসদে বৈঠকে বসছে ইন্ডিয়া জোটের সংসদীয় দলের নেতারা। অন্যদিকে, বিজেপির হাতিয়ার ইউপিএ জমানা এবং কংগ্রেস-সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যে প্রশ্নফাঁস এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার পাল্টা খতিয়ান। প্রশ্নফাঁস রুখতে আনা সংশোধনী বিলের আলোচনার পরিসরকে কাজে লাগিয়ে এই ইস্যুই তুলতে চলেছে বিজেপি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর এবার রাম মন্দিরের চুরির ইস্যুকে পার্লামেন্টে মুখ্য হাতিয়ার করতে চাইছে সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদে দুই কক্ষে মুলতবি প্রস্তাব জমা দিতে চলেছে একাধিক বিরোধী সাংসদ। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে আলোচনা হবে আগামিকাল।

২১ জুলাই গুলিকাণ্ডে নতুন মোড়, ৩২ বছর পর মণীশ গুপ্তর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে ১৩ জন কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে আইনি পদক্ষেপ করল প্রদেশ কংগ্রেস। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় পরে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী মণীশ গুপ্তের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় ই-মেল মারফত এফআইআর দায়ের করেছে দল। একইসঙ্গে অভিযোগপত্রের একটি কপি পাঠানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের কমিশনারের কাছেও। ২১ জুলাই শহিদদের মৃত্যুর ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দায়ীদের বিচারের দাবিতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে কংগ্রেস। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের দাবিতে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই মিছিল ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ১৩ জন কংগ্রেস কর্মী। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রতিবছর ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এবার সেই ঘটনাতেই নতুন করে তদন্তের দাবি তুলে সরাসরি তৎকালীন প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই শুরু করল প্রদেশ কংগ্রেস। ২১ জুলাই শহিদ মিনার ময়দান থেকে রাজ্যজুড়ে মণীশ গুপ্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই শনিবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা এবং দলের ২১ জুলাই কর্মসূচি কমিটির চেয়ারম্যান অমিতাভ চক্রবর্তী। অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, ''আমরা আশা করি, নিরপেক্ষ ও আইনসম্মত প্রক্রিয়ায় তদন্ত হবে। মণীশ গুপ্ত-সহ ওই সময়ের প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ২১ জুলাইয়ের শহিদদের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন।'' একই সুরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ''আমরা চাই ২১ জুলাইয়ের শহিদরা বিচার পান। মুখ্যমন্ত্রী ২১ জুলাই কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা যেন বাস্তবে কার্যকর হয়।'' তাঁর দাবি, এতদিন ধরে যে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি, এবার তা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এদিকে, ধর্মতলায় সাম্প্রতিক আন্দোলনে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় পুলিশের ধরপাকড় নিয়েও সরব হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, ওই ঘটনার তদন্তের নামে তাদের একাধিক কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে শনিবার কলকাতায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন কংগ্রেস নেতারা। কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, অমিতাভ চক্রবর্তী, বিপ্রদাস চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচার্য, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, কামরুজ্জামান কামার-সহ দলের একাধিক নেতা ও কর্মী। পাশাপাশি, কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে, দলীয় কর্মীদের আটকের প্রতিবাদে আগামী ৫ আগস্ট লালবাজার অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেদিন পুলিশের ভূমিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি আটক কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিও তোলা হবে বলে জানিয়েছে দল। ২১ জুলাইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে এফআইআর দায়ের এবং একইসঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের এই ধারাবাহিক আন্দোলন রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এখন নজর, পুলিশের তরফে এই অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করা হয় এবং বহু আলোচিত ২১ জুলাই গুলি-কাণ্ডে নতুন করে তদন্তের কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয় কি না।

২১ বছরেই ভোটে লড়তে পারবেন এমএলএ-এমপি পদে? বিধানসভায় প্রস্তাব আনছেন মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, হায়দরাবাদ, ২৬ জুলাইঃ যুবরাই গড়বে দেশের ভবিষ্যৎ। তাই তাদের হাতেই দেশ শাসনের ভার দেওয়া হোক। আর্জি তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির। ভারতে ১৮ বছর বয়স থেকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। এবার তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি, মাত্র ২১ বছর বয়স থেকেই দেশের যুবদের নির্বাচনে লড়াই করার অধিকার দেওয়া হোক। তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার ন্যূনতম বয়স হল ২৫ বছর। সেখানেই রাজ্যসভা ও কাউন্সিলে লড়াই করার জন্য ন্যূনতম বয়সসীমা হল ৩০ বছর। কিন্তু জার্মানি ও গ্রেট ব্রিটেনের মতো দেশে ১৮ বছর পূর্ণ হলেই নির্বাচনে লড়াই করা যায়। তারা ওই বয়সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিও হতে পারেন। সিঙ্গাপুরে ২১ বছর বয়সে তারা দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। সেই পথেই এবার চলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত

রেড্ডি। তিনি বললেন, ''আগামী অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বিধানসভা ও বিধান পরিষদে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে। দুই কক্ষেই এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। আমরা প্রস্তাব পাশ করব যেখানে বলা হবে যে বিধায়ক ও সাংসদ পদে নির্বাচনে লড়াই করার ন্যূনতম বয়সসীমা ২১ বছর করা উচিত। সেই প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হবে।'' রেবন্ত রেড্ডি বলেন যে দেশ পরিচালনার সুযোগ যুবসমাজের হাতে তুলে দিতে হবে। এই লক্ষ্যেই তেলঙ্গানা বিধানসভায় প্রস্তাব আনা হবে। তিনি বলেন, ''রাহুল গান্ধি ও মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে লোকসভায়ও যাতে এই বিল পাশ হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করব।''

বরফের নিচে লুকিয়ে 'হামিংবার্ড', চমক দেখাল নাসা-ইসরোর উপগ্রহ নিসার!

সংবাদ সংস্থা, আন্টার্কটিকা, ২৬ জুলাইঃ মহাকাশ থেকে পৃথিবীর একের পর এক বিস্ময়কর ছবি পাঠাচ্ছে নাসা ও ইসরোর যৌথ উপগ্রহ নিসার। এবার সেই উপগ্রহের পাঠানো একটি রাডার ছবিতে পূর্ব আন্টার্কটিকার বরফের নিচে ফুটে উঠেছে একটি বিশাল হামিংবার্ড এর মতো একটি আকৃতি। এই ছবি ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। কারণ, এটি প্রমাণ করে যে বরফের গভীরে লুকিয়ে থাকা ভূ-প্রকৃতিও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম নিসার। নিসার হল নাসা ও ইসরোর যৌথ উদ্যোগে তৈরী একটি অত্যাধুনিক উপগ্রহ। প্রায় একটি পিকআপ ট্রাকের সমান আকারের এই উপগ্রহটি ২০২৫ সালের ৩০ জুলাই শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ হয়েছিল। প্রায় দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই মিশন বিশ্বের প্রথম উপগ্রহ, যেখানে দুটি ভিন্ন রাডার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। নাসার

এল ব্যান্ড রাডার ঘন বনভূমি ও বরফের গভীরতা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আবার ইসরোর এস ব্যান্ড রাডার মূলত কৃষিজমি, গুল্ম, মাটির আদ্রতা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। নিসারের এল-ব্যান্ড রাডারের সাহায্যে পূর্ব আন্টার্কটিকার নুনাটক জাটেরজাভশিজসজা নামে একটি পর্বতশৃঙ্গের ছবি পেয়েছে নাসা। এই পর্বতটি বিশাল বরফস্তরের নিচে আংশিকভাবে ঢাকা। হিমবাহ যখন ওই পর্বতের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন প্রবল চাপের কারণে বরফে গভীর ফাটল দেখা যায় আর রাডার চিত্রে এই ফাটলগুলি সবুজরেখা হিসেবে ধরা পড়ে। সব মিলিয়ে, পুরো ছবিটি ডানা মেলা হামিংবার্ড পাখির মতো দেখতে হওয়ার ফলে সেটিকে হামিংবার্ড বলছেন বিজ্ঞানীরা। নাসার সিগন্যাল অ্যানালিসিস ইঞ্জিনিয়ার সিয়ংসু জিয়ং জানান, অপটিক্যাল ক্যামেরা যেখানে শুধু বরফের উপরিভাগ দেখতে পারে, সেখানে রাডার প্রযুক্তি বরফ ও তুষারের ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করতে সক্ষম। ফলে, আন্টার্কটিকার বরফস্তরের এমন সব বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। বিজ্ঞানীদের মতে, আন্টার্কটিকার বরফে দেখা এই হামিংবার্ড আকৃতি নিসারের সক্ষমতার কেবল একটি ঝলক মাত্র। আগামী দিনে এই উপগ্রহ পৃথিবীর এমন বহু অজানা ও লুকিয়ে থাকা প্রাকৃতিক পরিবর্তন উন্মোচন করবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

রাশিফল

মেষঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন। **বৃষঃ** কফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আজ, আপনি কোনও সহায়তা ছাড়াই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। **মিথুনঃ** উচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। **কর্কটঃ** আপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন। **সিংহঃ** আপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। অনুগ্রহপূর্ণভাবে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করুন। **কন্যাঃ** আপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। **তুলাঃ** আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। **বৃশ্চিকঃ** আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। দিনের পরেরভাগে টাকাপয়সার অবস্থার উন্নতি হবে। **ধনুঃ** আপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিকে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না। **মকরঃ** যেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। **কুম্ভঃ** অপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। এই চিহ্নের কিছু নেটিভ তাদের বাচ্চাদের মাধ্যমে আজ আর্থিক সুবিধা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। **মীনঃ** আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে।

বিভিন্ন বাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হতো ঢিল, প্রতিবাদে হামলায় ‘খুন’

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ রাত হলেই পাড়ার বিভিন্ন বাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হতো ঢিল, প্রতিবাদ করায় হাওড়ার বাঁকড়ায় প্রকাশ্যে ছুরি নিয়ে হামলায় ‘খুন’ যুবক, জখমের ২ ভাই। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। রাতের বেলা প্রায় প্রতিদিনই এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে ছোঁড়া হতো ঢিল। শনিবার রাতে ওই অভিযুক্তকে (প্রতিবেশী যুবককে) হাতেনাতে ধরে সতর্ক করে দেন এলাকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি এই ঢিল ছোঁড়ার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এরই জেরে ক্রোধে রবিবার সকালে প্রকাশ্যে ছুরি মেরে প্রতিবাদীকেই খুন করে অভিযুক্ত হামলাকারী। এই হামলায় মৃতের দুই ভাইও অভিযুক্তের ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হন। তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় গুড্ডু শেখ নামের অভিযুক্ত ওই যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। হাওড়ার বাঁকড়া ফাঁড়ির রসিকল এলাকায় এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ, অভিযুক্ত গুড্ডু শেখ রাতে বিনা কারণে বাড়ি বাড়ি ঢিল ছুঁড়তেন। শনিবার রাতে স্থানীয়রা তাঁকে হাতেনাতে ধরে সতর্ক করে দিলে সে তখনও ছুরি মারার হুমকি দেয় বলে জানা যায়। অভিযোগ, এরপরই রবিবার সকালে গুড্ডু প্রকাশ্য রাস্তায় ছুরি নিয়ে হামলা চালালে হাসান মীর নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়। তাঁর দুই ভাইও হামলায় আহত হন। ক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তকে ধরে মারধর করার পর বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ তাকে রক্তমাখা ছুরি সহ গ্রেপ্তার করে। রবিবার সকালে এই ঘটনায় হাওড়ার বাঁকড়া রসিকল এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, শনিবার রাতে বাঁকড়া রসিকল এলাকায় হাসানদের বাড়িতে ঢিল ছোঁড়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে রবিবার সকালে ওই খুনের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, রাতে বাড়িতে ঢিল ছোঁড়ার সময় অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকার মানুষ। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। অভিযুক্তকে এবিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই ঘটনার জেরেই রবিবার সকালে অভিযুক্ত যুবক ধারালো অস্ত্র নিয়ে পরপর তিন ভাইয়ের উপর হামলা চালায়।

সবুজসাথী এখন ‘সারথি’, বদলাচ্ছে নাম-লোগো-রং

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ নাম বদলাচ্ছে রাজ্যের স্কুলপড়ুয়াদের সাইকেল প্রকল্প ‘সবুজসাথী’। নতুন সরকারের সিদ্ধান্তে এবার থেকে প্রকল্পটির নাম হবে ‘সারথি’। শুধু নাম নয়, বদলাচ্ছে প্রকল্পের লোগো, সাইকেলের রং এবং নকশাও। নতুন পরিচয়ে শীঘ্রই নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছবে সাইকেল। প্রকল্পের নতুন স্লোগান রাখা হয়েছে; ‘মনে ভরসা, সঙ্গে সারথি’। প্রশাসন সূত্রের খবর, সম্প্রতি এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে জেলাগুলির বৈঠক হয়েছে। সেখানে দ্রুত সাইকেল বিতরণ শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই নতুন লোগো জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে। যে সাইকেলগুলি আগে থেকেই মজুত রয়েছে, সেগুলিতে নতুন লোগো লাগিয়ে বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি, অচিরেই নতুন নকশার সাইকেলও জেলায় জেলায় পৌঁছতে শুরু করবে। সরকারি সূত্রের দাবি, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করা এবং পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা কমাতেই এই উদ্যোগ। দুর্গাপুজোর আগেই যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও যোগ্য পড়ুয়া যেন এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়। চলতি বছরে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা মিলিয়ে জেলায় প্রায় ৮৮ হাজার সাইকেল বিতরণের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আচরণবিধি জারি হওয়ায় সেই কর্মসূচি মাঝপথে থেমে যায়। দুই জেলায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার সাইকেল পৌঁছলেও তার মধ্যে চার হাজারের মতো বিতরণ করা সম্ভব হয়েছিল। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু হয়েছিল ‘সবুজসাথী’ প্রকল্প। প্রথমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা এই প্রকল্পের আওতায় থাকলেও পরে নীতিগত পরিবর্তনে শুধুমাত্র নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া শুরু হয়। বর্তমানে রাজ্যের প্রায় সাত হাজার স্কুল এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১২ লক্ষ পড়ুয়া সাইকেল পায়। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। প্রকল্পের নতুন রূপে সাইকেলের রঙেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এতদিনের নীল-সবুজের বদলে এবার ধূসর ও গেরুয়া রঙের সংমিশ্রণ থাকবে সাইকেলে। মূল ফ্রেমে থাকবে গেরুয়া রং, আর নেমপ্লেট-সহ বিভিন্ন অংশে ব্যবহার করা হবে ধূসর ও গেরুয়ার মিশ্রণ। নতুন নাম, নতুন লোগো ও নতুন রঙে ‘সারথি’ প্রকল্পের সূচনার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করেছে প্রশাসন।

বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবসে সুন্দরবনের অস্তিত্ব রক্ষায় ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধির দাবি

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ প্রতি বছর ২৬ জুলাই বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস। ২০১৫ সালে ইউনেস্কো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়। দিবসটির মূল উদ্দেশ্য হলো ম্যানগ্রোভ বনভূমির পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করা। ম্যানগ্রোভ এমন এক বিশেষ ধরনের বন, যা সমুদ্র উপকূল, নদীমোহনা এবং লবণাক্ত জলাভূমিতে জন্মায়। জোয়ার ভাটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে এই গাছগুলির। তাদের শ্বাসমূল ও বিস্তৃত শিকড়ের জাল মাটি আঁকড়ে ধরে উপকূলকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত অনেকটাই কমিয়ে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গর্ব সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত এই বনভূমি অসংখ্য প্রাণী, পাখি, মাছ ও জলজ জীবের নিরাপদ আশ্রয়। সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। পাশাপাশি এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ম্যানগ্রোভের ওপর নির্ভরশীল। আর রবিবার বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস উপলক্ষে সুন্দরবনের চারটি ব্লকে সচেতনতামূলক কর্মসূচি হয়ে গেল। এদিন মথুরাপুর দু নং ব্লকের নন্দকুমারপুর সবুজ সংঘের বি এড কলেজে, পাথরপ্রতিমার হেরম্ব গোপালপুরে, সাগর ও নামখানায় বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস উপলক্ষে সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে সবুজ সংঘের উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবমোকাবিলা এবং ম্যানগ্রোভ বন রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল,নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুজিবর রহমান খান, হেরম্বগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, সমাজসেবী, জনপ্রতিনিধি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী এবং এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। এদিন ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক র্যালি, ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরিবেশ ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা সভা হয়ে গেল অতিথিদের মূল্যবান বক্তব্য এবং স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিবেশ রক্ষার শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে। এদিন বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, উপকূলীয় অঞ্চলকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি থেকে সুরক্ষা প্রদান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ম্যানগ্রোভ বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ম্যানগ্রোভ ধ্বংস রোধ এবং নতুন করে ম্যানগ্রোভ রোপণের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এদিন সবুজ সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়,তারা দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবন অঞ্চলে পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন, জীবিকা উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবসের এই উদ্যোগ পরিবেশ সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ম্যানগ্রোভ রক্ষায় সামাজিক আন্দোলনকে বেগবান করবে। বিজ্ঞানীদের মতে, ম্যানগ্রোভ বন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই বন বিপুল পরিমাণ কার্বন শোষণ করে দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করতে সক্ষম, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই একে ‘ব্লু কার্বন ইকোসিস্টেম’-এর অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, নগরায়ন, অবৈধ দখল, চিংড়ি চাষের জন্য বনভূমি ধ্বংস, দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ম্যানগ্রোভ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ও এই বনভূমির অস্তিত্বের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ম্যানগ্রোভ রক্ষা করতে হলে বন উজাড় বন্ধ করা, ব্যাপক বৃক্ষরোপণ, নদী ওজলাভূমি দূষণমুক্ত রাখা এবং স্থানীয় মানুষকে সংরক্ষণ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা জরুরি। পাশাপাশি পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; এটি প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের বার্তা বহন করে। সুন্দরবনসহ বিশ্বের সব ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে রক্ষা করতে হলে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণও সমানভাবে প্রয়োজন। কারণ ম্যানগ্রোভ বাঁচলে উপকূল বাঁচবে, জীববৈচিত্র্য বাঁচবে, সুরক্ষিত থাকবে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ।

শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ঝটিকা সফরে এসে দালালচক্রের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা ! স্বাস্থ্য প্রতি মন্ত্রীর

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখতে রবিবার আকস্মিকভাবে কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পরিদর্শনে যান রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। হাসপাতালে পৌঁছেই তিনি সরাসরি রোগী ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের মুখে হাসপাতালের একাধিক পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ শোনার পরই হাসপাতালের সুপারকে ডেকে সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন। এদিন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর উত্তর ও কৃষ্ণনগর দক্ষিণ কেন্দ্রের দুই বিধায়ক, নাকাশিপাড়ার বিধায়ক-সহ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের একাংশের ব্যবহার ভালো নয়। গেটম্যানদের দুর্ব্যবহার নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনেকেই। এছাড়াও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে বাইরে থেকে পাঁচটি ইনজেকশনের একটি সিরিজ কিনে আনতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ ওঠে। সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও ওষুধ না পেয়ে রোগীর পরিবারকে বাইরে থেকে কিনতে বাধ্য হতে হচ্ছে বলেও দাবি করেন অনেকে। সব অভিযোগ মন দিয়ে শোনার পর প্রতিমন্ত্রী হাসপাতালের সুপারকে কড়া ভাষায় বলেন, সাধারণ মানুষের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারি হাসপাতালে কোনওভাবেই দালালচক্র চলতে দেওয়া হবে না। হাসপাতালের ভিতরে দালালদের প্রবেশ রুখতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেন। পরিদর্শনের সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, রোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের মানবিক আচরণ করতে হবে। সরকারি হাসপাতালে মানুষ ভরসা নিয়েই আসেন। তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। হাসপাতালের প্রতিটি পরিষেবা যাতে স্বচ্ছ ও নির্বিঘ্নভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই বিষয়েও তিনি জোর দেন। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের পরিষেবা প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘মা-মাটি-মানুষ সরকারের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির ব্যবস্থায় বিশ্বাসী।’ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য ও কার্যকর করতেই সরকার সেই ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও তিনি জানান। নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিষেবা বন্ধ থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। কেন পরিষেবা ব্যাহত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। তবে ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিষেবা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এদিন হাসপাতাল ও ব্লাড ব্যাঙ্কে সক্রিয় দালালচক্র নিয়েও একাধিকবার সরব হন প্রতিমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তৃণমূলী কালচার আর চলবে না।দ সরকারি হাসপাতাল সাধারণ মানুষের জন্য, সেখানে দালালদের কোনও জায়গা নেই বলেও তিনি জানান। একাধিক অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের বয়স এখনও খুব বেশি নয়। ধাপে ধাপে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে কাজ চলছে। সব সমস্যা একদিনে দূর করা সম্ভব নয়, তবে সাধারণ মানুষের জন্য আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যেই হাসপাতালে রোগীদের খাবারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি দালালচক্র নির্মূল, নজরদারি জোরদার এবং পরিষেবার মানোন্নয়নে আরও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। পরিদর্শন শেষে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রতিমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দেন, সরকারি হাসপাতালে কোনও ধরনের গাফিলতি, দুর্ব্যবহার বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। সাধারণ মানুষ যাতে বিনা হয়রানিতে এবং সম্মানের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতেই স্বাস্থ্য দফতর প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

নকল পেট্রোল-ডিজেল বানানোর রমরমা বেআইনি কারবার বীরভূমে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ইলামবাজার, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ ইলামবাজার নকল পেট্রোল-ডিজেল বানানোর রমরমা বেআইনি কারবার চলছে বীরভূমে। বীরভূম-বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যারেল ব্যারেল কেরসিন তেল মজুত করা ইচ্ছে ইলামবাজারে গ্রামে। সেই তেলের সঙ্গে তারপিন তেল, স্পিরিট ও এক ধরনের এ্যাসিড পাউডার মিশিয়ে চলছে অত্যন্ত বিপদজনক ‘নকল’ ডিজেল-পেট্রোল তৈরির কাজ। আর সেই নকল ডিজেট-পেট্রোল বাজার দরের চেয়ে কিছুটা কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে ট্রাক, লরি চালকদের। আরও জানা গিয়েছে, এই কেরসিন তেল আসে বেআইনি ভাবে বিভিন্ন সরকারি রেশন দোকান থেকে। কোটি কোটি টাকার কারবারে একটা বড় সক্রিয় চক্র কাজ করছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। সে কোন সময় বিস্ফোরণ হয়ে বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন বিজেপি ও সিপিআইএম। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, ‘১৫ বছর তৃণমূলের সময়ের পুলিশ এখনও অভ্যাস বদল করতে পারছে না। টাকা হাতে না গেলে তাদেরও হাত সুরসুর করছে। প্রশাসনের উচিত এখনই এই কারবার বন্ধ করা। সাধারণ মানুষ বন্ধ করতে গেলে খুন হবে। দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যদি সঠিক পদক্ষেপ নেয় তাহলে এই বেআইনি কাজ চলতে পারে না। এটা বন্ধ না করলে বড় রকম বিপদ হবে একদিন।’ সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, ‘মুশকিল হচ্ছে যে কোন দুর্নীতি যদি সরকারি মদতে চলে যেটা মারাত্মক জায়গায় যায়। এখন নতুন সরকার এসেছে। তাদের কিছু বললে যুক্তি দিচ্ছে পুলিশ এখনও অনিয়ম করছে। আসলে সরকার বদলালেও টাকা তোলা, দুর্নীতি করা বদলাচ্ছে না। ক্ষতি যা হওয়ার সাধারণ মানুষের হচ্ছে। আমরা জেলা শাসককে বিভিন্ন বিষয়ে ডেপুটেশন দেব, তাতে এই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরবো। একদিকে যখন দেশেবাসী ইথাইল মিশ্রিত পেট্রোল-ডিজেল দিয়ে সরব। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠছে এই মর্মে। সেই আবহে দেখা যাচ্ছে বীরভূমের ইলামবাজার থানার অন্তর্গত দেলোরা গ্রামে শত শত ব্যারেল বিপুল পরিমাণ কেরসিন তেল মজুত রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূম-বর্ধমান জেলা ছাড়াও অন্যান্য জেলা থেকে গোপনে আসে এই কেরসিন তেলের ব্যারেলগুলি। বিভিন্ন রেশন ডিলারদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত তেল গোপনে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাজার মূল্যের থেকে কম দামে সেগুলি সংগ্রহ করে মজুত করা হচ্ছে। পরে কেরসিন তেলে সঙ্গে তারপিন তেল, স্পিরিট ও এক ধরনের এসিড পাউডার জাতীয় জিনিস মিশিয়ে অত্যন্ত বিপদজনক ‘নকল’ পেট্রোল-ডিজেল তৈরি করা হচ্ছে। আর তা লরি, ট্রাক চালকদের বিক্রি করে দেওয়া হয়। বাজার দর থেকে স্বস্তায় পেয়ে লরি ও ট্রাক চালকেরা এই নকল পেট্রল-ডিজেল ব্যবহার করে। এতে যদিও, গাড়ির ইঞ্জিন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও, জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যেসব বেআইনি পেট্রোল পাম্প থাকে সেগুলিতেও এই নকল পেট্রোল-ডিজেল রপ্তানি করা হয়। আর এই বেআইনি কারবারের সঙ্গে যুক্ত গ্রামের শেখ কালো, শেখ আশিক, শেখ মালিক, শেখ কামাল, শেখ রমজান, এমনটাই জানা যাচ্ছে স্থানীয়দের কাছ থেকে। কারবারের সময় কর্মীদের প্রশ্ন করা হলে তারা তা এড়িয়ে পালিয়ে যান। প্রশ্ন উঠছে, বীরভূমের ইলামবাজারের দেলোরা গ্রামে কমপক্ষে ৭০০ মানুষের বাস। সেখানে কোটি কোটি টাকার কেরাসিন তেল মজুত করে বিপদজনক পদ্ধতি নকল পেট্রোল-ডিজেল তৈরি করা হচ্ছে। এতে যে কোন সময় অসাবধানতা বশত বিস্ফোরণ হলে পুরো গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। প্রশাসনের কোন দপ্তরের অনুমতিতে চলছে এই কারবার। কিভাবে চলতে পারে। প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা যুক্ত থাকায় নিরুপায় হয়ে চুপ থাকতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। কিন্তু, খুবই বিপদজনক বেআইনি পেট্রোল-ডিজেলের কারবার চলছে বীরভূমের গ্রামের মাঝে।

বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ লিলুয়ার যুবকের খোঁজ মিললো রবিবার বীরভূমের তারাপীঠ এলাকায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, তারাপিঠ, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ কাজে বেরিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ লিলুয়ার যুবকের খোঁজ মিললো রবিবার বীরভূমের তারাপীঠ এলাকায়, ঘটনার তদন্তে পুলিশ। অবশেষে হাওড়ার লিলুয়ার নিখোঁজ যুবকের খোঁজ মিললো বীরভূমের তারাপীঠ এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ‘ধূলাগোড়ে কাজে রয়েছি, বাড়ি ফিরছি’ বলে বাড়িতে ফোনে জানিয়ে গত বৃহস্পতিবার বিকেলের পর থেকেই ‘রহস্যজনকভাবে’ নিখোঁজ ছিলেন হাওড়ার লিলুয়ার কোনা তেঁতুলতলা পাটপুকুর এলাকার যুবক সুমিত বাগ (৩৩)। নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার প্রায় আড়াই দিন পর রবিবার সকালে বীরভূমের তারাপীঠ এলাকা থেকে তাঁর খোঁজ মেলে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ নিখোঁজ যুবকের সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনের ‘আইএমইআই’ নম্বরের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে তাঁর অবস্থান জানতে পারে। সেইমতন শনিবার রাতেই পরিবারের লোকজন তারাপীঠে যান। এরপর রবিবার সকালে তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে সুমিতের খোঁজ মেলে। উদ্ধারের সময় তাঁর পরনে ছিল বারমুডা। কার্যতই বিধ্বস্ত চেহারায় সুমিতের চোখে মুখেও ছিল আতঙ্কের ছাপ। যদিও, কি কারণে তিনি ঘর ছাড়া হয়েছিলেন এবং গত দু’দিন তিনি কোথায় ছিলেন তা স্পষ্ট করে এখনই জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনা খতিয়ে দেখছে। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে স্কুটি নিয়ে কাজে বেরিয়েছিলেন তিনি। বিকেল ৪-৪০ মিনিট পর্যন্ত শেষবার পরিবারের সদস্যরা সুমিতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেও এরপর থেকে আর ফোনেও তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেননি পরিবারের লোকজন। ফোন ছিল বন্ধ। দুপুরের দিকে হাওড়ার কদমতলায় এবং শেষবার ফোনে ধূলাগোড়ে কাজে রয়েছেন বলে বাড়িতে জানিয়েছিলেন সুমিত। কিন্তু তারপর থেকে আর খোঁজ ছিলনা তাঁর। এই ঘটনায় স্থানীয় লিলুয়া থানায় মিসিং ডাইরি করা হয়। পুলিশ সবরকম সহায়তা করে। অবশেষে রবিবার সকালে সুমিতের সন্ধান মেলে।

দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তার অবসান, রাস্তা সংস্কার প্রকল্পের শিলান্যাস

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা পূর্বস্থলী-১ ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চৌরঙ্গী থেকে ব্যাদরাপাড়া ঘুমটি পর্যন্ত রাস্তা অবশেষে সংস্কারের পথে। আজ স্থানীয় বিধায়ক প্রাণ কৃষ্ণ তপাদারের উদ্যোগে এই রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক প্রাণ কৃষ্ণ তপাদার ছাড়াও পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক, দলীয় নেতৃত্ব এবং এলাকার বহু বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই এই রাস্তা নির্মাণকে এলাকার উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।জানা গেছে, প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৬৮০ মিটার দীর্ঘ এই পাকা রাস্তার সংস্কার ও নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হতো। বিশেষ করে বর্ষাকালে কাদা ও জল জমে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়ত। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষ, কৃষক এবং নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই রাস্তার সংস্কার। সেই দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে বিধায়ক প্রাণ কৃষ্ণ তপাদারের উদ্যোগে অবশেষে রাস্তা সংস্কারের কাজের সূচনা হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে খুশির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আশা প্রকাশ করেছেন, রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলে যাতায়াত অনেক সহজ হবে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।বিধায়ক প্রাণ কৃষ্ণ তপাদার জানান, এলাকার মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ দ্রুত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা পেতে পারেন।

তোলাবাজির অভিযোগে লিলুয়ায় গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা সুভাষ রায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ তোলাবাজি সহ দুর্নীতির অভিযোগে এবার হাওড়ার লিলুয়া থেকে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা সুভাষ রায়। জানা গেছে, দুর্নীতি, তোলাবাজি সহ ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় অভিযোগ থাকায় হাওড়ার লিলুয়া থেকে গ্রেপ্তার হন তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন ওই পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। লিলুয়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। হাওড়ার লিলুয়া জগদীশপুর চামরাইল বসন্ততলা সাঁরাপাড়ার বাসিন্দা সুভাষ রায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই তোলাবাজি, মারধর ও হুমকি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল বলে জানা গেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সুভাষ রায়কে গ্রেফতার করে লিলুয়া থানার পুলিশ। রবিবার তাঁকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে নওশাদ সিদ্দিকির প্রশংসা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ এর আগে বিধানসভায় সিপিএম বিধায়কের প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। শনিবার প্রশংসা করলেন নওশাদ সিদ্দিকির। বিধানসভায় উপস্থিতির নিরিখে ভাঙড়ের বিধায়ক যে বাকিদের থেকে এগিয়ে, এ দিন বক্তৃতা দেওয়ার সময় তা বাকি বিধায়কদের মনে করিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। রাজ্যে পরিবর্তনের পরে নওশাদের নিজের বিধানসভা এলাকায় যেতেও সমস্যা হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাজেট অধিবেশনের সমাপ্তি উপলক্ষে এ দিন বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন দলের কতজন বিধায়ক তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিধানসভায় বিরোধীদেরই বলার জন্য মোট বরাদ্দ সময়ের অর্ধেক বরাদ্দ করা হবে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী দল নিয়ে বিরোধী সমষ্টি তৈরি হয়েছে। শাসক ও বিরোধী সব বিধায়ককে ধন্যবাদ জানাব। নতুন বিধায়ক অনেকে নির্বাচিত হয়েছেন। বিধানসভাকে প্রাণবন্ত করতে চাই। সংখ্যা কোনও বিষয় নয়, হাউজ হল বিরোধীদের। অর্ধেক সময়ে আপনাদের দেওয়া হবে।’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন বছরে অন্তত ৮০ থেকে ১০০ দিন বিধানসভার অধিবেশন হওয়া উচিত। একই সঙ্গে বিধানসভায় মন্ত্রীদের উপস্থিতি নিয়েও এদিন কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, ‘মন্ত্রীদের বিধানসভায় ঘর দেওয়া হয়েছে শুধু নেমপ্লেট লাগানোর জন্য নয়।

বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করা হল, বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ তৃণমূল আমলে বাংলার পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিজেদের তাবেদার তৈরী করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার বিরুদ্ধেই এবার শাস্তির ব্যবস্থা করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। আইপিএস কোটেশ্বর রাও-সহ একাধিক পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ডের কথা বিধানসভায় ঘোষণা করলেন তিনি। কোন কোন মামলায় কার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে, সেকথাও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কিছু সিদ্ধান্ত বিধানসভায় জানাতে চান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত২০২১ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের আমলে পুলিশকে অপব্যবহার করা হয়েছে। সনাতন ধর্ম যাঁরা মানেন, তাঁদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে।দ এর পরই তৃণমূল আমলে একের পর এক ঘটনার উল্লেখ করে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় শুভেন্দু বলেন, তউত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে ক্লাস নাইনের ছাত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। তার দেহ পুকুরে ভেসে ওঠে। পঞ্চায়েত উপপ্রধানের ছেলে অভিযুক্ত ছিল। গ্রেফতার না হওয়ায় মানুষ থানার সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করে। পরে পুলিশ জোর করে দেহ সরিয়ে নিয়ে যায়। রাজবংশী যুবক মৃত্যুঞ্জয় বর্মণ এসেছিলেন গ্রামে একটা অনুষ্ঠানে। জ্যাঠামশাইকে পুলিশ খোঁজ করতে আসে। না পেয়ে সরাসরি মৃত্যুঞ্জয়কে গুলি করে খুন করে। তাঁর স্ত্রীকে আমি চাকরি দিই। এর প্রাথমিক তদন্ত করেছি। এএসআই মোয়াজ্জেম হোসেনকে সাসপেন্ড করা হল। এফআইআর করা হয়েছে।দ প্রাক্তন আইপিএস অফিসার পঙ্কজ দত্তর মৃত্যুর প্রসঙ্গও এদিন বিধানসভায় তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজ দত্তকে বড়তলা থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। হেনস্থা করা হয়। সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে জিজ্ঞাসাবাদ। তাঁকে থানায় চা তো দূরের কথা, জলও খেতে দেওয়া হয়নি। আমি সেইসময় তৎকালীন বিধায়কদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম।’ এর পরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তসেইসময়ের আইও সাধন দাসকে সাসপেন্ড করা হল। ওই থানার আইসি ছিলেন সুবর্ণ দত্ত চৌধুরী। তাঁকেও সাসপেন্ড করলাম।দ এছাড়াও বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়।

সমস্ত দাবি মেনে নেওয়ায় আন্দোলন তুলে নিল সি জে পি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ সি জে পি-র মূল দাবি ছিল শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। সঙ্গে আরো বেশ কয়েকটি দাবি। শেষ পর্যন্ত সমস্ত দাবি মেনে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। আর সেই কারণেই শনিবার রাতে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেয় সি জে পি। প্রায় এক মাস ধরে চলা আন্দোলনের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল রাজধানী। কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল জনজীবন। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস সহ একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে সোনম ওয়াংচুককে পাশে পেয়েছিল সিজেপি। পরবর্তীতে সেই আন্দোলনে যুক্ত হন দেশের বহু ছাত্রছাত্রী। যোগ দেয় বিরোধী দলগুলিও। ৩৬ দিনের সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করল সিজেপি।সিজেপির তিনটি দাবি ছিল সরকারের কাছে। শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি ছিল প্রথম দাবি। দ্বিতীয় দাবি ছিল, দিল্লি সহ গোটা দেশে যেখানে যত পড়ুয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য মামলা হয়েছে, সেই সব মামলা তুলে নিতে হবে। তৃতীয়ত, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর যে সব ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করতে হবে। এই তিন দাবি নিয়ে আগেই দুই দফা জে পি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে সিজেপির। আজ, শনিবার তৃতীয় দফা বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বৈঠকের আগেই পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিন দাবি মেনে নিল সরকার। সিজেপির দুই প্রতিনিধির সঙ্গে একসঙ্গে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন জে পি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং। সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস জানান, শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। ফলে, প্রথম দাবি মান্যতা পেয়েছে ইতিমধ্যেই। এছাড়া তাদের দ্বিতীয় দাবি মেনে নিয়ে সব পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর তুলে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে সরকার। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, বিজেপি শাসিত সব রাজ্যেই ওই এফআইআর তুলে নিতে হবে বলে জানিয়েছে সরকার। যেখানে যত এফআইআর হয়েছে, সেই সব কপি তুলে দেওয়া হবে সিজেপির হাতে।সিজেপির প্রতিনিধি আশুতোষ রাঙ্কা জানান, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর যে সব পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন, তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে দাবি ছিল, সেটাও মেনে নিয়েছে সরকার। দাবি ছিল, এক কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সরকার জানিয়েছে, আইন মেনে ওই সব পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস - সোমবারেই কড়া বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র

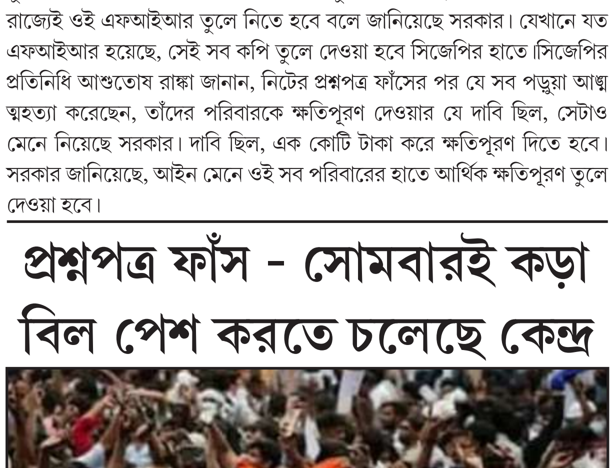

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ জুলাই ২০২৬ ঃ NEET পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের পর পরীক্ষা নিয়ে এবার আরও কড়া ব্যবস্থার পথে কেন্দ্র। পরীক্ষায় জালিয়াতি ও প্রশ্নফাঁস রুখতে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে সোমবার, ২৭ জুলাই লোকসভায় পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স) সংশোধনী বিল, ২০২৬ পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। লোকসভার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যসূচি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং এই বিলটি উত্থাপন করবেন। এতে Public Examinations Act– 2024-এর একাধিক সংশোধনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কার্যসূচিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিলটি উপস্থাপনের পর সেটি নিয়ে আলোচনা এবং পাস করানোর প্রস্তাবও তিনি আনবেন। NEET-UG 2026 প্রশ্নফাঁস বিতর্ককে ঘিরে দেশজুড়ে তীব্র ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। বিক্ষোভ, আন্দোলন থেকে অনশন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং প্রশ্নফাঁস রোধে আরও কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি জোরালো হয় বিভিন্ন মহল থেকে। এদিকে,গত শনিবার এই বিল আনার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। তার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগেই ককরোচ জনতা পার্টি শনিবার যন্তর মন্তরের আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করে। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের মূল দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঙ্খঝ্রঞ্চ প্রতিনিধিদের সঙ্গে তৃতীয় দফার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, আন্দোলনকারীরা পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে পাঁচ দফা সনদ লিখিত আকারে সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩৬ সংখ্যা, সোমবার , ১০ শ্রাবণ, ১৪৩৩

‘বিশ্বকোষ’

প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, লেখক এবং প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু জন্ম গ্রহণ করেন ৬ জুলাই, ১৮৬৬ সালে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর প্রধান পরিচয় বাংলা বিশ্বকোষ রচয়িতা হিসেবে। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। পরে দীর্ঘ ২৭ বছরের পরিশ্রমে নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষের ২২টি খন্ড প্রকাশ করেন। শেষ খন্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। ১৯১৬-৩১ সালে ২৪ খন্ডে এর একটি হিন্দি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩-৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের চারটি খন্ড প্রকাশের পর তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম জীবনে নগেন্দ্রনাথ কবিতা ও উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি সম্পাদনা কাজে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি তপস্বিনী ও ভারত নামে দুটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি কায়স্থসভার কায়স্থ পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। শুধু পত্রিকাই নয়, তিনি অনেক মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থও সম্পাদনা করেন, যেমনঞ্জ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, চন্ডীদাসের অপ্রকাশিত রচনাবলি, জয়নারায়ণের কাশী-পরিক্রমা, ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্রভৃতি। এগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলির মাহেশে। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি ভারতের নানা স্থান, বিশেষত, উড়িষ্যার বিভিন্ন তীর্থ ও দুর্গম স্থান ঘুরে বেড়ান। সেসব স্থান থেকে তিনি প্রচুর শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন বাংলা, সংস্কৃত ও উড়িয়া পুথি সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত লিপিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো শুশুনিয়া প্রত্নলিপি, মদনপালের অনুশাসন ইত্যাদি। এগুলির পাঠোদ্ধার করে তিনি প্রকাশ করেন যা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নিজের সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এবং নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে প্রাচীন পুথিগুলি সংগ্রহ করেন, সেগুলি নিয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। ১৮৮৪ সালে নগেন্দ্রনাথ শব্দেন্দু মহাকোষ নামে একটি ইংরেজি-বাংলা অভিধান সংকলন ও প্রকাশ করেন। এ কাজের সূত্র ধরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় আনন্দকৃষ্ণ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে এবং তাঁদের আগ্রহেই তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। ১৮৯৪ সালে বাংলার অনেক ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলি তিনি এখানে উপস্থাপন করেন। নগেন্দ্রনাথ শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট সংকলনের কাজেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ হলোঞ্জ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (কয়েক খন্ড), কায়স্থের বর্ণপরিচয়, শূন্যপুরাণ, Archaeological Survey of Mayurbhanja– Modern Buddhism and its Followers in Orissa– Social History of Kamrup ইত্যাদি।

দিগম্বর বিশ্বাস

বাংলার কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম দিগম্বর বিশ্বাস। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলার কৃষকসমাজ যখন দিশেহারা, তখন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কৃষকদের সংগঠিত করে গড়ে তুলেছিলেন শক্তিশালী প্রতিরোধ। তাঁর নেতৃত্বেই নদিয়া ও যশোরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীল বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে। দিগম্বর বিশ্বাস ছিলেন নদিয়ার পোড়াগাছার বাসিন্দা। প্রথম জীবনে তিনি ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস নীলকুঠির দেওয়ানের কাজ করতেন। কিন্তু নিজেদের চোখের সামনে কৃষকদের ওপর নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে তাঁরা সেই চাকরি ছেড়ে দেন এবং অত্যাচারিত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করেন তাঁরা। নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বরিশাল থেকে লাঠিয়াল এনে কৃষকদের লাঠি ও বল্লম চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গড়ে ওঠে কৃষকদের নিজস্ব প্রতিরোধ বাহিনী। শুধু নেতৃত্ব দিয়েই তাঁরা থেমে থাকেননি। কৃষকদের মামলা পরিচালনা, জরিমানা ও দাদনের টাকা পরিশোধ এবং কারাবন্দি কৃষকদের পরিবারকে সাহায্য করতে দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ নিজেদের অর্থ অকাতরে ব্যয় করেন। কথিত আছে, কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে তাঁরা তৎকালীন সময়ে প্রায় ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করে একসময় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নীলকর ও ব্রিটিশ প্রশাসনের দমন-পীড়ন সত্ত্বেও কৃষকদের প্রতিরোধ থামেনি। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের চাপে সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয় যে নীলচাষ কৃষকের ইচ্ছাধীন। ধীরে ধীরে বাংলায় নীলচাষের প্রভাবও কমতে থাকে। ১৮৬০ সালে দিগম্বর বিশ্বাস মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী প্রজন্মে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয় আর এক গৌরবময় নাম;বিপ্লবী শহিদ বসন্তকুমার বিশ্বাস। বাংলার অসহায় কৃষকদের জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া নীল বিদ্রোহের এই অগ্রনায়ককে জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাংলার পাড়াগাছা বিশ্বাস পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যতীন বিশ্বাসও বিপ্লবী ছিলেন। বাংলার নীলকর আন্দোলনকে সমর্থন করে ‘নীলদর্পন’ নাটক রচনা করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। এই নাটকটি আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন জেমস লং। মন্তান্তরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই নাটকটিকে নিষিদ্ধ বই হল এবং জেমস লং সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা হল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

যিনি মানবিকতা প্রদর্শন করে থাকেন তিনি মহান হয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হন। মহান হন বলেই তাঁরা চিরকালই পূজিত হয়ে থাকেন। যারা মাতৃভক্ত তারা জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। দেখা গিয়েছে মাতৃভক্ত সন্তানরা সমাজে মহান হয়েছেন। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র দান করে থাকেন মা'রাইন নাহলে সন্তানরা শক্তি পাবে না। শক্তি পেতে গেলে মাতৃভক্ত হতে হবে। মানব সমাজকে রক্ষা তরত গেলে সেবা করতে গেলে প্রয়োজন মানবিকতা। সেই মানবিকতা আসে মায়ের কাছ থেকে।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন, জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন। মা কালীর দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পুজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালোবাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ কর।ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে।

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন কান্তকবি রজনীকান্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

‘বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই- কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই; আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা ‘পরে, তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে। বাবুই হাসিয়া কহে- সন্দেহ কি তায়? কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়; পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা, নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।’ কবিতার নাম !স্বাধীনতার সুখ’। কবি রজনীকান্ত সেন। ভারত যখন পরাধীন তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সংগ্রাম করে চলেছে ভারতকে স্বাধীন করতে। কবি রজনীকান্ত সেন পরাধীনতার জ্বালা বুঝতে পারতেন। তিনি মনে করতেন যে পরাধীন থাকা মানেই হল চড়াই পাখির মতো পরের ঘরে গিয়ে বাস করা। বাবুই পাখি হয়ে যদি বাস করা যায় তাহলে সেই বসবাসে আনন্দ রয়েছে। কারণ বাবুই নিজের ঠোঁট দিয়ে তৈরি করে নিজর বাসা বানায়। অপরের তৈরি করা বাসায় গিয়ে বসবাস করে না চড়াই পাখির মতো। নিজের ঘর রোদ বৃষ্টিতে কষ্ট পেলে তা কিন্তু আপনার ঘর। এই ঘর অপর কারোর ঘর নয়। স্বাধীন ভাবে থাকতে হবে। পরাধীন ভাবে থাকা মানেই হল পরের ঘরে গিয়ে বসবাস করা এবেকারে চড়াই পাখির মতো। তিনি ভারতবাসীদের বাবুই পাখি হতে বলছেন। নিজের ঘর তৈরি করে বসবাস করো। তার মানে হল স্বাধীনভাবে বসবাস করো। কারোর অধীনে থেকো না।

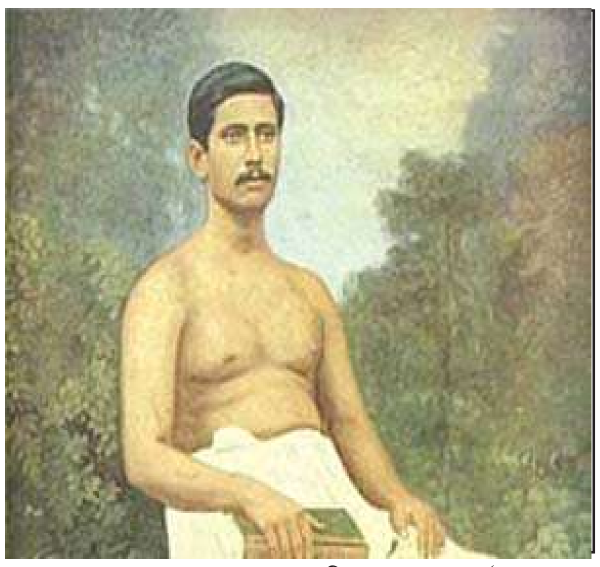

২৬ জুলাই ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন দেশব্রতী সহৃদয় কবি, রসিক কবি, সাধক-কবি, ভক্তিমূলক সঙ্গীতে শরণাগত,অসাধারণ প্রাণমাতানো কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। পারিবারিক কর্মনিষ্ঠা, মা-বাবার সহৃদয়তা, ভক্তি ও ধর্মশীলতার অসামান্য প্রভাব ছিল কান্ত কবির জীবনে। সদালাপী, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী মানুষটি তাঁর সঙ্গীতেই মুগ্ধ করে দিতেন সকলকে। তাই তো তাঁকে ‘রাজশাহী শহরের উৎসবরাজ’ বলা হতো। তাঁর আধ্যাত্মিক মানসিকতা,পরম ঈশ্বর নির্ভরতা স্বকীয় স্বতন্ত্র মহিমায় আত্মনিবেদন, ঈশ্বর অন্ত প্রাণ, অভিমান শূন্য প্রাণ, সমর্পিত প্রাণ আমাদের পরম প্রাপ্তি। ‘‘আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ গর্ব করিতে চূর, যশ ও অর্থ মান ও স্বাস্থ্য সকলি করেছ দূর। ঐ গুলি সব মায়াময়রূপে ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল করেছ দীন আতুর।’’ অজস্র কবিতা- গানে আমাদের ভরে দিয়েছেন কবি। মন- প্রাণ ভরিয়ে দেয় তাঁর আকুতি। ‘‘কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমারি রসাল নন্দনে, কবে, তাপিত এ চিত করিব শীতল, তোমারি করুণা- চন্দনে!’’ মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন। আট মাস পরে দেহরক্ষা করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও সাহিত্যসাধনা, অপরিসীম ধৈর্য, ঈশ্বরে নির্ভরতা, নিবেদিত-প্রাণ, তীব্র অর্থকষ্ট, কণ্ঠনালীর ক্ষত, বাকশক্তিরহিত, চলচ্ছক্তিহীন, প্রচুর রক্তপাত এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও গভীর ভগবদভক্তি, নিষ্ঠা,বিশ্বাস, ধৈর্য,সহিষ্ণুতায় ছিল স্বর্গীয় দীপ্তি। রোগ ও দারিদ্রের দুঃসহ দিনেও ঈশ্বরকে তিনি ‘দয়াল ’ বলেছেন। তাঁর বেদনা আসলে ছিল ভগবানের করুণা, এটাই ছিল তাঁর জ্ঞান।

তীব্র যন্ত্রণা, দারিদ্রেও কান্ত কবি শ্রীহরির মঙ্গলময় বিগ্রহ ও তাঁর করুণাধারা দেখতেন। কোন কর্মফলে কবি এই একান্ত দুর্লভ অনুভূতির অধিকারী হলেন তা স্বয়ং নারায়ণই জানেন! গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোগশয্যায় কান্তকবিকে দেখে বলেছিলেন, ‘মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ’।

১৮৬৫ সালে ২৬ শে জুলাই পাবনার ভাঙাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন রজনীকান্ত সেন। বাবা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন ‘পদ্মচিন্তামণি’ কীর্তনগ্রন্থ ও ‘অভয়াবিহার’ গীতিকাব্যের রচয়িতা। মাত্র পনেরো বছর বয়সে রজনীকান্ত সেনের কালী সংগীত রচনার মধ্যে দিয়ে তার কবিত্ব প্রকাশ পেয়ে ছিল। ১৮৮৩ সালে কুচবিহারের জেনকিনস স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, রাজশাহী কলেজ থেকে এফ.এ,সিটি কলেজ থেকে বি.এ এবং ১৮৯১ সালে বি.এল পাশ করে রাজশাহী কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গলায় হাসির গান শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে হাসির গান রচনা শুরু করেন। রাজশাহী থেকে প্রচারিত ‘উৎসাহ’ মাসিক পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। তাঁর কবিতা ও গানের বিষয়বস্তু মুখ্যত দেশপ্রীতি ও ভক্তি। তাঁর রচিত বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান, ‘‘ মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।’ তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল বাণী,কল্যাণী,অমৃত,অভয়া, আনন্দময়ী, সম্ভাবকুসুম, শেষদান, বিশ্রাম প্রভৃতি।

‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’ পৌঁছে দিয়েছিলেন বাংলার ঘরে ঘরে। ১৮৬৫-র ২৬ জুলাই রজনীকান্তের জন্ম পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ি গ্রামে। রজনীকান্তের বাবা গুরুপ্রসাদ সেন পেশায় ছিলেন ঢাকার মুন্সেফ। মাত্র ৪৫ বছরের জীবনে তিনি দেখেছিলেন মৃত্যুর মিছিল। সেই শোক আর স্বজনবিয়োগের যন্ত্রণাকে সঙ্গী করেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গীতসৃষ্টিতে মগ্ন ছিলেন তিনি। তাঁর সমকালীন কবিদের মতো হয়তো হাজারখানেক গান তিনি লেখেননি, তবু কথা ও সুরের সারল্য আজও রসিক শ্রোতার মন ছুঁয়ে যায়। তিনি ‘কান্তকবি’ রজনীকান্ত সেন। চট্‌জলদি গান বাঁধতে তাঁর কোনও জুড়ি ছিল না। এক সময় প্রাচুর্যের মধ্যে থাকলেও হঠাৎ নিঃস্ব হয়ে যাওয়ায় জীবনটা ছিল তাঁর কাছে একটা বড় পরীক্ষা। আর সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। রজনীকান্তের বাবা গুরুপ্রসাদ সেন পেশায় ছিলেন ঢাকার মুন্সেফ। পরে তিনি বরিশালের সাব-জজ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্য পরিচয় হল তিনিও ছিলেন কবি। ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী ও শিবদুর্গার পদাবলী রচনা করেছিলেন। ছোট থেকেই গানের প্রতি রজনীকান্তের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেই সময় একটি বাঁশিতেই চলত তাঁর সঙ্গীতের অনুশীলন। এফএ পাশ করে তিনি কলকাতায় সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৯১-তে বিএ পাশ করেছিলেন। এর পরে বিএল পাশ করে রাজশাহিতে ওকালতি শুরু করেন। চোদ্দো বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর বন্ধু তারকেশ্বর চক্রবর্তীর। তারকেশ্বর ভাল গান গাইতে পারতেন আর সেই কারণেই যেন গানের প্রতি রজনীকান্তের অনুরাগ বেড়ে গিয়েছিল। রজনীকান্তের কন্যা শান্তিলতা দেবীর একটি লেখা থেকে জানা যায়, ‘এক অর্থে এই তারকেশ্বর চক্রবর্তীই হলেন রজনীকান্তের সঙ্গীতগুরু; যদিও ঠিক নিয়ম মেনে প্রথাগত সঙ্গীতাভ্যাস রজনীকান্ত করেননি।’ শোনা যায় তিনি নিজেও সুগায়ক ছিলেন। রাজশাহিতে বিভিন্ন সাহিত্যসভা, মজলিশ এবং অনুষ্ঠানে তিনি স্বরচিত গান গেয়ে আসর মাত করে দিতেন। পড়াশোনার শেষে রজনীকান্ত রাজশাহি শহরে ওকালতি শুরু করেছিলেন। তবে মনোনিবেশ করতে পারেননি। এক দিকে চলতে থাকে ওকালতি, অন্য দিকে গান ও কবিতা রচনা। তাঁর নিজের লেখাতেই পাওয়া যায়, ‘আমি আইন ব্যবসায়ী কিন্তু ব্যবসা করিতে পারি নাই।’ প্রমথনাথ বিশী তাঁকে ‘উৎসবরাজ’ বলে অভিহিত করেছেন। ১৯০২-এ তাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘বাণী’ প্রকাশিত হয়। শোনা যায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভয়ে তিনি এই বইটি ছাপতে চাননি। পরে জলধর সেনের কলকাতার বাড়িতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর গান শুনে সেগুলি গ্রন্থাকারে ছাপাতে বলেন। এর পরে ১৯০৫-এ তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘কল্যাণী’ প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর আগে তিনটি এবং মৃত্যুর পরে পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। রজনীকান্তের গান গুলিকে মূলত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল ভক্তিমূলক, দেশাত্মবোধক, হাস্যরসের গান এবং জীবনের গান। ভক্তিরসাত্মক গানে যেমন বোঝা যায় যে রজনীকান্ত ঈশ্বরভক্তির কাছে কী ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তেমনই হাস্যরসের গান রজনীকান্তের সঙ্গীতবৈচিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন রাজশাহিতে এসেছিলেন তখন রজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে মুগ্ধ রজনীকান্ত এর পর থেকে হাসির গান লিখতে শুরু করেছিলেন। তবু গবেষকদের মতো রজনীকান্তের হাসির গানের ধরন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গানের থেকে আলাদা। রজনীকান্ত স্বদেশি আন্দোলনের যুগের কবি।

খ্রিষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু সন্ন্যাসীতে পরিণত হলেন সত্যানন্দ স্টক্স

দেব রঞ্জন জানা

স্বামী সত্যানন্দ স্টক্স। কে এই আমেরিকান ব্যক্তি? এই কাহিনী আমেরিকার এক শহর ফিলাডেল ফিয়া থেকে শুরু হয়ে সিমলার এক মন্দিরে শেষ হয। নাম তার স্যামুয়েল ইভান স্টক্স। ২১ বছরের স্যামুয়েল ১৯০৩ সালে চার্চের আদেশে ভারতে খ্রিস্টান মিশনারীর প্রচার প্রসার করতে ভারতের বম্বে শহরে এসে পৌঁছান। সেই সময় ভারতে মিস্টার এন্ড মিসেস কার্লটন কুষ্ঠ রোগ নিয়ে গবেষণা ও কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করার কাজ করছিলেন। যুবক স্যামুয়েলও ওনাদের সাথে মিলে কুষ্ঠ রোগীদের সেবা কাজে লেগে পড়লেন। ইশামশির নাম করলেই আর চৌবাচ্ছার জলে ডুব দিলেই রোগ সেড়ে যাবে - এই ভাঁওতা দিয়ে ধর্মান্তকরণের কাজ শুরু করে দেন স্যামুয়েল। বম্বে বা সমতলের বেশ কিছু জায়গাতে এই ধান্দা চালনোর পর সমতলের গরম আবহাওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে ঠান্ডার জায়গা হিমাচলের একটা চার্চে গিয়ে থাকতে শুরু করেন।

হিমাচল প্রদেশের কোটগড়ে ১৮৪৩ এ ইংরেজদের দ্বারা বানানো একটা চার্চ ছিল। সেই চার্চে এসে স্যামুয়েল থাকতে শুরু করেন আর হিমাচলের সিধেসাধা মানুষকে মিশনারী ধর্মান্তকরণের কাজও শুরু করে দেন। এভাবেই চলতে থাকে সময়। ১৯১২ সালে, স্যামুয়েলের বয়স যখন ৩০ বছর তখন এক ভারতীয় মহিলা অ্যাগনেসকে খ্রিস্টান রীতি রেওয়াজে বিয়ে করে নেন স্যামুয়েল এবং হিমাচলেই থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। আমেরিকায় পারিবারিক ব্যবসার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি।

১৯১২ সালে সিমলার বারোবাগে ৩০০০০ টাকা দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি থেকে ২০০ একরের একটা চা বাগান কিনে সেই জমি স্যামুয়েলকে বিয়ের উপহার হিসাবে দেন তাঁর মা।

স্যামুয়েল সেই চা বাগানকে আপেলের ক্ষেত বানিয়ে ফেলেন। ১৯১৬ সালে তিনি আমেরিকার লুইসিয়ানা যান। সেখান থেকে উৎকৃস্ট প্রকৃতির আপেল এর চারা নিয়ে এসে তাঁর ক্ষেতে চাষ করা শুরু করেন। সেই থেকেই হিমাচলে আপেলের চাষ হচ্ছে। মানে আজ যে হিমাচল Apple Bowl এর খেতাব পেয়েছে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্বই স্যামুয়েল ইভান স্টক্সের । কিন্তু কাহিনী এখানে শেষ নয়। এখান থেকে শুরু। সেই সময় দেশে প্লেগের মহামারী চলছিল। প্লেগ মহামারী এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে এই রোগে আক্রান্ত হলে নিজের পরিবারও ছেড়ে চলে যেত। কিছু কিছু গ্রামে তো অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল যে সেই গ্রামে রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেলে সুস্থ গ্রামবাসীরা রোগী সমেত গোটা গ্রামে আগুন লাগিয়ে অন্যত্র চলে যেত। সেই সময় এই প্লেগ রোগীদের সেবা শুশ্রুসার কাজে সর্বতোভাবে লিপ্ত ছিল আর্য সমাজ।

আর্য সমাজের একজন সন্ন্যাসী পন্ডিত রুলিয়া রাম প্লেগ রোগীর সেবা করতেন। সারিয়ে তুলতেন। আর্য সমাজ ও পন্ডিত রুলিয়া রামের এই সেবাকর্ম মিশনারীদের ভীত নড়িয়ে দিয়েছিল।

আপেল চাষী পাদ্রী স্যামুয়েল ইভান স্টক্স এই পন্ডিত রুলিয়া রামের সংস্পর্শে আসেন সেই সময়। পন্ডিত রুলিয়া রামের সেবা নিষ্ঠা দেখে তাঁর সত্যের উপলব্ধি হয়। তিনি পন্ডিত রুলিয়া রামের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। তাঁর সাথে সেবার কাজ করা শুরু করেন।

পন্ডিত রুলিয়া রামের থেকে তিনি সত্য বৈদিক ধর্মের বিষয়ে জানেন, ত্যাগ আর সেবার মর্ম বোঝেন, সনাতন ধর্মের বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।

আর্য সমাজের মন্দিরে নিয়মিত যাতায়াত করতে করতে কখন যে তিনি তৎকালীন ভারতের সমাজের বাকি বিপ্লবীদের সাথে স্যামুয়েল ইভান স্টক্স, একজন আমেরিকান পাদ্রী, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হন। তাঁর এই পরিচয় ব্রিটিশদেরও খুব বিচলিত করে। ব্রিটিশ সরকার রাজ বিদ্রোহ আর সশস্ত্র আন্দোলনে সামিল হওয়ার কারণে স্যামুয়েলকে গ্রেফতার করে আর তাঁকে জেলে বন্দী করে। জেলে গিয়ে তাঁর পরিচয় হয় লালা লাজপত রায়ের সাথে। লালা লাজপত রায় তাঁকে সত্যার্থ প্রকাশ পড়তে দেন।

সত্যার্থ প্রকাশ পড়তে পড়তে আর লালা লাজপত রায়ের মধ্যে দেশকে স্বাধীন করার অদম্য ইচ্ছা দেখতে দেখতে তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। বেদ, উপনিষদ অধ্যয়ন করেন। শ্রীমদ্ভগবত গীতার ইংরাজি অনুবাদ পড়ে তার সঠিক মর্ম না বুঝতে পেরে সংস্কৃত শেখেন। তারপর সংস্কৃত শ্রীমদ্ভগবত গীতার অধ্যয়ন করেন। ১৯৩২ সালে স্যামুয়েল ইভান স্টক্স, চার্চ, খ্রিস্টধর্ম, মিশনারী থেকে নিজেকে মুক্ত কবে নিজের নাম রাখেন সত্যানন্দ স্টক্স। তাঁর স্ত্রী অ্যাগনেসের নাম হয় প্রিয়া দেবী। নিজের বাড়িতেই আর্য সমাজের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দিরের কাঠের স্তম্ভের ওপর বেদ, উপনিষদ আর শ্রীমদ্ভগবত গীতার বহু শ্লোক খোদাই করেন।

ঢাকা শহর গড়ে ওঠার আগেই ‘ঢাকেশ্বরী’ মন্দির ছিল

চিত্তজিৎ দত্ত

ঢাকার ঐতিহ্যের অতীত ভ্রমণ। ইতিহাস মূলত সেই কাহিনি, যা লিখে রাখা হয়;আর বহু ক্ষেত্রেই তা শাসকদের ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রচিত হয়। ২০০৬ সালে সবাই যখন ঢাকার ৪০০ বছর পূর্তি উদযাপনে ব্যস্ত, তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেকটাই আড়ালে থেকে যায়। মুঘলদের আগমনের বহু আগেই এই অঞ্চলে জনবসতি ছিল। প্রথমে ১৬০২ সালে ঈসা খানের বিরুদ্ধে অভিযানে রাজা মানসিংহ এবং পরে স্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইসলাম খান এখানে আসেন। ইসলাম খানের দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কসুলভ বিচক্ষণতা বিবেচনা করলে বোঝা যায়, তিনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য কোনও ভূমি রাজধানী স্থাপনের জন্য বেছে নেননি। বরং ঢাকা, হয় একটি সমন্বিত নগর হিসেবে, নয়তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা একাধিক জনবসতির সমষ্টি হিসেবে, অন্তত গত সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে অস্তিত্বশীল ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের নানা সূত্রে পুরান ঢাকা ও তার আশ পাশের এলাকার উল্লেখ এরই সাক্ষ্য বহন করে।

খ্রিস্টীয় ২৩ থেকে ৭৯ সালের মধ্যে জীবিত রোমান লেখক প্লিনি দ্য এল্ডার, যিনি মৌর্য-পরবর্তী যুগে টলেমীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এই অঞ্চল থেকে রপ্তানিকৃত নানা মূল্যবান ও দুর্লভ পণ্যের উল্লেখ করেন। যদিও তাঁর বর্ণিত স্থানটি সম্ভবত বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা একাধিক জনবসতির সমষ্টি ছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ভূমধ্য সাগরীয় বিশ্বের সঙ্গে এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল;এর প্রমাণ মেলে সোনারগাঁও ও ঢাকার একই নৌপথে অবস্থিত ওয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে। আহাম রাজার গড়ই সম্ভবত ছিল টলেমির বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী ‘সৌনগড়’। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে রচিত তৃতীয় শতকের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কবি হরিষেণ ‘দাভাক’ বা ‘দোবাক’ নামে পূর্ব সীমান্তের একটি রাজ্যের উল্লেখ করেছেন, যার অবস্থান বর্তমান ঢাকার নিকটবর্তী বলে ধারণা করা হয়।

আবুল ফজলের আকবরনামা-য় বর্তমান ঢাকার কাছাকাছি মুঘলদের একটি প্রহরীকেন্দ্র বা ‘ঢাক্কা’-র উল্লেখ রয়েছে, যা একজন থানাদার (সামরিক কর্মকর্তা)-এর অধীনে পরিচালিত হতো। কলহনের রাজতরঙ্গিণীতেও এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। আইন-ই-আকবরি-তে ‘ঢাকা-বাজু’ (সামরিক ঘাঁটি) নামে একটি পরগনার উল্লেখ আছে, যা সরকার বাজুহা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলতান বারবক কামাল শাহের আমলে, ১৪৬০ সালে, ঢাকায় একজন শহর কাজী দায়িত্ব পালন করতেন।

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে, বিশেষত পাকুরতলির পশ্চিমে;যেখানে ১৬১০ সালে ইসলাম খান অবতরণ করেছিলেন;মুঘল-পূর্ব যুগের কয়েকটি মন্দির আজও টিকে আছে। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের উৎপত্তিও ঢাকার নামকরণের আগের। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্র্যাডলি-বার্ট উল্লেখ করেছিলেন যে বর্তমান মন্দিরের ভবনগুলো প্রায় দুই শতাব্দী আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক এজেন্ট নির্মাণ করেছিলেন। তবে মানসিংহ যে প্রাচীন মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন, সেটি আর টিকে নেই। বর্তমান মন্দির প্রাঙ্গণে দুটি ভিন্ন স্থাপত্যধারার নিদর্শন দেখা যায়। সংস্কারকৃত প্রাচীন পঞ্চরত্ন দুর্গামন্দিরটি তার মূল রূপ হারিয়েছে। এছাড়া মানসিংহ নির্মিত আরও চারটি শিবমন্দির সম্ভবত দশম শতাব্দীতে সোমপুর (বর্তমান সাভার) অঞ্চলের বৌদ্ধ শাসকদের নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির ওপর গড়ে তোলা হয়েছিল। এসব মন্দিরে চৌচালা ও শিখর স্থাপত্যরীতির সমন্বয় দেখা যায়, যা বৌদ্ধ মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

গিরদা কেল্লা বা উর্দিবাজার এলাকার নাসওয়ালা গলি (নাসারা বা খ্রিস্টানদের গলি)-তে ১৪৫৭ সালে ‘খান-ই-জাহান’ উপাধিধারী এক প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে এর পূর্বদিকে শেরশাহ একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬০২ সালে রাজা মানসিংহের সৈন্যদল ও সহায়ক কর্মীরা সেই দুর্গ এবং ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মধ্যবর্তী এলাকায় শিবির স্থাপন করেছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এর একটি প্রবেশদ্বার (দরওয়াজা) ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত টিকে ছিল। মসজিদটির তারিখ-সংবলিত শিলালিপি বর্ত মানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

এ অঞ্চলটি সম্ভবত মোবারকাবাদের অংশ ছিল, যেখানে সুলতান মোবারক শাহ সোনারগাঁও থেকে উৎখাত হওয়ার পর আশ্রয় নেন। এর দক্ষিণে আলিসখানা এবং পশ্চিমে আতিশখানায় মুঘল-পূর্ব যুগের দুটি মন্দির ছিল। ধারণা করা হয়, ১৬৪৯ সালের চুড়িহাট্টা মসজিদ এবং ১৭০৬ সালের খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ ওই প্রাচীন স্থাপনাগুলোর ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত হয়েছিল। চুড়িহাট্টা মসজিদের চৌচালা ছাদ উত্তর ভারতের পিরামিড-আকৃতির স্থাপত্যরীতি থেকে অনুপ্রাণিত, যেমনটি সম্রাট আকবর ও ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধে দেখা যায়। বহুবার সংস্কার ও পরিবর্তনের পরও মসজিদের মূল কক্ষটি এই বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছিল, ২০০৮ সালে মসজিদটি ভেঙে ফেলা পর্যন্ত।

মিরপুর ও কাটাসুর তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত মুঘল-পূর্ব যুগের জনবসতি। ১৪৭৭ থেকে ১৪৮০ সালের মধ্যে বাগদাদের এক রাজপুত্র শাহ আলীর মসজিদ নির্মাণ করেন। আশপাশে অবস্থিত আরও তিনটি প্রাচীন মাজার প্রমাণ করে যে, মুঘলদের আগমনের প্রায় দেড়শ বছর আগে, ইলিয়াস শাহী আমলেই এই এলাকায় নগরধর্মী জনবসতি গড়ে উঠেছিল। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য স্থাপনা গুলোর মধ্যে রয়েছে বুড়িগঙ্গার তীরে ১৬০০ সালে নির্মিত বিবি কা রওজা এবং ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নিকটে অবস্থিত বর্তমানে বিলুপ্ত একটি ইমামবাড়া। শাহার খিলগাঁও ছিল সেগুনবাগিচা,মতিঝিল খালের উত্তরে। ১৪৭৫ সালে সুলতানের সৈন্যদের হাতে নিহত গুজরাটি সুফি শাহ জালাল দাখিনির মাজার রাজউক ভবনের কোণায় অবস্থিত।

নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন কলকাতায় ফিরছেন

অশোক মজুমদার

তসলিমা নাসরিনের কলকাতা ফেরার খবর একদিকে যখন সাংস্কৃতিক মহলে আনন্দের রেশ বয়ে এনেছে পাশাপাশি নির্বাসনের বিতর্কটাও আলোচনার বিষয় হয়ে ডঠল। এই রকম অবস্থায় তসলিমার বহু ছবি আমার ক্যামেরায় ধরে রাখার যে মুহুর্তগুলি তার প্রেক্ষাপটের গল্পগুলো মনের মধ্যে ফ্ল্যাশব্যাকের মতই আসা যাওয়া করছে। সেই নস্টালজিয়ারই একটা ছবির স্মৃতিকথায় একটু ফিরে গিয়ে দেখি একটি মেয়ের জীবনের পথ দ্বিখণ্ডিত কি করে হয়ে গেল? আসলে শিকড় উপড়ে যাওয়া মানুষের শিকড়ের টান অনুভব করার মন নিয়ে রাজনীতি করা যায় কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনা করা একপ্রকার অসম্ভব। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যেরও বোধয় তাই হয়েছিল।

২০০৩ সালের ২৮ শে নভেম্বর তসলিমার আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড দ্বিখণ্ডিত নিষিদ্ধ ঘোষণা হল পশ্চিমবঙ্গে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বুদ্ধিজীবীদের সাথে পরামর্শ করে বইটি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং সেই সময়ের বাংলার প্রথম সারির পঁচিশ জন সাহিত্যিক তসলিমার বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবীপত্রে সই দিয়েছিলেন। তাদের আমি তাদের নাম বলতে চাইনা কিন্তু তাদের এহেন কীর্তির কথা শুনে আমি রীতিমত অবাক হয়ে যাই। যদিও সরকারিভাবে বলা হয়েছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে এটা করার প্রয়োজন ছিল।

এখানে বলে রাখি, তখনও কিন্তু তসলিমা পাকাপাকি কলকাতায় থাকতো না। মাঝেমধ্যে আসা যাওয়া করতো। একমাত্র বইমেলার সময় টানা থেকে যেত। সেসময় শিল্প সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জগতের নামিদামি ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার একটা সাবলীল সম্পর্ক ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তসলিমাকেও আনন্দ বাজার সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। নাহলে কি দু'বার আনন্দ পুরস্কার পায়? এবং সেই সূত্রেই আমার ওর ছবি তোলার নানান পরিসর তৈরি হয়।

পোস্টের ছবিটিও সেরকমই একটি বিশেষ দিনের মুহূর্ত....আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না তসলিমার বই দ্বিখণ্ডিতের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আইনি প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিল এপিডিআর। সুজাত ভদ্র বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের এই কেসটি হাইকোর্টে উকিল হিসাবে লড়েছিলেন জয়মাল্য বাগচী।

ডাকাতি করবে বলে ঠিক ছিল, আগেভাগেই তুলে নিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৬ জুলাইঃ ডাকাতির উদ্দেশে জড়ো হয়েছিল। তবে পুলিশ টের পেয়ে যায়। আর তারপরই গ্রেফতার ছ'জন দুষ্কৃতী। উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-সহ একাধিক ধারালো অস্ত্র। চাঞ্চল্য গোয়ালতোড়ে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় থানার পুলিশ এবং গড়বেতা থানার পুলিশের যৌথ অভিযান চালায়। তখনই ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ছয় দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। হয় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র এবং একাধিক ধারালো অস্ত্র। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি পিকআপ ভ্যান ও একটি মারুতি গাড়ি। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোয়ালতোড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে ওই ছয় দুষ্কৃতী পাথরডোবার জঙ্গলে ডেরা বাঁধে। জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি মেদিনীপুর শহরের হাতিহলকা এলাকায়। অপর তিন দুষ্কৃতীর বাড়ি নয়াগ্রাম এলাকায়। ধৃতরা এর আগেও অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গবাদিপশু চুরি করার অভিযোগ আছে ওই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ধৃতদের আজ গড়বেতা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ।

এসএসসি দুর্নীতির আবহে শিক্ষক হন

চাকরি হারিয়ে ফের আপার প্রাইমারিতে সুযোগ পেলেন শিলিগুড়ির অনামিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাইঃ পড়াশোনা শেষে আর পাঁচটা মেয়ের মতো চাকরি পাওয়া। আনন্দ, বাচ্চা পড়ানোর সুখের মাঝেই হুট করে চাকরি হারানো, আদালতের লড়াই, অনিশ্চয়তা, কটূক্তি। এক-দু'দিন নয়, কয়েক বছর ধরে চলে আইনি লড়াই। মানসিকভাবে এই সময় অনেকেই ভেঙে পড়েছেন। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পর্যন্ত। কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই জারি রেখেছিলেন শিলিগুড়ির অনামিকা রায়। অন্ধকার শেষে আলো ফোটার মতো তাঁর জীবনও ফের বদলে গেল। পেলেন সরকারি চাকরি। ঘুঁচে গেল, চাকরিহারা তকমা। এবার আপার প্রাইমারিতে শিক্ষকতা, কিছুদিনের মধ্যেই যোগ দেবেন উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের বেলঝাড়ি জুনিয়র হাই স্কুলে। স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অন্যতম পরিচিত মুখ অনামিকা রায়। তাঁর চাকরি পাওয়া ও হারানোর ইতিহাস রাজ্যের এসএসসি নিয়োগ-জটিলতার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলে প্রাক্তনমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নিয়োগ আদালতে বেআইনি বলে প্রমাণিত হওয়ার পর সেই পদে চাকরি পান ববিতা সরকার। পরে ববিতার মার্কশিটে নম্বর সংক্রান্ত গরমিল ধরা পড়ায় কলকাতা

হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁর চাকরি বাতিল হয়। সেই শূন্যপদেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান শিলিগুড়ির অনামিকা। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে তিনি রাজগঞ্জ ব্লকের মনুয়াগঞ্জের আমবাড়ি হরিহর হাইস্কুলে পড়ানো শুরু করেন। কিন্তু সেই আনন্দ স্থায়ী হয়নি। এসএসসি-র ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল হওয়ায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় চাকরি হারান তিনিও। যদিও সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ১৯ হাজার শিক্ষকের সঙ্গে তিনিও বেতন পাচ্ছেন, তবু ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। অনামিকা এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমকে জানান, স্কুলে যাওয়ার পথে প্রায়ই শুনতে হত, 'চাকরিটা আছে তো?', 'টাকা গুনতে হয়েছিল নাকি?' এমন নানা কটাক্ষ। ৩১ আগস্টের পর কী হবে, সেই চিন্তায় রাতের ঘুম পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে ২০১৫ সালের আপার প্রাইমারি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন রায় আসে। আদালতের নির্দেশ মেনে ১,১৭৭ জন প্রার্থীর কাউন্সেলিং ও সুপারিশপত্র দেওয়ার কাজ শুরু করে এসএসসি। ২১ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত চলা কাউন্সেলিংয়ে নাম ছিল অনামিকারও। শেষ দিন হাতে পান নিয়োগপত্র। এবার তাঁর নতুন কর্মস্থল উত্তর দিনাজপুরের বেলঝাড়ি জুনিয়র হাই স্কুল। নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার পর অনামিকার প্রতিক্রিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন টালবাহানা চলছিল। অবশেষে মানসিক শান্তি মিলেছে। দ্রুত নতুন স্কুলে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে বলেছেন, দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার অবসান হওয়ায় এখন অন্তত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন। তবে ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও একটি প্রশ্ন খোলা রয়ে গিয়েছে। যদি সুপ্রিমকোর্টে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় আগের সিদ্ধান্ত বদলে যায়, তা হলে তিনি কি আবার পুরনো স্কুলে ফিরবেন? সেই বিষয়ে এখনই ভাবতে চাইছেন না তিনি। এখন এটা তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

মেদিনীপুরে বুলডোজার অভিযান

ভাঙা হলো তৃণমূলের টোটো ইউনিয়নের কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ২৬ জুলাইঃ মেদিনীপুর শহরকে যানজট মুক্ত করতে রবিবার সকাল থেকে এলআইসিমোড়, পঞ্চুর চক প্রভৃতি এলাকায় বুলডোজার অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন। এই অভিযানে ফুটপাথের উপরে গড়ে তোলা দোকানের পাশাপাশি বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় তৃণমূলের টোটো ইউনিয়নের কার্যালয়ও। বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো তৃণমূলের টোটো ইউনিয়নের কার্যালয়। ভাঙা হলো ফুটপাথের উপরে গড়ে তোলা দোকানও। রবিবার সকাল থেকে মেদিনীপুর শহরের এলআইসি মোড়, পঞ্চুর চক প্রভৃতি এলাকায় বুলডোজার অভিযান চলে। মেদিনীপুর শহরকে যানজট মুক্ত করতে জেলা প্রশাসন ধারাবাহিক ভাবে অভিযান চালাচ্ছে। যে সব এলাকায় ফুটপাথ দখল করেদোকান বসেছিল, তাদের ১০ দিন আগেই নোটিস দেওয়া হয় দোকান সরানোর জন্য। সেই নোটিস পেয়ে অনেকেই দোকান সরিয়েও নেন। যাঁরা সরাননি, এ দিন সেখানেই চলে বুলডোজার। মেদিনীপুর শহরে যানজট সমস্যা দীর্ঘদিনের। ফুটপাথের উপরে বহু দোকান গজিয়ে ওঠায় এই যানজট আরও বাড়ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর একাংশের। ধারাবাহিক ভাবে ফুটপাথের উপরে থাকা দোকান উচ্ছেদ শুরু করেছে প্রশাসন। এলআইসি মোড়ে থাকা তৃণমূলের টোটো ইউনিয়নের কার্যালয়ও ভাঙা হয়।

ব্যাগ ভর্তি ফাইল নিয়ে পালানোর সময় পাকড়াও পঞ্চায়েতের কেয়ারটেকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোনা, ২৬ জুলাইঃ রাতের অন্ধকারে ব্যাগ ভর্তি ফাইল নিয়ে পালানোর সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল গ্রাম পঞ্চায়েতের কেয়ারটেকার। পুলিশ এসে উদ্ধার করে ফাইল নিয়ে গেল থানায়। দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে বিজেপি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার রাজনৈতিক আঙিনায় চাপানউতোর। সূত্রের খবর, রাতের অন্ধকারে ব্যাগ ভর্তি ফাইল নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের কেয়ারটেকার মমতাজ মল্লিক। বিষয়টি নজরে আসে গ্রামের সাধারণ মানুষের। খবর দেওয়া হয় এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীদের। খবর চাউর হতেই শুরু হয়ে যায় তুমুল শোরগোল। কিসের ফাইল সেই প্রশ্ন তুলতে থাকেন বিজেপি কর্মীরা। শেষে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ফাইলগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায় থানায়। এলাকাবাসীদের দাবি, তৃণমূল নেতারা দুর্নীতি ধামাচাপা দিতেই এই সমস্ত ফাইল সরিয়ে ফেলছে। যদিও মমতাজের দাবি, এই ফাইলগুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর। তাঁর পরিবারের এক সদস্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। ভুলবশত গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাইলগুলি রয়ে গিয়েছিল, তাই বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও তাঁর কথা মানতে নারাজ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁরা এর পিছনে প্রধান ও উপপ্রধানের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন বলেই মত। এলাকার এক বিজেপি নেতারা বলছেন, ''ওরা তথ্য লোপাটের চেষ্টা করছিল। তাই প্রধান-উপপ্রধানের ষড়যন্ত্রে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ মমতাজ মল্লিক ফাইলগুলি সরিয়ে ফেলছিল। প্রায় ৫০টা ফাইল ছিল। যখন এই কাজ করছিল তখন আমাদের বিজেপির কিছু কর্মীরা ঘটনাটা দেখে ফেলে। তারপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।''

সদস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মারধর, গুরুতর আহত এবিভিপি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহারঃ গুরুতর আহত এবিভিপি কর্মীরা। কলেজের ভিতর ছাত্র সংঘর্ষ। আর তারপরই জখম এবিভিপির ছাত্ররা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তপ্ত কোচবিহারের আচার্য ব্রজেন্দ্র নারায়ণ শীল (এবিএন শীল) হস্টেল চত্বর। অভিযোগ, শনিবার দুপুরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র সদস্যরা নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশে গিয়েছিলেন। কলেজে গেলে হস্টেলের একদল ছাত্রের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই সেই বচসা হাতাহাতি ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। এবিভিপি পরিষ্কার জানিয়েছে, তাঁর জোর করে কোনও সদস্যদের যোগ দিতে বলেনি। এবিভিপির অভিযোগ, হস্টেলের ছাত্ররাই তাঁদের ওপর হামলা চালায়। ঘটনায় এবিভিপির সদস্য অঙ্গত অধিকারী গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, সূত্রের খবর, এই সংঘর্ষে হস্টেলের প্রায় ২৬ জন ছাত্রও আহত হয়েছেন। তবে হস্টেলের ছাত্রদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এবিভিপির আরও অভিযোগ, কলেজে সংঘর্ষের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সদস্যদের ওপরও হস্টেলের কয়েকজন ছাত্র চড়াও হয়। খবর পেয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ এবং কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবিভিপি-র এক সদস্য বলেন, ''ভারতকে টুকরো করার চেষ্টা করছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। তবে আমরা রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের কথা বলি। আমাদের কার্যকর্তাকে মারধর করা হয়েছে। আমরা এখন শাসকদলে। আমরা কোনওদিনই কলেজে অশান্তির পক্ষে নই। কিন্তু যেভাবে মারা হয়েছে আমরা কঠোর ভাবে এর উত্তর দেব। এরা কেউ ছাড় পাবে না। যাঁরা ভারতকে ভাগের চেষ্টা করে তাঁদের বুঝিয়ে দেব।''

বাড়ির পাশে জঙ্গল থেকে নিখোঁজ শিশুর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৬ জুলাইঃ একদিনের নিখোঁজ থাকার পর বাড়ির কাছের একটি জঙ্গল থেকে ছয় বছরের এক শিশুর নিথর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। আসানসোল দক্ষিণ থানার ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডের তুরীপাড়ার এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত শিশুর নাম ঋত্বিক রুজ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঋত্বিকের বাবা ছোটু রুজ রাজমিস্ত্রি এবং মা পূর্ণিমা রুজ গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। শনিবার সকালে তাঁরা কাজে গেলে বাড়ি ফিরে ছেলেকে দেখতে পাননি। আত্মীয়-স্বজন ও আশপাশে খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান না মেলায় আসানসোল দক্ষিণ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। পুলিশ তৎক্ষণাৎ তল্লাশি শুরু করে। রবিবার সকালে বাড়ির অদূরের জঙ্গল থেকে শিশুটির দেহ উদ্ধার হয়। তবে মৃতের বাবার দাবি, শনিবার ওই জঙ্গলে খোঁজ করা হলেও তখন সেখানে কিছু পাওয়া যায়নি। একদিন পর কীভাবে দেহটি এল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। পরিবারের অভিযোগ, খুন করে দেহ জঙ্গলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কেন কী কারণে ছ'বছরের শিশুকে খুন করা হল, তা বুঝতে পারছেন না পরিবারের সদস্য, স্থানীয় বাসিন্দারাও। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং মৃত্যুর আসল কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

তারকেশ্বরে যাওয়া এখন আরও সহজ, পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ বাস পরিষেবা চালু দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৬ জুলাইঃ শ্রাবণ মাসে ভক্তদের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা থাকে না তারকেশ্বরে। এ বার ভক্তদের সুবিধার জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা করল দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। দুর্গাপুর থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত চালু হলো নতুন বাস পরিষেবা। রবিবার থেকে শুরু হয়েছে এই পরিষেবা। জানা গিয়েছে, প্রতি রবিবার দুর্গাপুর স্টেশন থেকে এই বাসটি ছাড়বে। পরের দিন, অর্থাৎ সোমবার দুপুরে তারকেশ্বরে গিয়ে পৌঁছবে বাসটি। এই বিশেষ বাসটি দুর্গাপুর থেকে ছেড়ে শেওড়াফুলি হয়ে তারকেশ্বরে পৌঁছবে বলে জানা গিয়েছে। এত

দিন পর্যন্ত, দুর্গাপুর থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার জন্য ভক্তদের একমাত্র উপায় ছিল ট্রেন। দুর্গাপুর থেকে ট্রেনে যেতে হতো বর্ধমান। তারপরে সেখান থেকে ট্রেন বদল করে যেতে হতো শেওড়াফুলি। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে পৌঁছতেন তীর্থযাত্রীরা। এ বার নতুন বাস চালু হওয়ায় সেই সমস্যা মিটল। নতুন বাস দুর্গাপুর ছেড়ে শেওড়াফুলি হয়ে তারকেশ্বরে পৌঁছবে। এর ফলে ভক্তরা সরাসরি দুর্গাপুর থেকে বাসে তারকেশ্বরে পৌঁছতে পারবেন। আবার অনেকে শেওড়াফুলি থেকে হেঁটে মন্দর পর্যন্ত যেতে পছন্দ করেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই শেওড়াফুলিতে স্টপেজ দেওয়া হয়েছে বাসটির জন্য। রবিবার দুর্গাপুর স্টেশন থেকে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণবং রাষ্ট্রীয় পরিবহণের আধিকারিকরাও। বাস ছাড়ার আগে এ দিন যাত্রীদের জলের বোতল এবং বিস্কুটের প্যাকেটও দেন বিধায়ক। নয়া এই বাস পরিষেবায় তারকেশ্বরে যাওয়া আগের থেকে অনেক সুবিধাজনক হওয়ায় খুশি যাত্রীরা।

৩৯ মাস ধরে বিধবা ভাতা পাচ্ছেন জাহাঙ্গির আলম, অপেক্ষায় রোহেনা বিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, লালগোলা, ২৬ জুলাইঃ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে শয়ে শয়ে পুরুষ লক্ষ্মীর খোঁজ পাওয়া যায়য। এবার মিলল পুরুষ বিধবার খোঁজ। দিনের পর দিন যোগ্য দাবিদারকে বঞ্চিত করে এক পুরুষের অ্যাকাউন্টে বিধবা ভাতার টাকা ঢুকছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। বঞ্চিত হচ্ছেন রোহেনা বিবি! লালগোলা ব্লকের পণ্ডিতপুর বাগানপাড়া এলাকার ঘটনা। ওই এলাকার বাসিন্দা রেহেনা বিবি। বছর পাঁচেক আগে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। প্রতিবেশীরা বলছেন, রোহেনা মানসিক ভারসাম্যহীন। তাঁর আর কোনও রোজগারের উপায় নেই। তিনি বিধবা ভাতার জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই ভাতা দেওয়া শুরুও হয়। কিন্তু সেই টাকা ঢুকছে না রোহেনার অ্যাকাউন্টে। অভিযোগ, টাকা জমা হচ্ছে এলাকারই বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলম নামের এক যুবকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। ২০২৪ সালে বিষয়টি

নজরে আসার পর সুবিচারের আশায় পরিবারটি হন্যে হয়ে ঘুরছে প্রশাসন ও পুলিশের দুয়ারে দুয়ারে। সর্বত্র অভিযোগ জানানোর পরও আজ পর্যন্ত কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। মাসিক এই ভাতার টাকা পাওয়ার অধিকার যার, সেই রেহেনা বিবি যখন অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তখন অন্য কারও অ্যাকাউন্টে মাসের পর মাস টাকা ঢোকার কথা জানতে পেরে এই ঘটনায় চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও। কীভাবে এত বড় ভুল বা জালিয়াতি বছরের পর বছর প্রশাসনিক নজর এড়িয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি কোনও কথা বলতে চাননি। এলাকার বাসিন্দা মুসাদুকুর আলম জানান, ৬ মাস পর জানা যায়, অন্যের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে। বিডিও অফিসে যাওয়া হয়। সেখানে বেশ কয়েকবার ঘোরাতে থাকেন আধিকারিকরা। থানায় যাওয়া হয়। তাতেও কোনও লাভ হয় না। সালিশির ব্যবস্থা করা হয়। তারপরও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

সিআইএন-এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২
রেজি. অফিসঃ ১৭০২-১৭০৩, বায়োওনডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোনঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০, ইমেলঃ cs@skpsecurities.com, ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com

৩০শে জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	১,০৪২.৯২	১,০৭৮.৭০	১,০৪০.২৯	৪,১০২.৩৮
২	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	২৮২.৭৪	২৭৭.৭৭	৩৬৪.৫৯	১,৩৮৬.৩০
৩	ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ আইটেমের পরে)	২২৩.৫৯	১৯০.২৯	২৮৫.২৫	১,০৩৪.৭৫
৪	অন্যান্য ব্যাপক আয়	(৩.৮৮)	৭৬.৯২	(২.৩৩)	৬৯.৯৩
৫	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (মুনাফা এবং সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত)	২১৯.৭১	২৬৭.২১	২৮২.৯২	১,১০৪.৬৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)			-	৫,৩৫৯.১৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি)				
	১. মৌলিক (টাকা)	৩.২৮	২.৭৯	৪.১৯	১৫.২০
	২. মিশ্র (টাকা)	৩.২৮	২.৭৯	৪.১৯	১৫.২০

মন্তব্যঃ
উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় সেটা (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.skpsecurities.com)।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বা/-
নরেশ পাচিসিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০২৩৩৭৬৮

স্বাক্ষরের স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৫শে, ২০২৬

ব্যক্তিগত সম্পদ । ব্রোকিং । বিতরণ । প্রাতিষ্ঠানিক ইক্যুইটি । বিনিয়োগ ব্যাংকিং

এনএসই এবং বিএসইঃ আইএনজেড০০০১৯৯৩৩৫ | এনএসডিএল এবং সিডিএসএলঃ ইন-ডিপি-১৫৫-২০১৫ | আরএঃ আইএনএইচ৩০০০০২৯০২ | পিএমএসঃ আইএনপি০০০০০৬৫০৯ | এমবিঃ আইএনএম০০০০১২৬৭০ | এএমএফআইঃ এআরএন ০০০৬

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

ACRE MAKING ASSETS WORK

ইউনিট নং. ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়াস ডেভেলপারস্, প্লট নং. সি ৬৬, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বইঃ ৪০০০৫১

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে

এসিআরই-এআরসি অ্যাসাইনার-এর কাছ থেকে SARFAESI আইন, ২০০২-এর ৫ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার সমস্ত আর্থিক সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটিজ অধিগ্রহণ করেছে। ঋণ অধিগ্রহণের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং আর্থিক নথিপত্র ও জামানত সংক্রান্ত শর্তানুসারে আর্থিক সম্পদ হস্তান্তর-এর ভিত্তিতে ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার সময়, এসিআরই-এআরসি ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সমস্ত অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থ অর্জন করেছে। এর ফলে, ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে এসিআরই-এআরসি এখন অ্যাসাইনার-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তারা ঋণ সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থ আদায় ও সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটি সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	এসিআরই ট্রাস্ট	পোর্টফোলিও	বরাতের তারিখ	ঋণগ্রহীতার নাম	মোট বকেয়া অর্থ	এনপিএ-র তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ
১.	616939511738598	ট্রাস্ট ১৭৮	এসএমএফজি	১১ ডিসেম্বর ২৫	মেরিনা বিবি / কাজল শেখ / মেসার্স মেরিনা মুদিও ভাণ্ডার	১০৪২৯১০.৬/- টাকা ১২ জুলাই ২০২৬ অবধি	৫ জুন ২৫ এবং ১৪ জুলাই ২৬

বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ পঞ্চগ্রাম, চক জাফরাবাগ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৮৪, চক বাস স্টপেজ, মুর্শিদাবাদ, পিনকোড-৭৪২১৮৪

নোটিশ জারির বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাঁদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিশটি ধারা ১৩(১৩)-এর আওতাভুক্ত যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা সম্পত্তিটি যেন কোনোভাবেই বিক্রি, ইজারা বা হস্তান্তর করা না হয়।

তারিখঃ ২৭-০৭-২০২৬, স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

এ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএন নং. ইউ৭৪৯৯৯ডিএল২০০২পিএলসি১১৭০৫২
এ-২৭০, ১ম এবং ২য় তল, ডিফেন্স কলোনি, নয়া দিল্লি - ১১০ ০২৪
ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ওয়েবসাইটঃ www.alchemistarc.com

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

(আর্থিক সম্পদ সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং জামানত স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীন)

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার / এআরসি)-যিনি **নিম্নলিখিত তারিখের একটি ঋণ হস্তান্তর চুক্তি**-এর মাধ্যমে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর নিকট হতে নিম্নবর্ণিত ঋণ হিসাবসমূহ অধিগ্রহণ করেছেন-তিনি **SARFAESI আইন ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-এর প্রতি **দাবি নোটিশ** জারি করেছেন উক্ত নোটিশ(সমূহ) প্রাপ্তির তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট তাঁদের সমুদয় দায়ভার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, জামানতকৃত পাওনাদার কোনো প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই-জামানতকৃত সম্পদসমূহের দখল গ্রহণসহ-আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনস্থ সকল বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগের অধিকারী হইবেন।

ঋণগ্রহীতা / হিসাবের বিবরণ

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)	মূল্য বাকি (টাকা)	১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ	নিরাপত্তাধীন সম্পদের বিবরণ	নির্ধারিত তারিখ
১.	PR01172076	পাল গার্মেন্টস্, পলি পাল, আশুতোষ পাল, অভ্রজিৎ পাল	টাকা ৭,৯৭,৯২৪/- (সাত লক্ষ সাতানব্বই হাজার ন'শো চব্বিশ টাকা মাত্র)	২১শে মার্চ, ২০২৬	সম্পত্তিটির বিবরণ নিম্নরূপঃ মৌজা- আশরাফাবাদ, জে.এল. নং- ৮৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৩৫, ১১৩৬, দাগ নং- ১৭০৪, ১৭০৫, ওয়ার্ড নং- ১৯, ডাকঘর- বানীপুর, থানা- হাবরা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ (পিন- ৭৪৩২৩৩) অবস্থান- হাবরার তরুণ সংঘ ক্লাবের নিকটবর্তী। সীমানাঃ পূর্ব- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- একতলা বাড়ি, উত্তর- ৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা, দক্ষিণ- একতলা বাড়ি।	২৪শে ডিসেম্বর ২০২৫

উপরে উল্লিখিত অর্থরাশি প্রতিটি হিসাবের বিপরীতে নির্দেশিত নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য এর সাথে অর্থ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক মাশুল, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়সমূহও পরিশোধ করতে হবে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)-কে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্বলিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ)-বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ বা অন্য কোনো উপায়ে-হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করা যাবে না।
ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণের অবগতির উদ্দেশ্যে, SARFAESIআইন, ২০০২-এর বিধানাবলি মেনে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হলো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে নিম্নলিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ করুনঃ
ফোনঃ ০১১-৪৬৫৬২৫৮৪ ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
এ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
(Alchemist XLVII Trust-এর ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত) জামানতযুক্ত পাওনাদার

তারিখঃ ২৭.০৭.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/57 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Roads (Portion) of Judges Court Road, D.L. Khan Road (in patches) etc. by laying hotmix under BR-IX.** Estimated amount (Including GST & CESS): **₹ 2,98,520.36 (Excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **150 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/56 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Roads (Portion) of D.H. Road, Alipore Road (in patches) etc. by laying hotmix under BR-IX.** Estimated amount (Including GST & CESS): **₹ 2,97,790.43 (Excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **150 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/51 (1st Call)
Name of the work: **Supplying, fitting, fixing and raising/lowering of monhole/gully pit covers at Chetla Central Road, Burdwan Road etc. under BR-IX.** Estimated amount (Including GST & CESS): **₹ 2,96,531.06 (Excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **150 days.** Last date and time of submission of all bids: **10.08.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)** and **14.08.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **01.08.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2) and 05.08.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 3).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Water Supply), S.S. Unit, KMC invites e-tender online system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-130/03/26-27/B3/20
Name of the work: **Contamination of water supply pipeline and its related works at near 522/A/1, Diamond Harbour Road and its associate different places in Ward No. 130, under BR-XIV.** Estimated amount: **₹ 2,49,367.72.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-132/03/26-27/S3/19
Name of the work: **Restoration of filter water pipeline and related works at 32, Sagar Manna Road, 20, 107 Banomali Naskar Road and other different locations in Ward No. 132, BR-XIV.** Estimated amount: **₹ 1,99,650.59.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-122/04/26-27/P3/21
Name of the work: **Improvement of water pressure by pickup connection from 300 mm dia. reserve main to existing 150 mm dia. service main, cut & flush, installation of S.V. and allied works at A.J.C. Pally, M.G. Road in Ward No. 122, BR-XIII.** Estimated amount: **₹ 2,34,240.94.** Earnest money: **₹ 4,700.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of submission of bid: **12.08.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 1); 12.08.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 2)** and **12.08.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 3).** Tender will be opened on: **14.08.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 1); 14.08.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 2)** and **14.08.2026 - 3 P.M. (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **30.07.2026 - 10 A.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Dy. Chief Engineer (M)/(Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/S_D/UDPS/PN-457/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and servicing including replacement of damaged and burnt out spare parts of motor starter panel of pump unit no. 4, 5 & 7 with other allied works at Ultadanga Drainage Pumping Station.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **05.08.2026 - 5 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2026 (5 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/05/2026-2027
Name of the work: **Repairing of footpath at 22, Strand Road, 2 Raja Wood Mount Street etc. in Ward No.-045.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,79,269.21.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **28 days.** Last date and time of submission of bid: **05.08.2026-11 A.M.** Date and time of opening of tender: **07.08.2026 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2026 (5 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** (269/26-27)

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

চোখের তলার কালো দাগে নতুন ভরসা! কার্বক্সি থেরাপিতে মিলতে পারে ডার্ক সার্কেল থেকে মুক্তি

চোখের তলার ডার্ক সার্কেল আজকাল শুধু সৌন্দর্যের সমস্যা নয়, বরং ব্যস্ত জীবনযাপন, অনিয়মিত ঘুম, মানসিক চাপ এবং পুষ্টির ঘাটতির অন্যতম দৃশ্যমান লক্ষণ। দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের সামনে কাজ করা, রাত জেগে সিরিজ দেখা কিংবা অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার প্রভাব প্রথমেই ধরা পড়ে চোখের নিচের ত্বকে। ফলে অনেকেই ঘরোয়া টোটকা, দামি আন্ডার-আই ক্রিম কিংবা কসমেটিক পণ্যের উপর নির্ভর করেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থায়ী সমাধানের খোঁজে এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কার্বক্সি থেরাপি।

কী এই কার্বক্সি থেরাপি?

কার্বক্সি থেরাপি একটি আধুনিক কসমেটিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যেখানে মেডিকেল-গ্রেড কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সূক্ষ্ম ইনজেকশনের মাধ্যমে ত্বকের নিচে প্রবেশ করানো হয়। শরীর নির্দিষ্ট স্থানে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে অক্সিজেনের ঘাটতি হিসেবে ধরে নিয়ে সেখানে দ্রুত রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে দেয়। এই বাড়তি রক্তপ্রবাহ নতুন কোলাজেন তৈরিতে সহায়তা করে এবং ত্বকের পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এর ফলে চোখের নিচের পাতলা ত্বক ধীরে ধীরে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে কালচে ভাব কমে এবং ত্বক আরও টানটান ও সতেজ দেখায়। কেন এটি কার্যকর?

ভারতীয় ও এশীয়দের ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হওয়ায় অনেকের চোখের নিচে সহজেই পিগমেন্টেশন তৈরি হয়। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে চোখের নিচের ত্বক এতটাই পাতলা থাকে যে ভেতরের সূক্ষ্ম রক্তনালীগুলো বাইরে থেকে নীলচে বা বেগুনি রঙের দেখায়, যা ডার্ক সার্কেলকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, কার্বক্সি থেরাপি ত্বকের ডার্মিস স্তরকে ঘন করতে সাহায্য করে। ফলে ভেতরের রক্তনালীগুলো কম দৃশ্যমান হয় এবং পিগমেন্টেশনও ধীরে ধীরে হালকা হতে শুরু করে। তাই এই চিকিৎসা বিশেষ করে ভারতীয় ত্বকের জন্য ইতিবাচক ফল দিতে পারে। জনপ্রিয়তা বাড়ছে দ্রুত- সাম্প্রতিক সময়ে শুধু সৌন্দর্য সচেতন তরুণ-তরুণী নয়, মাঝবয়সি চাকরিজীবী, কর্পোরেটে কর্মী এবং বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়া পাত্র-পাত্রীর মধ্যেও এই থেরাপির চাহিদা বেড়েছে। পুরুষদের মধ্যেও ডার্ক সার্কেল দূর করার এই আধুনিক চিকিৎসা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একেকটি সেশনের খরচ সাধারণত ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা। তবে ডার্ক সার্কেলের গভীরতা, ত্বকের ধরন এবং ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ৪ থেকে ৮টি সেশন পর্যন্ত প্রয়োজন হতে পারে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা-বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে কার্বক্সি থেরাপি সাধারণত নিরাপদ। তবে চিকিৎসার পর সাময়িকভাবে ইনজেকশনের স্থানে লালচে ভাব, হালকা ফোলা, চুলকানি বা অল্প অস্বস্তি দেখা দিতে পারে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অল্প সময়ের মধ্যেই সেরে যায়। তবে এই থেরাপি সবার জন্য উপযুক্ত নয়। গর্ভবতী নারী, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি, গুরুতর হৃদরোগী কিংবা নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক সমস্যায় ভোগা রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নয়। শুধু থেরাপি নয়, জীবনযাপনেও পরিবর্তন জরুরি- চোখের নিচের কালো দাগ কমাতে কার্বক্সি থেরাপি কার্যকর হলেও এটি কোনও জাদুকরী সমাধান নয়। পর্যাপ্ত ঘুম, সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত জল পান, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরতি নেওয়া- এসব অভ্যাসও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বজায় রাখলেই দীর্ঘমেয়াদে ডার্ক সার্কেলের সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

মিউচুয়াল ফান্ডের বাইরে নতুন সুযোগ! জিও ব্ল্যাকরকের এসএফআই কি বাড়াবে রিটার্ন?

২৬ জুলাই ঃ ভারতের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শিল্পে তুলনামূলক নতুন নাম জিও ব্ল্যাকরক। তবে বাজারে নিজেদের আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলতে সংস্থাটি এবার নিয়ে. এসেছে স্পেশালাইজড ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড। প্রচলিত মিউচুয়াল ফান্ডের বাইরে আরও নমনীয় বিনিয়োগ কৌশল নিয়ে তৈরি এই নতুন প্রোডাক্টের অন্যতম আকর্ষণ Prism Hybrid Long-Short Fundú জিও ব্ল্যাকরকের চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার ঋষি কোহলির মতে, এই ফান্ডের লক্ষ্য শুধু বাজার ঊর্ধ্বমুখী হলে লাভ করা নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের বাজার পরিস্থিতিতেও তুলনামূলক স্থিতিশীল রিটার্নের সুযোগ তৈরি করা।

কী বিশেষত্ব এই ফান্ডের? প্রচলিত মিউচুয়াল ফান্ডে সাধারণত বিনিযোগকারীদের অর্থ শেয়ার বা অন্যান্য সম্পদে দীর্ঘমেযাদে বিনিয়োগ করা হয। কিন্তু Prism Hybrid Long-Short Fund-এর কৌশল কিছুটা ভিন্ন। এখানে শুধু ভালো সম্ভাবনাময় শেয়ার কেনা নয়, বাজার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দুর্বল পারফরম্যান্স করতে পারে এমন শেয়ারে শর্ট পজিশনও নেওয়া যায়। এই পদ্ধতির ফলে বাজারে বড় উত্থান না হলেও কিংবা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হলেও সম্ভাব্য রিটার্নের সুযোগ তৈরি হতে পারে। সংস্থার দাবি, একমাত্র বাজার বৃদ্ধির উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিযন্ত্রণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে ভালো ফল দেওয়াই এই ফান্ডের মূল লক্ষ্য।

'লং-শর্ট' শব্দটি শুনেই অনেক বিনিয়োগকারীর মনে বাড়তি ঝুঁকির আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। তবে ঋষি কোহলির মতে, পেশাদার ফান্ড ম্যানেজমেন্টে শর্ট পজিশন কোনও অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়ার কৌশল নয়, বরং ঝুঁকি কমানোর একটি কার্যকর উপায়। বাজারে সব শেয়ার একইভাবে পারফর্ম করে না। কিছু শেয়ার উল্লেখযোগ্য লাভের সম্ভাবনা তৈরি করে, আবার কিছু শেয়ার দুর্বল ফল করতে পারে। এই দুই দিককে কাজে লাগিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পোর্টফোলিও গড়ে তোলা হয়, যাতে বাজারের ওঠানামার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম পড়ে। ফলে লক্ষ্য থাকে অযথা ঝুঁকি বাড়ানো নয়, বরং ঝুঁকির তুলনায় আরও উন্নত রিটার্ন অর্জনের চেষ্টা করা। বিনিয়োগের আগে কী জানা জরুরি? বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও বিনিয়োগ কৌশলই সব সময় বা সব ধরনের বাজারে সমানভাবে সফল হয.না। তাই শুধুমাত্র অতীতের রিটার্ন দেখে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। SIF-এ বিনিযাগের আগে এর কার্যপ্রণালী, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং নিজের আর্থিক লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। বিনিয়োগকারীদের নিজেদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, বিনিযাগের সময়সীমা এবং দীর্ঘমেযাদি আর্থিক পরিকল্পনার সঙ্গে এই ধরনের ফান্ড কতটা মানানসই, তা ভালোভাবে বিচার করার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিনিয়োগ এবং সঠিক অ্যাসেট অ্যালোকেশন দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বলেও মত তাঁদের। কারা এই ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন? জিও ব্ল্যাকরকের মতে, স্পেশালাইজড ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড মূলত সেইসব বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, যাঁদের বাজার সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতা রযেছে এবং যাঁরা প্রচলিত ইকুইটি বা হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ডের বাইরে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছেন। তবে এটি নতুন ধরনের বিনিয়োগ হওয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঝুঁকি, সম্ভাব্য রিটার্ন এবং নিজের আর্থিক লক্ষ্য ভালোভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক পরিকল্পনা, বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে SIF বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে আরও বৈচিত্র্যময় করতে এবং ঝুঁকি ও রিটার্নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মুম্বইয়ে 'আয়কর সিন্ধু'-র উদ্বোধন নির্মলা সীতারমনের

মুম্বই, ২৬ জুলাই (হি.স.)ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন রবিবার মুম্বইয়ের নরিমান পয়েন্টে আযকর বিভাগের নতুন অফিস কমপ্লেক্স 'আয়কর সিন্ধু'-র উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভবনটির নামের মতোই- প্রত্যেক করদাতার প্রদত্ত করের মাধ্যমে দেশের রাজকোষ এক বিশাল মহাসাগরের রূপ নেয়। আয়কর বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা এই কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় .বিভিন্ন ছাড়পত্র বা অনুমোদন পেতে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা তুলে ধরেন এবং এসব বাধা দূরীকরণে অর্থমন্ত্রীর ভূমিকার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। নির্মলা সীতারমন বলেন, অনুমোদন সংগ্রহের জন্য যদি 'ইন্ডিযান রেভিনিউ সার্ভিস'-এর কর্মকর্তাদেরই দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়, তবে সাধারণ নাগরিকদের কী ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে হয়, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। তিনি বিভাগের কর্মকর্তাদের এই বাস্তবতার কথা বিবেচনা করার এবং নিয়মকানুন যথাযথভাবে মেনে চলার পাশাপাশি এই ধরনের বাধা দূরীকরণে কাজ করার আহ্বান জানান।

রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক আদালত শুনানির জন্য প্রস্তুত

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.)ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি মতো প্রশ্ন ফাঁসের বিচার করতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠিত হয়েছে। দিল্লির রাউজ এভিনিউ কোর্টে চালু থাকব এই আদালত। এখন থেকে পাবলিক এগজামিনেশনস অ্যাক্ট, ২০২৪ এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের আওতায় থাকা সমস্ত মামলার শুনানি এই বিশেষ আদালতেই সম্পন্ন হবে। নিট প্রশ্নফাঁসের তদন্তে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদী। আর তারপরেই প্রশ্ন ফাঁসের বিচার করতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠিত হয়। এই নবগঠিত ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের বিশেষ বিচারক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অনু গ্রোভার বালিগাকে। এর আগে তিনি তিস হাজারি আদালতের মেডিয়েশন সেন্টারের ইন-চার্জ হিসেবে কাজ করছিলেন। পাবলিক এগজামিনেশনস অ্যাক্ট, ২০২৪-এর অধীনে রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি ও বিচারকাজ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত। এই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টটি 'নিট ইউজি' প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় গ্রেফতার হওয়া দীনেশ বিওয়াল ও বিকাশ বিওয়ালের জামিনের আবেদনের শুনানি করবে। 'নিট ইউজি' প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় কোনও বিশেষ ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে হতে যাওয়া এটিই হবে প্রথম শুনানি।

পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন পরিচয় 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির', উদ্বোধনে শিল্প প্রতিমন্ত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ জুলাইঃ সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্ধমানের ক্ষুদিরাম পল্লী পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন নামকরণ করে ' আরোগ্য মন্দির'-এর শুভ উদ্বোধন করা হলো রবিবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প প্রতিমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, বর্ধমান পুরসভার পৌরপিতা পরেশ চন্দ্র সরকার, প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার বহু বাসিন্দা।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য ও মানসম্মত সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। তিনি জানান, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সমস্ত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। শুধু উদ্বোধন করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং পরিষেবার মান বজায় রাখা, পর্যাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও ওষুধের ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই সরকারের অগ্রাধিকার। প্রতিমন্ত্রী অভিযোগ করেন, আগের তৃণমূল সরকারের আমলে বহু পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, ওষুধ ও পরিকাঠামো থাকলে তবেই সাধারণ মানুষ সঠিক পরিষেবা পাবেন। তিনি আরও বলেন, আমি মন্ত্রী হয়েছি বলে নিজেকে আলাদা মনে করি না। আমি এখনও মানুষের কর্মী হিসেবেই কাজ করতে চাই। মানুষের পাশে থাকা এবং তাঁদের প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা করাই আমার প্রথম দায়িত্ব। পৌরপিতা পরেশ চন্দ্র সরকার বলেন, নতুন রূপে গড়ে ওঠা এই ' আরোগ্য মন্দির' এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে উপকৃত হবেন। ভবিষ্যতে এটি এলাকার অন্যতম নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়ে উঠবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এতদিন প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দূরে যেতে হতো। এখন এলাকার মধ্যেই উন্নত সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া গেলে সময়, অর্থ ও ভোগান্তি অনেকটাই কমবে। নতুন পরিচয়ে 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির' শুধু একটি নাম পরিবর্তন নয়, বরং সাধারণ মানুষের জন্য আরও উন্নত, সহজলভ্য ও মানবিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

'এটা গণতন্ত্র, স্বৈরাচার নয়'- বার্তা আন্না হাজারের

২৬ জুলাইঃ ধমেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাসহ আন্দোলনকারীদের একাধিক দাবি পূরণ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও গান্ধীব্যাদী নেতা আন্না হাজারে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আংেদালনের গুরুত্ব তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, গণতন্ত্রে মানুষের দাবি-দাওয়া তুলে ধরার একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ হলো অহিংস আন্দোলন, সংলাপ এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা। হিংসা বা সংঘাত কখনও স্থায়ী. সমাধান এনে দিতে পারে না, বরং সমস্যার নিষ্পত্তিকে আরও দীর্ঘায়িত করে। ৮৯ বছর বযসি আন্না হাজারে, যিনি দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে সারা দেশে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোই নাগরিকদের নিজেদের মতামত ও দাবি তুলে ধরার সুযোগ দেয়।

কার্গিলের শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর

জয়পুর, ২৬ জুলাই (হি.স.)ঃ কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে রবিবার রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা জয়পুরের অমর জওয়ান জ্যোতিতে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। কার্গিল যুদ্ধের শহিদদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার জন্য সাহসী জওয়ানদের অদম্য সাহস, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানান তিনি। বলেন, কার্গিলের বীর জওয়ানদের আত্মত্যাগ দেশবাসীর জন্য সর্বদা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। কার্গিল যুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের বীর জওয়ানরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে এবং বিশ্ব মঞ্চে ভারতের বীরত্ব তুলে ধরতে অদম্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশের জনগণ সাহসী জওয়ান ও শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতি চিরঋণী থাকবে। তিনি এও বলেন, রাজস্থান সরকার জওয়ান, প্রাক্তন সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণের জন্য নিষ্ঠাভরে কাজ করছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রেমচাঁদ বৈরওয়া-সহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা।

ফুলবাড়িতে ওষুধ ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিশের হানা উদ্ধার প্রচুর নেশাদ্রব্য

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই (হি.স.)ঃ ফুলবাড়িতে এক ওষুধ ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিলো এনজেপি থানার পুলিশ। অভিযানে ওই ওষুধ ব্যবসাযীর বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে বেআইনি নেশাদ্রব্য (মাদক ট্যাবলেট) উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায.ওষুধ দোকানের মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তের নাম দিলীপ সরকার। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যৌথ অভিযান চালায় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং এনজেপি থানার পুলিশ। ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা এলাকায় ওই ওষুধ ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। বেশ কয়েক ঘন্টা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ২ হাজার ৬০০টি বেআইনি নেশাদ্রব্য (মাদক ট্যাবলেট) উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রাতেই ওই ওষুধ ব্যবসায়ী অভিযুক্ত দিলীপ সরকারকে নিজেদের হেফাজতে নেয.পুলিশ। কোথা থেকে এই নেশাদ্রব্য এলো এবং এই চক্রের সঙ্গে কারা যুক্ত, সেই বিষয়ে জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ধৃত অভিযুক্তকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

ট্রলারডুবিতে মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ও চাকরি!

১-র পাতার পর-রাজ্য সরকার নিজস্ব 'স্টেট ডিসেস্টার রেসপন্স ফোর্স' ঢেলে সাজাচ্ছ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, খেজুরি, হিজলি থেকে উদয়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত মোহনা ও উপকূল এলাকায় দ্রুত উদ্ধারকাজ চালাতে দিঘায় ৫০ জনের একটি বিশেষ কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা এবং ডিজি সঞ্জয় সিংহকে অবিলম্বে এই টিম গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রে যাওয়া ট্রলার ও মস্যজীবীদের সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'সাগরমালা ২' এবং 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা'র আওতায় জিপিএস, আধুনিক ওয়ারলেস ও স্যাটেলাইট ভিত্তিক আগাম আবহাওয়া সতর্কবার্তা ব্যবস্থা চালুর কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিগত সরকারকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, কেন্দ্র থেকে পাওয়া রাজ্য বিপর্যয় তহবিলের প্রায় ৪-৫ হাজার কোটি টাকা অহেতুক ফেলে রাখা হয়েছিল। বর্তমান সরকার উপকূলীয় পরিকাঠামো পুনর্গঠনে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।''

রাজ্যের সব বেসরকারি স্কুলকে নির্দেশ

১-র পাতার পর-পরিদর্শকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, সমস্ত স্কুল পরিদর্শনের রিপোর্ট এমপরিদর্শন অ্যাপে জিও ট্যাগ দিয়ে ছবি-সহ আপলোড করতে হবে। সাধারণত, যে সমস্ত বেসরকারি স্কুল 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' বা কোনওরকম সরকারি স্বীকৃতি ছাড়াই চলছে, সেগুলো চিহ্নিত করতেই চালানো হবে সরকারি অভিযান। এর পর চিহ্নিত স্কুলগুলিকে একটি গুগল ফর্মের মাধ্যমে নো অবজেকশন বা সরকারি স্বীকৃতির শংসাপত্র জমা দিতে হবে। এর পর সরকারের তরফে করা হবে সেই তথ্য সঠিক কিনা যাচাই করা হবে। সূত্রের খবর, প্রতি সপ্তাহে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে অন্তত একটি বেসরকারি স্কুল পরিদর্শন করতে হবে। ছাত্রভর্তির হার শূন্য, ইউডিআইএসই-তে ভুল তথ্য বা স্বীকৃতিহীন স্কুলগুলিই আগে পরিদর্শন করা হবে। খতিয়ে দেখা হবে স্কুলে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, পরিকাঠামো ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, শৌচাগার, ল্যাব, লাইব্রেরি, শিশু সুরক্ষা এবং শিক্ষার অধিকার আইন মানা হচ্ছে কি না-সহ যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য।

সাংবাদিকদের ওপর হামলা

১-র পাতার পর-''তৃণমূল কংগ্রেস যে জামাতিদের তোষণকারী দল, তা রাজ্যবাসী জানে। এদের 'বন্দে মাতরম' কিংবা জাতীয় সংগীত গাইতেও সমস্যা হয়। তবে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্যকে সম্পূর্ণ দুষ্কৃতীমুক্ত করা হবে।'' এ দিন 'কারগিল বিজয় দিবস' উপলক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অস্থায়ী শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি কার্গিলের বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। একই সঙ্গে আগামী সোমবার লোকসভায় পেশ হতে চলা 'পাবলিক এক্সামিনেশনস বিল, ২০২৬' প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীতির প্রশংসা করেন তিনি। শুভেন্দু জানান, প্রশ্নফাঁস ও জালিয়াতি রোধে কেন্দ্র সরকারের নীতি 'জিরো টলারেন্স'। বিলে কড়া জরিমানা ও সাজার বিধান রেখে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ফাস্ট ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে, যা দেশজুড়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিশেষ সাহায্য করবে।

ছুটির সকালে সরকারি কর্মীদের

১-র পাতার পর-ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেই সরকারি কর্মীদের হাজিরা নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ করেছিল নবান্ন। ১৫ জুন থেকে নবান্নে বাধ্যতামূলক 'ফেস রিকগনিশন' বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতরে এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে বলে দেওয়া হয়েছে সাফ নির্দেশ দেওয়া হয়। দফতর প্রধানদের বাদ দিয়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়, মুখ শনাক্ত যন্ত্রে উপস্থিতি নথিভুক্ত করতে হবে। তবে তাতে কিছুটা বদল। সকাল ১০ টা বেজে ১৫ থেকে ১১টার মধ্যে উপস্থিত হলে 'লেট' হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সকাল ১১টার পর অফিসে পৌঁছলে 'অনুপস্থিত' হিসেবে গণ্য করা হবে। বিকেল ৫টা বেজে ১৫ মিনিটের আগে অফিস ত্যাগ করলে 'আর্লি ডিপার্চার' ধরা হবে।

মিছিলে দেশবিরোধী স্লোগান ইস্যুতে

১-র পাতার পর-তাদের মানুষ টুকরো টুকরো করে দেবে। পুলিশের কাছে আমাদের আহ্বান- 'ভারত তেরে টুকড়ে হোঙ্গে' বা 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' বললে যেন কেউ সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরে যেতে না পারে। অন্তত সরকারি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বা ওপিডি ঘুরে যেন যেতে হয়। না হলে কিন্তু এরপরে আমরা পেটাবো!'' বিজেপি রাজ্য সভাপতির এই আগ্রাসী ও বিতর্কিত মন্তব্যের পর রাজনৈতিক পারদ চাতে সময় নেয়নি। শমীক ভট্টাচার্যের সুর চড়ানো হুঙ্কারকে পাল্টা তোপ দেগেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারির বিরোধিতা করে কুণাল ঘোষ পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, ''পুলিশ যাবে! তাহলে পুলিশ আছে কী করতে?'' তিনি স্পষ্ট জানান, এই ধরনের ঘটনায় উসকানিমূলক হিংসা নয়, বরং প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপই শেষ কথা। কুণালের বক্তব্য, ''পুলিশ যাবে, পুলিশ তুলে আনবে, কড়া বার্তা দেবে এবং কোর্টে জানিয়ে দিয়ে কড়া সাজা দেওয়া হবে!'' সব মিলিয়ে, 'আজাদি' স্লোগানকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে গেরুয়া ও জোড়াফুল শিবিরের এই বাকযুদ্ধ এখন তুঙ্গে।

ওয়ার্ডে ঝাঁঝালো জীবাণুনাশক স্প্রে, তারপরই মৃত্যু রোগীর!

নিজস্বংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৬ জুলাই ঃ এক রোগীর মৃত্যুতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগ, ওয়ার্ডে ঝাঁজালো জীবানুনাশক স্প্রে করা হয়। তাতেই মৃত্যু। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত রোগীর নাম রাজকুমার মণ্ডল (৫৮)। তিনি দুর্গাপুরের বেনাচিতির বাসিন্দা। পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ২৩ তারিখ চিকিসক ছুটি লিখে দেওয়ার পরেও স্বাস্থ্যবিমা সংক্রান্ত সমস্যার অজুহাতে রাজকুমার মণ্ডলকে হাসপাতাল থেকে ছাড়েনি কর্তৃপক্ষ। এরপর হঠা হাসপাতালের তরফে জানানো হয.রোগীর কক্ষে জীবানুনাশক ঝাঁঝালো স্প্রে করার ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হযেছে। তার দুদিন পর রবিবার মৃত্যু হয় রাজকুমার মন্ডলের । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়রা হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, হাসপাতালের গাফিলতি, অবহেলা এবং দাযিত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই রাজকুমার মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন তাঁরা। মৃতের মেয়ে কবিতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে চিকিৎসক ছুটি লিখে দেওয়ার পরও জোর করে বাবাকে হাসপাতালে আটকে রাখা হয়েছিল। এরপর পরিচ্ছন্নতার জন্য রুমে ঝাঁঝালো কোনও জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই মৃত্যু হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে 'রোলিং ব্লক' কর্মসূচির জন্য ট্রেন চলাচলে পরিবর্তন

কলকাতা, ২৬ জুলাইঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে ২৭.০৭.২০২৬ থেকে ০২.০৮.২০২৬ পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী একটি যৌথ 'রোলিং ব্লক' কর্মসূচি বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে ঃ ট্রেন বাতিলঃ ৬৮০৪৬৬৮০৪৫ আসানসোল - আদ্রা - আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন (যেসব যাত্রার তারিখ ২৭.০৭.২০২৬, ৩০.০৭.২০২৬, ৩১.০৭.২০২৬ এবং ০২.০৮.২০২৬)। ৬৩৫৯৪৬৩৫৯৩ আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার (২৭.০৭.২০২৬ ও ৩০.০৭.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী) ৬৮০৫৬ টাটানগর-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার (২৮.০৭.২০২৬, ২৯.০৭.২০২৬, ০১.০৮.২০২৬ ও ০২.০৮.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী)ট্রেনগুলির যাত্রাপথ সংক্ষিপ্তকরণ ৬৮০৫৬৬৮০৬০ টাটানগর-আসানসোল-বারাবুম মেমু প্যাসেঞ্জার (৩১.০৭.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী)-এর যাত্রা আদ্রা স্টেশনে শেষ হবেআদ্রা স্টেশন থেকে শুরু হবে (আদ্রা ও আসানসোলের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে)।

NAME CHANGE
I, Lalmohammad Sk (Old Name) S/O–Hazi Giasuddin Mondal resident of Kuroldanga , Gudhia , Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Lalmohammad Sk to Lal Mohammad and henceforth I shall be known as Lal Mohammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/ 07/ 2026. My name Lal Mohammad & Lalmohammad Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Nejamat Ali Shaikh (Old name) S/o-Hafej Sk, Resident at, Vill & Po-Fazilnagar, Ps-Thanarpara, Dist-Nadia, West Bengal, 741165 I have changed my name Nejamat Ali Shaikh to Md Nejamat Ali Sk (New name) I shall be known as Md Nejamat Ali Sk vide affidavit no.22AC 898817 before the Notary at Berhampore on 07/07/2026 Md Nejamat Ali Sk & Nejamat Ali Shaikh same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Fulkali Bibi (Old name) W/o-Nurhasan Mollick, Resident at, Vill-Anagarpur, Po-Alugram, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742301. I have changed my name Fulkali Bibi to Fulkali Begam (New name) I shall be known as Fulkali Begam vide affidavit before the Notary at Berhampore on 24/07/2026 Fulkali Begam & Fulkali Bibi same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Mirjahan (Old name) S/o-Qurban Seikh, Resident at Vill-Nesta, Po-Kolan Radhakantapur, Ps & Dist-Murshidabad, 742123, West Bengal, I have changed my name Md Mirjahan to Mirjaban Seikh (New name) I shall be known as Mirjaban Seikh vied affidavit no. 22AC 853370 before the Notary at Berhampore on 29/06/2026 Md Mirjahan & Mirjaban Seikh is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Bablu Bhakta my father's (Old Name) Late Mahendra Bhakta resident of Vill-Betai Itkholapara , Po-Betai , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my father's name from Mahendra Bhakta to Mahendranath Bhakta and henceforth my father's name shall be known as Mahendranath Bhakta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/07/2026. My father's name Mahendranath Bhakta & Mahendra Bhakta both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Sk Ali Hossain & Sk Ali Hassain (Old Name) S/O–Motahar Sekh resident of Vill-Darbarpur Paschim Para , Po-Dwarka, Ps-Labpur , Dist-Birbhum, West Bengal, Pin-731303 do hereby declared that I have changed my name from Sk Ali Hossain & Sk Ali Hassain to Seikh Ali Hossain and henceforth I shall be known as Seikh Ali Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/07 / 2026. My name Seikh Ali Hossain & Sk Ali Hossain & Sk Ali Hassain both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Lakshmi Hazra (old name) W/o-Mukul Hazra residing at Bistupur Kalibari, Roshganj Road, P.O. Cossimbazar Raj, P.S. Berhampur, Dist. Murshidabad, Pin-742102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Lakshmi Hazra to Kalpana Hazra and henceforth I shall be known as Kalpana Hazra(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. S.D.E.M(s) 1st Class at Berhampore, Murshidabad dated 20/08/2026. Lakshmi Hazra and Kalpana Hazra both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Jinnatul Islam (old name) S/o-Md Mohiuddin Mostafa residing at Ramnagar Khastaluk, Jinnatpara, Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD JINNATUL ISLAM to JINNATUL ISLAM and henceforth I shall be known as JINNATUL ISLAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 25/07/2026. MD JINNATUL ISLAM (old name) and JINNATUL ISLAM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Mohiuddin Mostufa (old name) S/o- Mahabat Mondal residing at Ramnagar Khastaluk, Jinnatpara, Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD MOHIUDDIN MOSTUFA to MD MOHIUDDIN MOSTAFA and henceforth I shall be known as MD MOHIUDDIN MOSTAFA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 25/07/2026. MD MOHIUDDIN MOSTUFA (old name) and MD MOHIUDDIN MOSTAFA (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Roesonara Bibi (old name) W/o-Md Mohiuddin Mostufa residing at Ramnagar Khastaluk, Jinnatpara, Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ROESONARA BIBI to ROSNARA BIBI and henceforth I shall be known as ROSNARA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 25/07/2026. ROESNARA BIBI (old name) and ROSNARA BIBI (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, সাগর মল গুপ্তা, পিতা: রামেশ্বর লাল গুপ্তা, ঠিকানা ফ্ল্যাট ১৭, ১১বি, ক্যামাক স্ট্রিট, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭-এর বাসিন্দা, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার কিছু নথিপত্রে আমার নাম 'এস এম গুপ্তা' (S M Gupta) হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। ২০.০৫.২০২৬ তারিখে কলকাতার নোটারির সম্মুখে সম্পাদিত হলফনামা অনুযায়ী, সাগর মল গুপ্তা এবং এস এম গুপ্তা - উভয় নামেই উল্লিখিত ব্যক্তিটি একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

গ্রেপ্তার হুমায়ুনের দলের মুর্শিদাবাদ জেলা সহ সভাপতি

মিঠুন হালদার ঃ মুর্শিদাবাদের নওদার 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক জীবনে সমস্যা কমার কোনও লক্ষণ নেই। রাজনীতির জনসভা থেকে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে সম্প্রতি 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় দু'টি 'সুয়ো মোটো' মামলা দায়ের হয়েছে। দু'টি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই হুমায়ুন কবীরকে রেজিনগর থানায় দু'বার এবং শক্তিপুর থানায় একবার হাজিরাও দিতে হয়েছে। তিন দিনে প্রায় ১২ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তদন্তকারী আধিকারিকদের কড়া জেরার মুখে পড়েছেন হুমায়ুন কবীর। গত ৮ মে শক্তিপুরের গড়দুয়ারা এলাকায় একটি রাজনৈতিক জনসভা থেকে শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অতনু দাসকে 'কুরুচিকর' ভাষায় আক্রমণ করার অভিযোগ ওঠে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এবং শক্তিপুর থানা এলাকায় তাঁর দলের আহ্বায়ক আনিসুর রহমানের বিরুদ্ধে। সেই মামলাই ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন আনিসুর। বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন। অন্যদিকে রেজিনগরের কাশিপুর এলাকায় যে জনসভা থেকে হুমায়ুন কবীর 'উস্কানিমূলক' বক্তব্য দিয়েছিলেন সেই সভার দুই উদ্যোক্তাও পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে রয়েছেন। এবার নতুন করে শক্তিপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন হুমায়ুনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর দলের মুর্শিদাবাদ জেলা সহ সভাপতি সেলিম শেখ ওরফে সাহেবজান। মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর থানার অন্তর্গত নবগ্রাম এলাকার বাসিন্দা সেলিম শেখকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে শক্তিপুর থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফ থেকে

দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া, দু'টি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করা, জাতীয় সংহতি নষ্টের চেষ্টা, সরকারি কর্মচারীকে আঘাত এবং কর্তব্যে বাধা দানের চেষ্টা, মানহানি, উত্তেজনামূলক ভাষণ ,অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হয়েছে। ধৃত সাহেবজানের ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে রবিবার তাকে বহরমপুর আদালতে পেশ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর আগে হরিহরপাড়া ব্লক সভাপতি মনোনয়নকে কেন্দ্র করে হুমায়ুনের সঙ্গে 'মতান্তরে' জেরে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতির পদ ছেড়েছিলেন বিজয় শেখ। হুমায়ুন কবীর রেজিনগর বিধানসভা আসন থেকে পদত্যাগ করায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেখানে উপনির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে। ওই আসনে প্রার্থী হিসেবে হুমায়ুন ইতিমধ্যে তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। সূত্রের খবর , রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য দলের সহ সভাপতি সাহেবজানকে 'বিশেষ দায়িত্ব' দিয়েছিলেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গড়দুয়ারা এলাকায় যে সভা থেকে হুমায়ুন কবীর শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে 'কুরুচিকর' মন্তব্য এবং উস্কানিমূলক ভাষণ করেছিলেন সেই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সেলিম খান ওরফে সাহেবজান। হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবী আজাদ বলেন,সাহেবজান আমাদের দলের জেলা সহ সভাপতি পদে আসীন রয়েছেন। রেজিনগর এবং শক্তিপুর থানা এলাকায় যে দু'টি সভা নিয়ে বিতর্কে সূত্রপাত সেই সভা দু'টির তিন আয়োজককে গ্রেপ্তার করে রেখেছে পুলিশ। তারা এখনও জামিন পায়নি। দলের কর্মীদেরকে পুলিশের তরফ থেকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে। তবে আমরা দলের কর্মীদের পাশের সর্বতোভাবে রয়েছি এবং তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রাবণী মেলায় তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার

তারকেশ্বর , ২৬ জুলাই (হি.স.)ঃ শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে রবিবার তারকেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী বাবা তারকনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান, সিঙ্গুরের বিধায়ক ডঃ অরূপ দাস, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী। মন্দিরে বিশেষ পুজো ও প্রার্থনা শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন এখানে এসেছিলাম। রাজ্যে সরকার গঠনের পর আবার এলাম। বাবা তারকনাথের কাছে প্রার্থনা করেছি, বাংলার সেই পুরোনো অন্ধকার দিন যেন আর ফিরে না আসে। এদিন শ্রাবণী মেলাকে কেন্দ্র করে তারকেশ্বর মন্দির চত্বরে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়। ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং মন্দিরে পুজো দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেন। বিজেপি নেতৃত্বের উপস্থিতিকে ঘিরে মন্দির চত্বরে নিরাপত্তাও ছিল কড়া। সুকান্ত মজুমদারের এই সফরকে রাজনৈতিক মহলেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রাবণী মেলার আবহে ধর্মীয় আচার পালনের পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও তাঁর মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক চর্চার জন্ম দিয়েছে।

পুলিশের 'অন্য' এই ভূমিকা

সাপে কাটা রুগীকে ওঝার হাত থেকে উদ্ধার করলেন পুলিশ কর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ ক্যালেন্ডারের পাতায় এখন ২০২৬। মানুষের তৈরী যান, মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে , ভিন দেশে বসে ডাক্তাররা রোবোটিক সার্জারি করে সরিয়ে তুলছেন রোগীদের। অথচ মুর্শিদাবাদের এই গ্রামে এখনও সময়

যেন থমকে রয়েছে কয়েক দশক আগে। সাপে কাটা এক মহিলাকে হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে না নিয়ে গিয়ে ওঝা দিয়ে চলছে বিষ নামানোর কাজ। তবে এবার সেই দৃশ্য দেখে চুপ থাকেননি পুলিশের এক আধিকারিক। ডিউটিতে যাওয়ার সময় ওঝার তুক তাকে এক 'সাপে কাটা' রোগীকে মরতে দেখে সটান গাড়ি থেকে নেমে ঝাড়ফুক তুকতাকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন পুলিশের ওই আধিকারিক। ইতিমধ্যে সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সেই ভিডিও। নেট নাগরিকরা কুর্নিশ জানিয়েছেন ওই আধিকারিকের বিজ্ঞানমনস্কতা এবং কুসংস্কার দূরীকরণে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাকে। ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ মানুষ দেখেছেন সেই ভিডিও। পুলিশের 'অন্য' এই ভূমিকায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাধারণ মানুষও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত দু'দিন আগে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানা এলাকার ঘোরাপাড়া গ্রামে। সেদিন রুটিন ডিউটিতে যাওয়ার সময় ঘোড়াপাড়া গ্রামে একটি বাড়ির সামনে প্রচুর লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েন আব্বাস মন্ডল নামে সাগরপাড়া থানার এক সাব ইন্সপেক্টর। পুলিশি অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কিছুটা এগোতেই ওই অফিসারের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। তিনি দেখতে পান, সাপে কাটা এক মাঝবয়সী মহিলাকে কিছু লোক ঘিরে বসে রয়েছেন এবং তাঁকে ক্রমাগত নিমের পাতা খাইয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ওই পুলিশ অফিসারের ভিমড়ি খাওয়ার জোগাড় হয় ! তিনি জানতে পারেন, ওই মহিলাকে কোনও একটি সাপে কামড়েছে। তাই বাড়ির সামনে বসে এক বৃদ্ধ ওঝা 'বিষাক্ত' সাপের বিষ নামানোর জন্য ক্রমাগত তাঁকে নিম পাতা খাইয়ে যাচ্ছেন। আর গোটা ঘটনাটি কয়েকজন ব্যক্তি পাশে দাঁড়িয়ে এবং বসে দেখছেন। গোটা দৃশ্য দেখে সাগরপাড়া থানার ওই সাব-ইন্সপেক্টর আব্বাস মন্ডল সমবেত সকলকে জিজ্ঞাসা করে বসেন, কোন যুগে বাস করছেন আপনারা। সাপে কাটা রোগী, ওঝা এবং তাঁর আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদেরকে ওই অফিসার জিজ্ঞাসা করেন ,যদি সাপে কামড়ে থাকে তাহলে ওই মহিলাকে হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে না নিয়ে গিয়ে এইভাবে কেন চিকিৎসা করানো হচ্ছে? ভাইরাল ভিডিওটিতে আরও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ওই আধিকারিক যখন এলাকার মানুষকে জিজ্ঞাসা করছেন এইভাবে নিম পাতা খাইয়ে কি সাপের বিষ 'নামানো' যায় ? তখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ওই গ্রামের বাসিন্দারা তাঁকে প্রত্যয়ের সঙ্গে জানাচ্ছেন-নিম পাতা খাইয়ে সাপের বিষ নামানো সম্ভব এবং এই ঘটনা গ্রামে তাঁরা আগেও দেখেছেন। সেই সময় কয়েকজন ওই আধিকারিকের সামনে দাবি করেন, ওই মহিলাকে বিষহীন সাপে কামড়েছে। তখন ওই আধিকারিক আবার উল্টে তাদের প্রশ্ন করে বসেন , নির্বিষ সাপ কামড়ে থাকলে ওঝা কেন গ্রামে এসেছে এবং নিম পাতা কেন খাওয়ানো হচ্ছে। সমাজমাধ্যমে এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর নেট নাগরিকদের অনেকে দাবি করেছেন, ওই ওঝাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া উচিত। কেউ আবার লিখেছেন, স্যালুট স্যার, সমাজ এখনও কুসংস্কারে আবদ্ধ। সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ। সাগরপাড়া থানার কর্মরত ওই আধিকারিক সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,ঘোড়াপাড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে কাজে যাওয়ার সময় হঠাই একটি জায়গায় কিছু লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি ওই মহিলার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখনই গোটা ঘটনাটি জানতে পারি। এরপর আমি উদ্যোগ নিয়ে ওই মহিলাকে ডোমকল হাসপাতালে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করেছিলাম। পরে শুনেছি ওই মহিলাকে সাগরপাড়া হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়েছে। নিশান্ত দাস নামে এক চিকিৎসক জানান,বিষাক্ত সাপ কামড়ালে সেই বিষ লসিকা গ্রন্থি ও রক্তের মাধ্যমে সরাসরি শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। নিম পাতা খেলে সেই রস পাকস্থলীতে যায়। এই রস রক্তের বিষের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না। নিমপাতার নানা ঔষধি গুণ বা জীবাণুশক ক্ষমতা থাকলেও সাপের রাসায়নিক বিষকে নিষ্ক্রিয় করার মত কোনও উপাদান এতে নেই। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ কুসংস্কার থেকে আজও কিছু লোক নিম পাতা খাইয়ে সাপের বিষ নামানো বা সাপে কামড়ের চিকিৎসা করেন। এটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন, কুসংস্কার এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক ধারণা। এইভাবে চিকিৎসা করলে সাপে কাটা রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

নকল পেট্রোল-ডিজেল বানানোর রমরমা বেআইনি কারবার বীরভূমে

ইলামবাজার, ২৬ জুলাই ঃ নকল পেট্রোল-ডিজেল বানানোর রমরমা বেআইনি কারবার চলছে বীরভূমে। বীরভূম-বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যারেল ব্যারেল কেরসিন তেল মজুত করা ইচ্ছে ইলামবাজারে গ্রামে। সেই তেলের সঙ্গে তারপিন তেল, স্পিরিট ও এক ধরনের এ্যাসিড পাউডার মিশিয়ে চলছে অত্যন্ত বিপদজনক 'নকল' ডিজেল-পেট্রোল তৈরির কাজ। আর সেই নকল ডিজেট-পেট্রোল বাজার দরের চেয়ে কিছুটা কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে ট্রাক, লরি চালকদের। আরও জানা গিয়েছে, এই কেরসিন তেল আসে বেআইনি ভাবে বিভিন্ন সরকারি রেশন দোকান থেকে। কোটি কোটি টাকার কারবারে একটা বড় সক্রিয় চক্র কাজ করছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। সে কোন সময় বিস্ফোরণ হয়ে বড় রকমের দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই

নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন বিজেপি ও সিপিআইএম। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, ১৫ বছর তৃণমূলের সময়ের পুলিশ এখনও অভ্যাস বদল করতে পারছে না। টাকা হাতে না গেলে তাদেরও হাত সুরসুর করছে। প্রশাসনের উচিত এখনই এই কারবার বন্ধ করা। সাধারণ মানুষ বন্ধ করতে গেলে খুন হবে। দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যদি সঠিক পদক্ষেপ নেয় তাহলে এই বেআইনি কাজ চলতে পারে না। এটা বন্ধ না করলে বড় রকম বিপদ হবে একদিন। সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, মুশকিল হচ্ছে যে কোন দূর্নীতি যদি সরকারি মদতে চলে যেটা মারাত্মক জায়গায় যায়। এখন নতুন সরকার এসেছে। তাদের কিছু বললে যুক্তি দিচ্ছে পুলিশ এখনও অনিয়ম করছে। আসলে সরকার বদলালেও টাকা তোলা, দূর্নীতি করা বদলাচ্ছে না। ক্ষতি যা হওয়ার সাধারণ মানুষের হচ্ছে। আমরা জেলা শাসককে বিভিন্ন বিষয়ে ডেপুটেশন দেব, তাতে এই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরবো।একদিকে যখন দেশেবাসী ইথাইল মিশ্রিত পেট্রোল-ডিজেল দিয়ে সরব। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠছে এই মর্মে। সেই আবহে দেখা যাচ্ছে বীরভূমের ইলামবাজার থানার অন্তর্গত দেলোরা গ্রামে শত শত ব্যারেল বিপুল পরিমাণ কেরসিন তেল মজুত রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূম-বর্ধমান জেলা ছাড়াও অন্যান্য জেলা থেকে গোপনে আসে এই কেরসিন তেলের ব্যারেলগুলি। বিভিন্ন রেশন ডিলারদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত তেল গোপনে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাজার মূল্যের থেকে কম দামে সেগুলি সংগ্রহ করে মজুত করা হচ্ছে। পরে কেরসিন তেলে সঙ্গে তারপিন তেল, স্পিরিট ও এক ধরনের এসিড পাউডার জাতীয় জিনিস মিশিয়ে অত্যন্ত বিপদজনক 'নকল' পেট্রোল-ডিজেল তৈরি করা হচ্ছে। আর তা লরি, ট্রাক চালকদের বিক্রি করে দেওয়া হয়। বাজার দর থেকে স্বস্তায় পেয়ে লরি ও ট্রাক চালকেরা এই নকল পেট্রল-ডিজেল ব্যবহার করে। এতে যদিও, গাড়ির ইঞ্জিন ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও, জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যেসব বেআইনি পেট্রোল পাম্প থাকে সেগুলিতেও এই নকল পেট্রোল-ডিজেল রপ্তানি করা হয়।আর এই বেআইনি কারবারের সঙ্গে যুক্ত গ্রামের শেখ কালো, শেখ আশিক, শেখ মালিক, শেখ কামাল, শেখ রমজান, এমনটাই জানা যাচ্ছে স্থানীয়দের কাছ থেকে। কারবারের সময় কর্মীদের প্রশ্ন করা হলে তারা তা এড়িয়ে পালিয়ে যান। প্রশ্ন উঠছে, বীরভূমের ইলামবাজারের দেলোরা গ্রামে কমপক্ষে ৭০০ মানুষের বাস। সেখানে কোটি কোটি টাকার কেরাসিন তেল মজুত করে বিপদজনক পদ্ধতি নকল পেট্রোল-ডিজেল তৈরি করা হচ্ছে। এতে যে কোন সময় অসাবধানতা বশত বিস্ফোরণ হলে পুরো গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। প্রশাসনের কোন দপ্তরের অনুমতিতে চলছে এই কারবার। কিভাবে চলতে পারে। প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা যুক্ত থাকায় নিরুপায় হয়ে চুপ থাকতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। কিন্তু, খুবই বিপদজনক বেআইনি পেট্রোল-ডিজেলের কারবার চলছে বীরভূমের গ্রামের মাঝে।

একা-একা পুকুরে নেমেছিল স্নানে, তলিয়ে গেল ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কামারপুকুর, ২৬ জুলাই ঃ পুকুরে স্নান করতে নেমেছিলেন। তখনই মর্মান্তিক ঘটনা। জলে তলিয়ে মৃত্যু নবম শ্রেণির ছাত্রের। মৃত্যু শোকে স্তব্ধ কামারপুকুর মৃতের নাম আদ্রিত লাহা (১৪)। সে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের নবম শ্রেণির ছাত্র। পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। জানা গিয়েছে, রবিবার বাড়ি থেকে একাই স্নান করতে গিয়েছিল আদ্রিত। কামারপুকুর মঠের সামনে হালদার পুকুরে গিয়েছিল সে। স্নান করার সময় আচমকাই সে জলের তলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত পুকুরে নেমে তাকে উদ্ধার করে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা আদ্রিতকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আদ্রিতের অকাল প্রয়াণে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক। সহপাঠী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার বাসিন্দারাও শোক প্রকাশ করেছেন। দীপক লাহা বলেন, ও জলে স্নানে নেমেছিল। সেই সময় হঠাৎ তলিয়ে যেতে শুরু করে। যেহেতু একা স্নানে গিয়েছিল সেই কারণে ওকে বাঁচানোর কেউ ছিল না।

পড়ুয়াদের জন্য বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স চালু হচ্ছে রাজ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই ঃ রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক অভিযোগ ছিল পূর্বতন সরকারের আমলে। কোনও স্কুলে পড়ুয়া নেই, কোথাও আবার পড়ুয়া আছে তো পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। সরকারি স্কুলে বেহাল অবস্থা বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় উঠে এসেছে। এবার সেই স্কুলশিক্ষার আমুল পরিবর্তন করার পরিকল্পনা শুরু সরকারের। স্কুলের পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়াতে নয়া সিদ্ধান্তের কথা জানালেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ। রবিবার ' ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘে'র ১১ তম জেলা সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ। সেখানে গিয়েই তিনি জানিয়েছেন, স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য এবার বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাপ কমবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, এর ফলে শিক্ষকদের উপর চাপ কমবে। প্রথম থেকে বলে দেওয়া হবে কম উপস্থিতি হলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। এছাড়া সব স্কুলে যথাসময়ে নিয়োগ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। রাজ্যের ১০০০ স্কুলে অত্যাধুনিক ল্যাব তৈরি হবে। এর জন্য স্কুল পিছু ২০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হচ্ছে। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে নূন্যতম ৩ জন শিক্ষক রাখা হবে, একইসঙ্গে আপার প্রাইমারি স্কুলগুলিকে হাইস্কুলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে সরকার। স্কুলে পঠন পাঠন বজায় রাখার পাশাপাশি জনগণনার কাজ কীভাবে চলবে, সে কথাও এদিন উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, এই দুই প্রক্রিয়াকে একইসঙ্গে চালিয়ে নিতে প্রয়োজনে বিদ্যালয়গুলিতে সকালে ক্লাস নেওয়ার ব্যাবস্থা করা হতে পারে।

টেট নিয়ে আতঙ্কিত শিক্ষকদের পাশে এবিআরএসএম, আইন না হলে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি..

তনয় কুমার মিশ্র, মালদা ,২৬ জুলাই ঃ টেট নিয়ে আতঙ্কিত শিক্ষকদের পাশে থাকার বার্তা দিল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ। আগামী অধিবেশনে সরকার প্রয়োজনীয় আইন না আনলে দেশজুড়ে আন্দেদালনে নামার হুঁশিয়ারিও দিল সংগঠন। রবিবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের দুর্গাকিঙ্কর সদনে সংগঠনের মালদা জেলা শাখার দ্বাদশতম দ্বিবার্ষিক জেলা সম্মেলনে এই বার্তা দেওয়া হয়। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। দীপ প্রজ্জ্বলন, ভারতমাতা ও মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। পরে সমবেত কণ্ঠে ' গানের মাধ্যমে বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের উন্নয়ন এবং সমাজ গঠনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার করেন উপস্থিত সদস্যরা। সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃত্ব বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। বিদ্যালয়কে শুধুমাত্র পঠন-পাঠনের কেন্দ্র নয়, সুস্থ, নৈতিক ও আদর্শ সমাজ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংগঠনের নেতৃত্বের বক্তব্যে টেট নিয়ে আতঙ্কিত ও সমস্যায় থাকা শিক্ষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়। জেলা সম্পাদক রঞ্জু মিশ্র বলেন, আগামী অধিবেশনে সরকার যদি প্রয়োজনীয় আইন না আনে, তাহলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

স্বার্থে এবিআরএসএম দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। সম্মেলনে বিধায়ক রাজু কর্মকার বলেন, শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের ভিত তৈরির কারিগর হলেন শিক্ষকরা। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মুখ্য সচেতক অম্লান ভাদুড়ীও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। নতুন ২৫ সদস্যের জেলা কমিটি-সম্মেলনে আগামী কার্যকালের জন্য ২৫ সদস্যের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন কালিযাচক সাউথ সার্কেলের নর্থ খাসচাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সুকান্ত সরকার। সম্পাদক হন রতুয়া চক্রের আরাইডাঙ্গা ডি.বি.এম. অ্যাকাডেমির সহ-শিক্ষক অমিত সিংহ এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন সন্দীপ চৌধুরী। সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন চিন্ময় রঞ্জন রায়, কাব্য দাস, শ্যামাপদ মণ্ডল, অনামিকা মণ্ডল ও বিপ্লব দাস। যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন কৃত্তিবাস সরকার, কৃষ্ণ সরকার পদ রায়, বলরাম হালদার, বাসবী সাহা ও মানবেন্দ্র সরকার। সম্মেলন শেষে ' সুরক্ষা মঞ্চ'-এর ব্যানারে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ ও বিভিন্ন অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মালদা কলেজ ময়দান থেকে শুরু হয়ে রাজমহল রোড ও থানা মোড় হয়ে মিছিলটি বিটি কলেজের সামনে শেষ হয়।

মাহেশের ঐতিহাসিক উল্টো রথযাত্রা উৎসব মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে

সৈকত দাস ,হুগলী,২৬ জুলাই ঃ প্রায় ৬৩০ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী মাহেশের ঐতিহাসিক উল্টো রথযাত্রা উৎসবে এ বছরও ভক্তদের

ঢল নামল। ভোর থেকেই মাহেশ ও সংলগ্ন এলাকায় হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগমে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার জেলাশাসক শ্রী খুরশিদ আলী কাদরী , শ্রীরামপুরের বিধায়ক শ্রী দিলীপ সিং এবং চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক প্রশাসনিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁদের উপস্থিতিতে উসবের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায।উসবকে ঘিরে ভক্তদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রশাসন। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে প্রায় ১,৫০০ পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক কোম্পানি এলাকায় টহল ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে।আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির ব্যবস্থাও ছিল চোখে পড়ার মতো। গোটা মেলা ও রথযাত্রা চত্বরে ড্রোন ক্যামেরা, ওয়াচ টাওয়ার, লক গেট, এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবনের ছাদ থেকে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় কুইক রেসপন্স টিম, ট্রাফিক পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্স কর্মীরাও সর্বক্ষণ সতর্ক অবস্থায় ছিলেন।ধর্মীয় আবেগ, ঐতিহ্য ও উৎসবের আবহে মুখর হয়ে ওঠে শ্রীরামপুরের মাহেশ।দেবতার কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পান। সেই নির্দেশ অনুসারে তিনি হুগলির মাহেশে জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রথযাত্রার প্রচলন করেন। সেই থেকে মাহেশের রথযাত্রা ও উল্টো রথের ঐতিহ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। বর্তমানে মাহেশের রথযাত্রা ভারতের অন্যতম প্রাচীন রথযাত্রা হিসেবে পরিচিত। এটি পুরীর জগন্নাথ মন্দির-এর রথযাত্রার পর অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রথোসব বলে বিবেচিত হয়।উল্টো রথের দিন জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে গুণ্ডিচা মন্দির থেকে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। হাজার হাজার ভক্ত রথের দড়ি টেনে পুণ্য অর্জনের বিশ্বাসে অংশ নেন। মেলা, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসব উদযাপিত হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।কেন একে মাসির বাড়ি বলা হয়?মাসির বাড়ি নামটি মূলত লোকবিশ্বাস ও ভক্তিমূলক প্রচলন থেকে এসেছে। জগন্নাথদেবকে পরিবারের একজন সদস্যের মতো ভাবা হয়। সেই ভাবধারা থেকেই গুণ্ডিচা মন্দিরে তাঁর এই বার্ষিক সফরকে মাসির বাড়ি বেড়াতে যাওয়া বলা হয়।আরও একটি জনপ্রিয় লোককথা রয়েছে-ফেরার পথে জগন্নাথদেবের রথ আর্ধাশিনী মন্দির-এর সামনে থামে। সেখানে দেবী আর্ধাশিনীকে জগন্নাথদেবের প্রিয় পোড়া পিঠা (পোডা পিঠা) নিবেদন করা হয়। স্থানীয় লোকবিশ্বাসে দেবী আর্ধাশিনীকে জগন্নাথের মাসি হিসেবে মানা হয়। এই প্রথা থেকেই মাসির বাড়ি নামটি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেল সুরক্ষা বাহিনীর উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে

মালিগাঁও, ২৬শে জুলাইঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের রেল সুরক্ষা বাহিনী তাদের আওতাধীন এলাকার অসহায় শিশু ও যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য তপর সতর্কতা ও সময়োচিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিবেদিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ১৮ থেকে ২০ জুন ২০২৬ সময়কালে, রেল সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন রেল স্টেশন ও ট্রেন থেকে বেশ কয়েকজন নাবালককে উদ্ধার করে যথাযথ যত্ন ও প্রত্যাবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিশু কল্যাণ কমিটি, চাইল্ড হেল্পলাইন এবং অন্যান্য অনুমোদিত সংস্থার কাছে নিরাপদে হস্তান্তর করেছেন।উদ্ধার অভিযানের অংশ হিসেবে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের কর্মীরা ১৮ই জুলাই নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১২ বছর বয়সী এক বালককে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে হস্তান্তর করেন। ১৯শে জুলাই, নিউ বনগাইগাঁও-এ আরপিএফ ২২৫০৪ নম্বর ট্রেনে ভ্রমণরত চার নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করে যথাযথ যত্নের জন্য বনগাইগাঁও শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে হস্তান্তর করে। একই দিনে, কিষাণগঞ্জে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ১৫৯১০ নম্বর ট্রেন থেকে ১০ বছর বয়সী এক বালককে উদ্ধার করে কিষাণগঞ্জ চাইল্ড হেল্পলাইনের কাছে হস্তান্তর করে।কাটিহারে, আরপিএফ কর্মীরা কাটিহার রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরীকে উদ্ধার করে তাকে কাটিহার চাইল্ড লাইনের কাছে হস্তান্তর করেছেন। অন্য একটি অভিযানে, আরপিএফ ট্রেন এসকর্ট পার্টি ১২৫০৫ নম্বর ট্রেনে ভ্রমণরত ১৪ বছর বয়সী এক

কিশোরীকে উদ্ধার করে এবং তার নিরাপত্তা ও পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করে। একই অভিযানে ১৮ বছর বয়সী এক যুবককেও নিরাপদে তার বাবার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়।শিশুদের সুরক্ষার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার প্রদর্শন করে, গোয়ালপাড়ায় আরপিএফ কর্মীরা ২০শে জুলাই ৭৫৭২৪ নম্বর ট্রেনে ভ্রমণরত ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরীকে উদ্ধার করে গোয়ালপাড়া শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে হস্তান্তর করেছে। কামাখ্যা রেল স্টেশনে, আরপিএফ একটি এনজিও প্রতিনিধির সাথে মিলে ১২৫০৫ নম্বর ট্রেনে ভ্রমণরত ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরীকে উদ্ধার করে নিরাপদ হেফাজতে গুয়াহাটির রেলওয়ে চাইল্ড লাইনের কাছে হস্তান্তর করেছে।২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত এনএফআর-এর আরপিএফ এই রেল নেটওয়ার্কের স্টেশন ও ট্রেনগুলো থেকে ৪৩০ জন পুরুষ ও মহিলাকে উদ্ধার করেছে, যা শিশু ও যাত্রীদের সুরক্ষার প্রতি তাদের অবিচল অঙ্গীকারের প্রতিফলন। পূর্ব রেল একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেল সুরক্ষা বাহিনী শিশু কল্যাণ কমিটি, শিশু হেল্পলাইন, এনজিও এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় যত্ন ও সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করে এবং, যখনই সম্ভব, তাদের পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রিত করে।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Six (06) nos. works vide **E-NIT No: 03/BDO/HPL/2026-2027, Dated-24/07/2026**. For more information visit w**ww.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Block Development Officer**
Haripal Development Block

এফআইএইচ ইয়ুথ হকি ৫এস এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সোনা

মাস্কাট, ২৬ জুলাই (হি.স.)ঃ মাস্কাটে অনুষ্ঠিত এফআইএইচ ইয়ুথ হকি৫এস এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক ম্যাচে ভারতীয় সাব-জুনিয়র পুরুষ হকি দল দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছে। রোমিত পাল (৫’), অধিনায়ক কেতন কুশওয়াহা (১২’) এবং শাহরুখ আলীর (১৩’) গোলে ভারত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিল। এরফলে ভারতীয় পুরুষ দল অপরাজিত ভাবে চ্যাম্পিয়ন হলো।
ফাইনালে পৌঁছানোর সুবাদে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দলই প্রথম এফআইএইচ ইয়ুথ হকি৫এস বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। এদিকে মহিলাদের প্রতিযোগিতায় ফাইনালে চিনের কাছে ২-৪ ব্যবধানে হেরে ভারতীয় দল রানার-আপ হয়েছে। মাস্কাটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ভারতীয় মহিলা দলও এফআইএইচ ইয়ুথ হকি৫এস বিশ্বকাপে খেলার জন্যও যোগ্যতা অর্জন করেছে।

মেসিবিহীন ইন্টার মায়ামির জয়

মায়ামি, ২৬ জুলাই (হি.স.)ঃ বিশ্বকাপের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর সুপারস্টার লিওনেল মেসি এখনও বিশ্রামে থাকায়, ক্যাসিমিরোর মেজর লিগ সকার অভিষেক ম্যাচে ইন্টার মিয়ামি শনিবার মন্টিয়লের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়লাভ করে। ৮১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে লুইস সুয়ারেজ দলের জয় নিশ্চিত করেন। উরুগুয়ের প্রাক্তন লিভারপুল ও বার্সিলোনা ফরোয়ার্ড তার শেষ তিনটি ম্যাচে গোল করার ধারা অব্যাহত রেখে ছয়টি গোল করেছেন, ফলে এই মরসুমে তার মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে নয়টিতে।

ফিটনেসের উপর নজর বিসিসিআইয়ের

শ্রীলঙ্কা সফরের আগে টিম ইন্ডিয়ায় বড় চিন্তা বুমরাহকে নিয়ে

মুম্বই, ২৬ জুলাই ঃ আগামী মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। নতুন টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বে এটি হতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফর। আগামী সপ্তাহেই সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা হওয়ার কথা। তবে দল ঘোষণার আগেই সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছেন তারকা পেসার জশপ্রীত বুমরাহ। বাঁ হাঁটুর চোট কাটিয়ে তিনি সময়মতো মাঠে ফিরতে পারবেন কি না, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর, দীর্ঘ বিরতির পর টেস্ট দলে ফিরতে চলেছেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৫ আগস্ট, গলে। দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ২৩ আগস্ট থেকে কলম্বোতে। স্পিন-সহায়ক উইকেটে এই সিরিজ ভারতের জন্য যেমন বড় পরীক্ষা, তেমনি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে বুমরাহর ফিটনেস নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টেস্ট সিরিজের শেষ ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই ম্যাচটি ছিল সিরিজ নির্ধারণকারী, তবুও কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। জানা যায়, তাঁর বাঁ হাঁটুতে অস্বস্তি এবং ফোলাভাব দেখা দিয়েছিল। সেই কারণেই তাঁকে মাঠের বাইরে রাখা হয়। বর্তমানে বুমরাহ পুনর্বাসন এবং ফিটনেস ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। বিসিসিআই সূত্রের খবর, বোর্ড এখনও আশাবাদী যে সিরিজ শুরুর আগে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে

উঠতে পারবেন। কারণ প্রথম টেস্ট শুরু হতে এখনও কয়েক সপ্তাহ সময় রয়েছে, যা তাঁর পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় বোর্ডের এক সূত্র সংবাদ সংস্থা কে জানিয়েছে, আমরা নিয়মিতভাবে বুমরাহর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছি। টেস্ট সিরিজ শুরু হতে এখনও প্রায় তিন সপ্তাহ বাকি। ফলে তাঁর হাতে পর্যাপ্ত সময় রয়েছে সুস্থ হয়ে ওঠার। চিকিৎসক এবং ফিজিওদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে বোর্ড কোনও তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না। ভবিষ্যতের বড় সিরিজ এবং আন্তর্জাতিক সূচির কথা মাথায় রেখে বুমরাহকে সম্পূর্ণ ফিট না হলে মাঠে নামানোর সম্ভাবনা খুবই কম। ভারতের পেস আক্রমণের প্রধান ভরসা হওয়ায় তাঁর ফিটনেস নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজমেন্ট। অন্যদিকে, ভারতীয় দলের জন্য ইতিবাচক খবর রবীন্দ্র জাদেজার প্রত্যাবর্তন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি একদিনের ম্যাচ খেলার পর থেকে তিনি জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন। এবার শ্রীলঙ্কা সফরে তাঁর টেস্ট দলে ফেরার সম্ভাবনা কার্যত নিশ্চিত বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রীলঙ্কার উইকেটে স্পিনারদের ভূমিকা বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে জাদেজার অভিজ্ঞতা এবং অলরাউন্ড দক্ষতা ভারতের জন্য বড় সম্পদ হতে পারে। ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ রান করার পাশাপাশি বাঁহাতি স্পিনে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। ফলে টিম ইন্ডিয়ার ভারসাম্য বাড়াতে জাদেজার প্রত্যাবর্তন বড় ভূমিকা রাখতে পারে। ভারতীয় দল ৪ আগস্টের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেছে। স্থানীয় পরিবেশ এবং উইকেটের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে কলম্বোর ননডেস্ক্রিপ্টস ক্রিকেট ক্লাবে চার দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে দল। এই ম্যাচের মাধ্যমে ক্রিকেটাররা ম্যাচ অনুশীলনের পাশাপাশি কন্ডিশনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। তবে বুমরাহ শুরু থেকেই দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় যেতে পারবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তাঁর পুনর্বাসনের অগ্রগতি এবং মেডিক্যাল রিপোর্টের উপরই নির্ভর করবে সেই সিদ্ধান্ত। নির্বাচকরা চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগে তাঁর শারীরিক অবস্থার সর্বশেষ মূল্যায়ন করবেন। শ্রীলঙ্কা সফরের আগে তাই ভারতীয় শিবিরে একদিকে যেমন রয়েছে বুমরাহকে ঘিরে উদ্বেগ, অন্যদিকে জাদেজার প্রত্যাবর্তন বাড়াচ্ছে আশার আলো। এখন নজর নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত এবং বুমরাহর ফিটনেস রিপোর্টের দিকে। সেই রিপোর্টই ঠিক করে দেবে, ভারতের অন্যতম সেরা পেসারকে নিয়ে শুভমান গিলের দল পূর্ণ শক্তিতে মাঠে নামতে পারবে কি না।

কমনওয়েলথ গেমসে বড় দুর্ঘটনা! হরাইজন্টাল বার থেকে পড়ে আহত ইংল্যান্ডের তরুণ জিমন্যাস্ট

২৬ জুলাই ঃ কমনওয়েলথ গেমসের পুরুষদের জিমন্যাস্টিক্স ফাইনালে ঘটে গেল এক শ্বাসরুদ্ধকর দুর্ঘটনা। পদকের লড়াই যখন চরমে, ঠিক সেই সময় হরাইজন্টাল বার থেকে ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন ইংল্যান্ডের ১৯ বছর বয়সি জিমন্যাস্ট গ্যাব্রিয়েল ল্যাংটন। ঘটনাটি ঘটতেই মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা অ্যারেনা। প্রতিযোগী, কোচ, দর্শক- সকলেই উদ্বেগে তাকিয়ে ছিলেন তরুণ জিমন্যাস্টের দিকে। চোখের পলকে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় বার থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে যান ল্যাংটন। আঘাতের পর তিনি নিজে থেকে উঠে দাঁড়াতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিযোগিতা বন্ধ করে মেডিক্যাল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। মাঠের মধ্যেই কয়েক মিনিট ধরে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসকরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মাথা ও ঘাড় স্থির রেখে বিশেষ সাপোর্ট ব্যবহার করেন, যাতে অতিরিক্ত নড়াচড়ার কারণে সম্ভাব্য চোট আরও গুরুতর না হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর স্ট্রেচারে করে ল্যাংটনকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য প্রতিযোগিতাও স্থগিত রাখা হয়। মাঠে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়লেও দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। গ্যাব্রিয়েল ল্যাংটন এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ইংল্যান্ড দলের হয়ে সুযোগ পান ছয়বারের অলিম্পিক পদকজয়ী ম্যাক্স হুইটলকের চোটের কারণে। দেশের হয়ে বড় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পেলেও টুর্নামেন্টের শেষ রোটেশনেই ঘটে যায় এই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা। পদকের লড়াইয়ের মাঝেই তাঁর প্রতিযোগিতা থেমে যায়। প্রতিযোগিতা শেষে ল্যাংটনের সতীর্থ লুক হোয়াইটহাউস সাংবাদিকদের জানান, প্রাথমিকভাবে যে খবর পাওয়া গেছে তাতে ল্যাংটনের অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি বলেন, জিমন্যাস্টিক্স অত্যন্ত কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ একটি খেলা। এই ধরনের ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়,

প্রতিটি পারফরম্যান্সের পিছনে কতটা ঝুঁকি লুকিয়ে থাকে। তবে যতটা শুনেছি, গ্যাব্রিয়েল এখন অনেকটাই ভালো আছে। টিম ইংল্যান্ডের তরফেও পরে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সেখানে জানানো হয়, হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ল্যাংটনের জ্ঞান ছিল এবং তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বাভাবিকভাবে হাত-পাও নাড়াতে পারছিলেন, যা চিকিৎসকদের কাছে ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে ধরা পড়ে। দ্রুত ও পেশাদার চিকিৎসা পরিষেবার জন্য মেডিক্যাল টিমের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ইংল্যান্ড দল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ল্যাংটনের একাধিক মেডিক্যাল স্ক্যান ও পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে গুরুতর কোনও চোটের প্রমাণ মেলেনি। সমস্ত রিপোর্ট সন্তোষজনক হওয়ায় পর্যবেক্ষণে রাখার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ইংল্যান্ড শিবির। তবে দুর্ঘটনার কারণে দলের সঙ্গে পদক গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি গ্যাব্রিয়েল ল্যাংটন। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা যখন রুপোর পদক গ্রহণের জন্য পোডিয়ামে উঠেছিলেন, তখন হাসপাতালেই ছিলেন এই তরুণ জিমন্যাস্ট। যদিও বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে, এই ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল- জিমন্যাস্টিক্সে নিখুঁত দক্ষতার পাশাপাশি প্রতিটি মুহূর্তে লুকিয়ে থাকে বড় ঝুঁকিও।

ভারতীয় স্কোয়াশে ইতিহাস অনাহত সিংয়ের!

‘এই জয় আমার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান’

অন্টারিও, ২৬ জুলাই ঃ ভারতীয় স্কোয়াশে নতুন ইতিহাস লিখলেন দিল্লির ১৮ বছর বয়সি অনাহত সিং। কানাডার অন্টারিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জুনিয়র স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের সিঙ্গলস বিভাগে শিরোপা জয় করলেন। ফাইনালে মিশরের রুকাইয়া সালেমকে টানা তিন গেমে ১১-৩, ১১-৭, ১১-৯ ব্যবধানে হারিয়ে সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করেন অনাহত।জয়ের মুহূর্তে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ভারতের এই তরুণ স্কোয়াশ তারকা। ট্রফি হাতে নিয়ে তিনি বলেন, এই জয় আমার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি। দীর্ঘ চার বছরের অপেক্ষা, ব্যর্থতা এবং কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্বসেরার মুকুট জেতায় তাঁর কণ্ঠে ছিল স্বস্তি ও আনন্দের মিশেল। বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে এর আগে একাধিকবার অংশ নিলেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অধরাই ছিল অনাহতের কাছে। কখনও কোয়ার্টার ফাইনাল, কখনও সেমিফাইনালে থেমে যেতে হয়েছে তাঁকে। সেই হতাশার স্মৃতিই তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি প্রায়ই বলতাম, এই টুর্নামেন্ট যেন আমার কাছে অভিশাপ। এখানে কখনও নিজের সেরাটা খেলতে পারিনি। তাই এবার শেষ সুযোগটা কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে চাইনি। এবারের প্রতিযোগিতা ছিল জুনিয়র বিভাগে অনাহতের শেষ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ। তাই এই আসর তাঁর কাছে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, এটাই জুনিয়র হিসেবে আমার শেষ বছর। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার এটাই ছিল শেষ সুযোগ। তাই এই শিরোপার মূল্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ফাইনালের মতো বড় মঞ্চে চাপকে কীভাবে সামলেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে অনাহত জানান, তিনি ফলাফল নিয়ে না ভেবে নিজের স্বাভাবিক খেলাতেই মন দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, আমি জানতাম, চাপ নিলে নিজের খেলাটা খেলতে পারব না। তাই শুধু প্রতিটি পয়েন্ট উপভোগ করেছি এবং নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলেছি। খেলাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা ছিল।

বিশ্বকাপ ফাইনালের হতাশার পর প্রথমবার প্রকাশ্যে লিওনেল মেসি

অরোইয়ো সেকো, ২৬ জুলাই ঃ বিশ্বকাপ ফাইনালের হতাশা এখনও টাটকা। শিরোপার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের পর কয়েকদিন জনসমক্ষে দেখা যায়নি লিওনেল মেসিকে। অবশেষে নীরবতা ভেঙে প্রকাশ্যে এলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। তবে কোনও আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান বা সংবাদ সম্মেলনে নয়, বরং পরিবারের সঙ্গে যুক্ত একটি ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ দেখতে গ্যালারিতে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। আর্জেন্টিনার রোজারিওর কাছে অরোইয়ো সেকো শহরের আন্তোনিও দি জাকোমো স্টেডিয়ামে তাঁকে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন সমর্থকেরা। বিশ্বকাপের ফাইনালের পর এটি ছিল মেসির প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিতি। স্টেডিয়ামে পৌঁছানোর সময় তিনি নজর এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। কালো রঙের হুডি পরে মুখের বেশিরভাগ অংশ ঢেকে গ্যালারিতে বসেছিলেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফুটবলারের উপস্থিতি বেশিক্ষণ গোপন থাকেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্শকদের নজরে পড়ে যান তিনি। মুহূর্তের মধ্যেই স্টেডিয়ামজুড়ে শুরু হয় ‘মেসি মেসি’ ধ্বনি। ছোট থেকে বড়- সব বয়সের সমর্থকরাই তাঁকে একঝলক দেখার জন্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। সমর্থকদের ভালোবাসার জবাবে পরিচিত হাসিমুখে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী এই তারকা ফুটবলার। বিশ্বকাপ ফাইনালের হতাশা সত্ত্বেও ভক্তদের সঙ্গে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত দ্রুতই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। সেদিন মাঠে মুখোমুখি হয়েছিল

আর্জেন্টিনার চতুর্থ ডিভিশনের প্রিমেরা সি লিগের দুই দল- লিওনেস এফসি এবং সেন্ট্রাল করডোবা। ম্যাচটি ঘিরে স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ থাকলেও মেসির উপস্থিতি সেটিকে আরও বিশেষ করে তোলে। তিনি গ্যালারির একটি ব্যালকনি থেকে পুরো ম্যাচ উপভোগ করেন। বর্তমানে মেসি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে খেললেও এই সময় অল-স্টার ম্যাচে তাঁকে মাঠে দেখা যায়নি। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী লিগের সেরা ফুটবলারদের অল-স্টার ম্যাচে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক। তবে যেসব ফুটবলার সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বড় টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত খেলেছেন, তাঁদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ দিতে মেজর লিগ সকার বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে। সেই কারণেই বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলার পর মেসিকে অল-স্টার ম্যাচে অংশ নিতে হয়নি। মেসির উপস্থিতি যে ক্লাবে, সেটিও তাঁর পরিবারের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। লিওনেস এফসি প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে মেসি পরিবারের উদ্যোগ। ক্লাবটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন লিওনেল মেসির বড় ভাই মাতিয়াস মেসি। বর্তমানে দলটি আর্জেন্টিনার প্রিমেরা সি লিগে খেলছে এবং তাদের ঘরের মাঠ অরোইয়ো সেকোর আন্তোনিও দি জাকোমো স্টেডিয়াম। ব্যস্ত আন্তর্জাতিক ফুটবল সূচির ফাঁকে সুযোগ পেলেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে এবং শিকড়ের কাছে ফিরতে ভালোবাসেন মেসি। তাই পরিবারের ক্লাবের ম্যাচে তাঁর উপস্থিতি সমর্থকদের কাছে ছিল আবেগঘন এক মুহূর্ত। মাঠে না নেমেও তিনি আবারও প্রমাণ করলেন, ফুটবল তাঁর কাছে শুধু পেশা নয়, জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বকাপের ফাইনালের হতাশা পেছনে ফেলে এখন মেসির লক্ষ্য নতুন মৌসুম এবং আগামী আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ। তবে রোজারিওর কাছে ছোট্ট একটি স্টেডিয়ামে তাঁর এই নিরাভরণ উপস্থিতি আরও একবার মনে করিয়ে দিল- বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বড় তারকা হয়েও নিজের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখেছেন লিওনেল মেসি।

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের দ্বিতীয় পদক, রেকর্ড গড়েও সোনা হাতছাড়া ঋষিকান্ত সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ কমনওয়েলথ গেমসের চতুর্থ দিনে ভারতের পদক তালিকায় যোগ হল আরও একটি সাফল্য। পুরুষদের ৬০ কেজি ভারোত্তোলন ইভেন্টে রুপোর পদক জিতে দেশকে গর্বিত করলেন ঋষিকান্ত সিং। প্রতিযোগিতার শুরুতে দুরন্ত পারফরম্যান্সে কমনওয়েলথ গেমসের নতুন রেকর্ড গড়ে তিনি সোনার আশা জাগিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ক্লিন অ্যান্ড জার্ক পর্বে প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়ায় অল্পের জন্য হাতছাড়া হয় স্বর্ণপদক। প্রতিযোগিতার স্ন্যাচ বিভাগে ঋষিকান্ত অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি ১২১ কেজি ওজন তুলে কমনওয়েলথ গেমসের নতুন রেকর্ড গড়েন এবং শুরু থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর চাপ তৈরি করেন। তাঁর এই পারফরম্যান্সে ভারতীয় শিবিরে সোনা জয়ের আশাও জোরালো হয়ে ওঠে। তবে ভাগ্যের মোড় ঘুরে যায় ক্লিন অ্যান্ড জার্ক পর্বে। প্রথম প্রচেষ্টায় ১৪৩ কেজি ওজন তুলতে সফল হলেও পরবর্তী দুটি প্রচেষ্টায় ১৪৮ কেজি এবং ১৫১ কেজি ওজন তুলতে ব্যর্থ হন ঋষিকান্ত। সেই সুযোগই কাজে লাগান মালয়েশিয়ার মহম্মদ আনিক বিন কাসদান। তিনি ছয়টি প্রচেষ্টাতেই সফল হয়ে মোট ২৭৩ কেজি ওজন তুলে শুধু স্বর্ণপদকই জেতেননি, গড়েছেন নতুন কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ডও। অন্যদিকে, মোট ২৬৪ কেজি ওজন তুলে রুপোর পদক নিশ্চিত করেন ঋষিকান্ত সিং। রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি তাঁর এই পারফরম্যান্স ভারতের জন্য বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর আগে শুক্রবার পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন ঝন্টু কুমার। তাঁর পর ঋষিকান্তের রুপো ভারতের পদক তালিকাকে আরও সমৃদ্ধ করল এবং ভারোত্তোলনে দেশের

ধারাবাহিক সাফল্যের প্রমাণ দিল।তবে পদক জয়ের আনন্দের মাঝেই লন বোলসে ভারতের জন্য আসে হতাশার খবর। টানা দুই ম্যাচ জিতে দুরন্ত ছন্দে থাকা রূপা রানি তিরকে ও পিঙ্কি সিং এদিন নামিবিয়ার বিরুদ্ধে কোর্টে নামেন। প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও অল্প ব্যবধানে হারতে হয় ভারতীয় জুটিকে। এরপর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয় সেটে ১০-১ ব্যবধানে জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান তাঁরা। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয় টাইব্রেকারে। সেখানেই নামিবিয়ার জুটির কাছে পরাজিত হন রূপা ও পিঙ্কি। চলতি কমনওয়েলথ গেমসে এটাই তাঁদের প্রথম হার। যদিও প্রতিযোগিতায় এখনও ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে বলে আশাবাদী ভারতীয় শিবির। একদিকে ঋষিকান্ত সিংয়ের রেকর্ড গড়া রুপোর পদক, অন্যদিকে লন বোলসে অল্পের জন্য হার- সব মিলিয়ে ভারতের জন্য দিনটি ছিল সাফল্য ও আক্ষেপের মিশ্র অভিজ্ঞতায় ভরা।

বিশ্বকাপ ফাইনালে হার, বিতর্কে আর্জেন্টিনা! সমালোচকদের ‘হিংসুটে’ বললেন প্রেসিডেন্ট মিলেই

২৬ জুলাই ঃ বিশ্বকাপের ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গের পর মাঠের লড়াই এবার ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন প্রচারাভিযানে। শিরোপা হাতছাড়া হওয়ার পর একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ফুটবলপ্রেমীদের সমালোচনার মুখে পড়েছে আর্জেন্টিনা, অন্যদিকে দেশের সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়ে সরব হয়েছেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই। ইনস্টাগ্রামে একাধিক পোস্ট করে তিনি আর্জেন্টিনার সমালোচকদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন এবং দাবি করেছেন, দেশের সাফল্যই নিন্দার মূল কারণ। প্রেসিডেন্ট মিলেই তাঁর পোস্টে লেখেন, আর্জেন্টিনা আন্তর্জাতিক ফুটবলে ধারাবাহিকভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে বলেই অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায়, আমাদের সমস্যা একটাই- আমরা সবার নজর কেড়ে নিই। তাই অনেকে আমাদের হিংসা করে। আমরা সব ক্ষেত্রেই সেরাদের মধ্যে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই ফুটবলমহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। বিতর্কের সূত্র কোথায়? বিশ্বকাপ চলাকালীন সামাজিক মাধ্যমে একটি অনলাইন প্রচারাভিযান শুরু হয়, যেখানে দাবি করা হয়েছিল, ফলাফল যাই হোক না কেন, আর্জেন্টিনাকে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দেওয়া উচিত। argentinaout.com নামে চালু হওয়া ওই ক্যাম্পেনে অভিযোগ করা হয়, টুর্নামেন্ট পরিচালনাকারী সংস্থা এবং ম্যাচ অফিসিয়ালরা নাকি আর্জেন্টিনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। প্রচারাভিযানের সমর্থকদের দাবি ছিল, আর্জেন্টিনাকে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং অন্য দলগুলোর জন্য সমান প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে না। ওই প্রচারাভিযান অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপক সাড়া ফেলে। উদ্যোক্তাদের দাবি, চালু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক কোটির বেশি মানুষ এতে অংশ নেন। পরে সেই সংখ্যা দুই কোটিরও বেশি ছাড়িয়ে যায় বলে প্রচার

করা হয়। তবে এই অনলাইন ক্যাম্পেনের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক বা ক্রীড়া প্রশাসনিক প্রভাব পড়েনি। আর্জেন্টিনা স্বাভাবিক নিয়মেই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার যোগ্যতাও ধরে রাখে। প্রেসিডেন্টের কড়া জবাব- এই প্রচারাভিযানের পরিপ্রেক্ষিতেই সামাজিক মাধ্যমে সরব হন জাভিয়ের মিলেই। তাঁর মতে, আর্জেন্টিনার সাফল্য মেনে নিতে না পেরেই বিভিন্ন মহল থেকে এমন প্রচার চালানো হচ্ছে। তিনি সমালোচকদের উদ্দেশে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় বলেন, দেশের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রচারণা আসলে ঈর্ষা থেকেই তৈরি হয়েছে। মিলেইর এই মন্তব্যকে ঘিরে অবশ্য মতভেদও তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। তবে রাষ্ট্রপ্রধানের এমন সরাসরি প্রতিক্রিয়া বিষয়টিকে আরও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর আর্জেন্টিনার একাংশ সমর্থকও পাল্টা অনলাইন প্রচারাভিযান শুরু করেছেন। জনপ্রিয় পিটিশন প্ল্যাটফর্ম Change.org-এ রিপ্লে ম্যাচের দাবিতে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছে। আর্জেন্টাইন সমর্থক গিসেলা সানচেজের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই পিটিশনে ইতিমধ্যেই ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ সমর্থন জানিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। পিটিশনে ফাইনালের রেফারিং নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আবেদনকারীদের অভিযোগ, ম্যাচ পরিচালনার সময় স্লোভেনিয়ার রেফারি স্লাভকো ভিনচিচের কয়েকটি সিদ্ধান্ত ম্যাচের গতিপথে প্রভাব ফেলেছে। তাঁদের দাবি, ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করলে কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আন্তর্জাতিক ফুটবলে কোনও ম্যাচের রেফারিং নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলেও শুধুমাত্র সেই কারণে ফাইনাল পুনরায় আয়োজনের নজির অত্যন্ত বিরল।

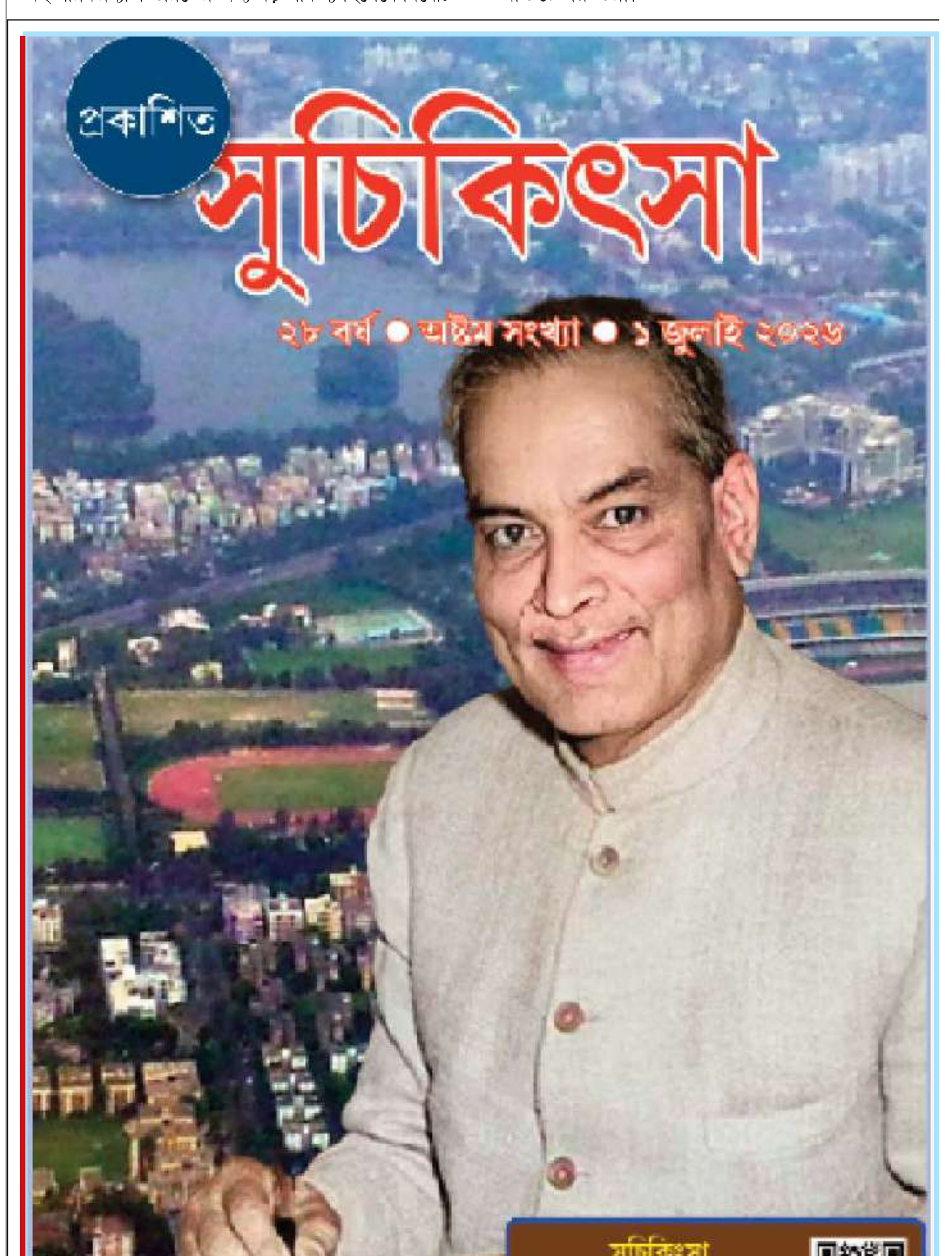

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com